উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 6 December 2024 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 197 MLD

আজ টেস্ট শুরু, নজরে বুমরাহ

▸▸ তেরোর পাতায়

অনাস্থায় হার প্রধানমন্ত্রীর, চাপে মাক্রোঁ

▸▸ এগারোর পাতায়

বাল্যবিবাহ রুখতে মহিলাদের মিছিল

সৌরভ রায় ও বিপ্লব হালদার

কুশমণ্ডি ও তপন, ৫ ডিসেম্বর : আর কোনও মেয়েকে শৈশব জলাঞ্জলি দিতে হবে না। আর কাউকে ঘর ছাড়তে হবে না সময়ের আগে, এই ছিল মূল ভাবনা। আর তা থেকে দক্ষিণ দিনাজপুরের গ্রামে গ্রামে মশাল, মোমবাতি জ্বালিয়ে শপথ নিলেন মহিলারা।

বুধবার রাতে তপনের চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা কাজিভাগ গ্রামে এলাকার গৃহবধূ ও কিশোরীদের নিয়ে মশালমিছিল বের করা হয়। মিছিলটি কাজিভাগ গ্রাম সহ আশপাশের এলাকায় পরিক্রমা করে বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম গড়ে তোলার

একজোট্টা তিন গ্রামের নারীবাহিনী

খারুয়া গ্রামে মহিলাদের শপথ।

বার্তা দেন। সেই সঙ্গে শপথ পাঠ করেন। পাশাপাশি গ্রামের বধূদের নিয়ে হাঁড়িভাঙা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেই বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরেন শক্তি বাহিনীর কর্মকর্তারা। ওই আলোচনা সভায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের পন্থা, এর সামাজিক প্রভাব, এবং কিশোরীদের শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হয়।

রাস্তায় আগুন জ্বেলে প্রথমে মিছিল, পরে মোমবাতি জ্বেলে বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম তৈরির শপথ গ্রহণ করা হল হরিরামপুর ও কুশমণ্ডিতে। মেয়েদের রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন মহিলারাই।

সম্প্রতি হরিরামপুরের খারুয়া গ্রামের শতাধিক মহিলা এই কর্মসূচিতে *এরপর বারোর পাতায়*

প্রাণ বাঁচাতে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে নাবালক

অস্থির বাংলাদেশ

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ৫ ডিসেম্বর : খানিকটা যেন বজরঙ্গি ভাইজান সিনেমার মুন্নির গল্পের সঙ্গে মিল আছে একেবারে হাতেগরম সত্যি এই ঘটনার। তবে এক্ষেত্রে মূল চরিত্র একজন আট বছরের বালক। রিল আর রিয়েল লাইফের এমন আশ্চর্য মিল যে-কোনও সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানাবে।

কাঁটাতার টপকে ভারতে প্রবেশ করার সময় আট বছরের নাবালককে গ্রেপ্তার করল বিএসএফ। বৃহস্পতিবার সকালে ওই নাবালককে হেমতাবাদ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন ৬৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের আধিকারিক। বৃহস্পতিবার বিকেলে তাকে কর্ণজোড়ার জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে তোলা হলে বিচারক হোমে রাখার নির্দেশ দেন।

বিএসএফ জানিয়েছে, ওই নাবালকের বাড়ি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার পিরগঞ্জ থানার বেলদহি গ্রামে। ৮ বছরের ওই নাবালকের চেহারা শ্যামবর্ণ, চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ, পরনে কালো প্যান্ট ও উলের জ্যাকেট। এদিন সকালে বিএসএফের আধিকারিকেরা ওই নাবালককে আটক করে হেমতাবাদ থানায় নিয়ে আসলে পুলিশ প্রথমে তাকে নিতে অস্বীকার করে। পুলিশ আধিকারিকদের প্রস্তাব ছিল, ওই নাবালককে ফ্ল্যাগ মার্চের মাধ্যমে পুশব্যাক করে দেওয়া হোক। কিন্তু বিএসএফের সাফ জবাব, ওই নাবালকের নিরাপত্তার স্বার্থে হেমতাবাদ থানার মাধ্যমে হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হোক। সবটাই করা হোক আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এরপর পুলিশ বাধ্য হয়ে ফরেন অ্যাক্টে মামলা রুজু করে জুভিনাইল জাস্টিস বোর্ডে পাঠায়।

ওই নাবালকের বক্তব্য, 'বাংলাদেশে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নয়, মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপরেও হামলা চালাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। আমার বাবা হাসিনার দল করত, সেটাই আমার বাবার অপরাধ। বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল দুষ্কৃতীরা। এরপর যে যার মতো বাড়ি থেকে পালিয়ে বেরিয়ে যাই। আমার বাবা দশদিন ধরে ফুপুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে আছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে গেলে পুলিশ উলটে মামলা দিয়ে দিচ্ছে। সেই কারণেই গতকাল সকালে ঠিক করি, আমি ভারতে গিয়ে থাকব। আমার মাও বলেছে, ভাইবোনদের নিয়ে ভারতের বিএসএফের হাতে ধরা দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবে।'

বিএসএফের আধিকারিক সুনীল কুমার বলেন, 'গতকাল হেমতাবাদের বামর বিওপি থেকে ওই বাংলাদেশি নাবালককে উদ্ধারের পর জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জানতে পারি, বাংলাদেশের ভয়ংকর পরিস্থিতি নির্দিষ্ট কোনও জাতি নয়, হিন্দু, মুসলিম প্রত্যেকেই আক্রান্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত। সেই কারণেই আমরা পুশব্যাক না করিয়ে হেমতাবাদ থানার মাধ্যমে তাকে হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করি।'

হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, 'বিএসএফের তরফ থেকে একজন বাংলাদেশি নাবালককে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আমরা নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি।'

উত্তরের খোঁজে

মাখনা বিপ্লবে বিহার জাগে, বাংলা শুধু ঘুমায়ে রয়

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

পদ্মপাতার ওপর সাতসকালের রোদ ও শিশিরবিন্দু পড়ে থাকলে যে মায়া ছড়ায়, তা ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত ভাষা থাকে না সব সময়। অপলকে তাকিয়ে থাকতে হয় শুধু।

ট্রেনে কোচবিহার থেকে কলকাতা যাওয়ার সময় বারসই থেকে চোখ খোলা রাখুন। রেললাইনের দু'পাশে নয়ানজুলিতে দেখবেন এরকম প্রচুর 'পদ্মপাতা'। একলাখি স্টেশনের আগে মহানন্দা নদীর পাশের জায়গাটুকু পর্যন্ত দৃশ্যমান ওরকম শিশির ও সবুজ মাখামাখি পাতায় পাতায়।

বলে নিই আগে। ও সব পদ্মপাতা নয় আদৌ। মাখনা চাষ চলছে আদতে। দক্ষিণ মালদার এই অংশে মাখনার মহাবিপ্লব চলছে অনেকদিন। নয়াদিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, শিলিগুড়ির শপিং মলে যে মাখনার চটকদার প্যাকেট দেখতে পান, তার অনেকটাই দক্ষিণ মালদার এই অঞ্চল থেকে যাওয়া। ইউরোপ-আমেরিকাতেও মাখনার মসৃণ যাতায়াত।

ওই তথ্যের পাশাপাশি একটা প্রশ্ন কুইজে ব্যবহার করা যায়। আমাদের উত্তরবঙ্গের বহু পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে চলে যান বলে আমরা হাহাকার করি, প্রশ্ন তুলি বারবার। কথা ওঠে, আমাদের এখানে কাজ নেই, বেশি মজুরি নেই বলেই কৃষক-মজুররা বাধ্য অন্য রাজ্যে চলে যেতে। এমন প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠবে, আমাদের উত্তরবঙ্গে *এরপর বারোর পাতায়*

হাসিনার বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞা ইউনূস সরকারের

ভারতে শান্তিসেনা পাঠানোর নিদান

অস্থির বাংলাদেশ

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর : পালাবদল ঘটলেও বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গলার কাঁটা এখনও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাই যেনতেনপ্রকারেণ মুজিব-কন্যাকে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে ব্ল্যাকআউট করে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার।

হাসিনার বিরুদ্ধে আগেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এবং রেড নোটিশ জারি হয়েছিল। এবার শেখ হাসিনার বক্তব্য সম্প্রচারের ক্ষেত্রেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল বাংলাদেশে।

বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল নির্দেশ দিয়েছে, 'শেখ হাসিনার বিদ্বেষমূলক বক্তব্যগুলি যেন ফেসবুক, এক্স, ইউটিউবের মতো সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত না হয়।' আগে যে সমস্ত বক্তব্য প্রচারিত হয়েছে, সেগুলিও দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন সরকারপক্ষের এক আবেদনের শুনানি শেষে এই নির্দেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল। সরকারকে দ্রুত নির্দেশগুলি কার্যকর করতে বলা হয়েছে।

হাসিনাকে নিশানা করার পাশাপাশি ভারতবিরোধী প্রচারের সুরও ক্রমশ তীব্র হচ্ছে বাংলাদেশে। বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশেরবদলেভারতেইপাঠানো উচিত।' পশ্চিমবঙ্গের বেলঘড়িয়ার এক তরুণকে বাংলাদেশে ব্যাপক মারধর করা হয়েছিল। ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অশান্ত বাংলাদেশে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানো উচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর সেই মন্তব্যেরই এবার জবাব দিল বাংলাদেশ । স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সাফ কথা, 'ভারতে সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে। সেইজন্য বোধহয় *এরপর বারোর পাতায়*

শঙ্খধ্বনিতে সন্ন্যাসীর প্রতিবাদ। বৃহস্পতিবার। কলকাতায়। - এএফপি

মানচিত্র থেকে মুছে যাওয়ার শঙ্কা ভূতনির গ্রামে

রিংবাঁধ থেকে ব্রাত্য কালুটোনটোলা

আজাদ

মানিকচক, ৫ ডিসেম্বর : ভাঙনে ভিটেহারাদের কাছে বড় স্বপ্ন, রিংবাঁধ হচ্ছে। কিন্তু সেই স্বপ্ন যে শুধুই স্বপ্ন হয়ে থেকে যাবে, তা জানেন ভূতনির কালুটোনটোলার বীরবল মাহাতো, অঙ্গদ মাহাতোরা। এখন বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে গঙ্গা। বাঁধের অধিকাংশই গিলে ফেলেছে। বর্ষা আসলে বাকিটুকুও চলে যাবে। গ্রামবাসীর আশঙ্কা, এক-দুবছরে মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কালুটোনটোলা।

গত দুই বছরের ভাঙনে কালুটোনটোলার ২০০ থেকে ২৫০ মিটার বাঁধের কোনও অস্তিত্ব নাই। সম্পূর্ণ বাঁধহীন দশা। বর্তমানে গ্রামটির অবস্থান নদীখাতের একেবারে পাশে। বাঁধ না থাকায় বন্যা তো দূরের কথা, শুধুমাত্র গঙ্গার জল বাড়লেই প্লাবিত হবে কালুটোনটোলার সাধারণ মানুষ। কথা ছিল, ভাঙনগ্রস্ত কালুটোনটোলার বাঁধ মেরামতির কাজ করবে সেচ দপ্তর। তবে বর্তমানে শুখা মরশুমে বাঁধ মেরামতির কাজ না করে চলছে শুধু পরিদর্শন। মাত্র ছয়মাস পর বর্ষাকাল। আর ভাঙনের মরশুম শুরু হলেই আবার তাণ্ডব চালাবে গঙ্গা। গত দুবছরে যে ভয়াবহ গতিতে ভাঙন চালিয়েছে গঙ্গা, তা অব্যাহত থাকলে আগামী দু-এক বছরের মধ্যেই পুরো কালুটোনটোলা গ্রামটাই গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন অনেকে। *এরপর বারোর পাতায়*

আশঙ্কা

- ভূতনির অসংরক্ষিত এলাকার কুড়িটিরও বেশি গ্রাম গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে
- দুই বছরের ভাঙনে কালুটোনটোলার ২০০ থেকে ২৫০ মিটার বাঁধের কোনও অস্তিত্ব নেই
- এক-দু'বছরে মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কালুটোনটোলা। এমনই আশঙ্কা গ্রামবাসীর

'নিরক্ষর' প্রৌঢ়ের সঙ্গে প্রতারণা ভাইপোর

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : বিক্রি করেছিলেন দেড় বিঘা জমি। কিন্তু রেভিনিউ স্ট্যাম্পে লেখা আছে ১১ বিঘা জমি বিক্রির তথ্য। যা দেখে মাথায় হাত উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর ব্লকের সিন্ধু গ্রামের প্রৌঢ় শেখ ভসমের। এমন ঘটনা কীভাবে হল কিছুতেই বুঝতে পারছেন না তিনিই। এই ঘটনা জানতে পেরে হস্তক্ষেপ করেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল সহ দুই কর্মাধ্যক্ষ।

শেখ ভসম নিরক্ষর। আর সেজন্যই যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন তা বুঝতে পেরে সরাসরি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সব শোনার পর হতবাক সহকারী সভাধিপতি। জমির মালিককে সঙ্গে নিয়ে গোলাম রসুল হাজির হন রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় অবস্থিত জেলা রেজিস্ট্রি অফিসে। তিনি কথা বলেন আধিকারিকদের সঙ্গে।

শেখ ভসম বলেন, 'আমি দেড় বিঘা জমি বিক্রি করেছিলাম। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝিয়ে টিপ সই করিয়ে নেওয়া হয়।' পুরো বিষয়টি নিয়ে ভাইপো সেলিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন শেখ ভসম। জমি ফেরত চান তিনি। তাঁর আশঙ্কা, 'না হলে পরিবার নিয়ে পথে বসতে হবে আমাকে।'

এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুলের। তিনি বলেন, 'ভুল বুঝিয়ে এই অসহায় মানুষটিকে প্রতারিত করা হয়েছে। জেলা শাসক এইক্ষেত্রে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন।'

কৃষকসভার নেতা সুরজিত কর্মকার বলেন, 'জেলাজুড়ে একাধিক চক্র কাজ করছে। এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা না নিলে কৃষকেরা প্রতারিত হবে।'

এক বছরেও মানা হয়নি সরকারি নির্দেশ

গঙ্গারামপুরের দইয়ে নেই মেয়াদের স্টিকার

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ৫ ডিসেম্বর : গঙ্গারামপুর ও নয়াবাজারের ক্ষীর দইয়ের কদর ঘরে ঘরে। রাজ্য কিংবা দেশ তো বটেই, এখানকার ক্ষীর দই এখন পাড়ি দিচ্ছে বিদেশেও। কিন্তু এই দই কি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ? দই কিনে ক্রেতারা ঠকছেন না তো? এসব জানতে বছরখানেক আগে গঙ্গারামপুর ও নয়াবাজারে অভিযান চালিয়েছিলেন ফুড সেফটি ও ক্রেতা সুরক্ষা আধিকারিকরা। তাঁরা নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, প্যাকেটজাত খাবারের মতো দইয়ের হাঁড়িতেও লাগাতে হবে প্রস্তুত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের স্টিকার। কিন্তু সেই অভিযানের এক বছর আগে সেই নির্দেশ দেওয়া হলেও আজ পর্যন্ত প্রস্তুত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের স্টিকার অমিল শতাধিক পরিবার দই ব্যবসায় জড়িত। যে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে এখানকার ক্ষীর দইয়ের চাহিদা তুঙ্গে ওঠে। সারাবছরই ভালো ব্যবসা চলে। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক মনোজিৎ রাহা জানান, 'দইয়ের দোকানগুলিতে দু'বার অভিযান চালানো হয়েছে। দইয়ের হাঁড়িতে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ সহ দামের স্টিকার লাগাতে বলা হয়েছিল ব্যবসায়ীদের। কিন্তু তাঁরা সেই নির্দেশ উপেক্ষা করেছেন। আমরা অভিযান ফের চালিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেব।'

> **দইয়ের হাঁড়িতে স্টিকার লাগানোর বিষয়টিকে সাধুবাদ জানাই। তবে আমাদের দই তৈরি করার একদিন বা দুইদিনের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। পড়ে থাকে না। তবে আধিকারিকরা যদি ভেজাল দুধের ব্যবসা বন্ধ করতে পারেন তাহলে আমাদের দইয়ের গুণগতমান আরও ভালো হবে'।**
> নিতাই ঘোষ
> দই ব্যবসায়ী

গঙ্গারামপুর ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক কমলেশ ফৌজদারও সরকারি কর্তাদের সঙ্গে একমত। তিনি বলেন, 'মানুষ যাতে খাবার খেয়ে অসুস্থ না হয়, তার জন্য দইয়ের হাঁড়িতেও প্রস্তুত ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বসানো জরুরি। এতে ক্রেতাদের কাছে এখানকার দইয়ের গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়বে।'

এদিন দই কিনতে নয়াবাজারে একটি দোকানে এসেছিলেন তনুশ্রী দাস। তাঁর বক্তব্য, 'নয়াবাজারের দই খুবই সুস্বাদু। সব জায়গায় এর সুনাম রয়েছে। তবে আমরা যখন দই কিনি, বুঝতে পারি না কবে তৈরি হয়েছে। কবেই বা সেই দই খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যাবে। অনেক সময় খারাপ দই কিনে বাড়ি নিয়ে গিয়ে হাঁড়ি ফেলে দিতে হয়। তাই দইয়ের হাঁড়িতে যদি প্রস্তুত ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ করা থাকে, তবে ভালো হয়।'

এইডস সংক্রমণ রুখতে উদ্যোগ

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য বলছে, মালদা জেলায় নাবালিকা গর্ভধারণের সংখ্যাটা উদ্বেগজনক। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সমীক্ষায় তা ধরা পড়েছে। এদিকে এই জেলায় পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যাও ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। সাধারণত দেখা যায়, এই শ্রমিকদের মধ্যে এইডস সংক্রমণ বেশি ধরা পড়ে। এই দুই তথ্যের ভিত্তি করে এইডস সংক্রমণ রুখতে এবার সপ্তম শ্রেণি থেকেই পড়ুয়াদের সচেতন করার উদ্যোগ নিচ্ছেন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। বিশ্ব এইডস দিবসের আগে তাঁদের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন সবাই।

বৃহস্পতিবার মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটের দ্বিতীয় তলায় সরকারিভাবে এইডস দিবস পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি, উপমুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অমিতাভ মণ্ডল, চিকিৎসক গৌতম সরকার সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠান শেষে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে মেডিকেল চত্বর থেকে দুটি ট্যাবলোর সূচনা করা হয়।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, '১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস। কিন্তু সেদিন সরকারি ছুটির দিন হওয়ায় আমরা বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে আজই সেই দিনটি পালন করেছি। আজ আমরা সরকারিভাবে এই দিবস পালন করছি। যাঁরা এইচআইভি পজিটিভ তাঁদের অধিকার, যাঁরা এইচআইভি নিয়ে গর্ভবতী হচ্ছেন তাঁদের অধিকার নিয়ে আমাদের এবছরের থিম, অধিকারের পথে চলুন। এনিয়ে জেলার মানুষকে সচেতন করতে আমরা ট্যাবলোর সূচনা করেছি।”

সুদীপ্তবাবু আরও বলেন, 'এইচআইভি পজিটিভ রক্ত শরীরে প্রবেশ করলে প্রায় ১০০ শতাংশ ক্ষেত্রে রক্তগ্রহীতার এইচআইভি পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। খুব কম সংখ্যায় অসংরক্ষিত যৌন মিলনে এইচআইভি পজিটিভ হয়ে থাকে। তবে খুব কম সম্ভাবনা থাকলেও সারা ভারতবর্ষে যৌন মিলন থেকেই সবচেয়ে বেশি এইচআইভি পজিটিভ হওয়ার পরিসংখ্যান রয়েছে। মালদা জেলায় গর্ভবতীদের ২৩ শতাংশের কিশোরী অবস্থাতেই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এটা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জের। যে বয়সে একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, তার আগে তাকে এইডস সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সেই কারণে আমরা মনে করছি, বাল্যবিবাহ বন্ধ করার পাশাপাশি এই সচেতনতা সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়াদের থেকেই শুরু করা উচিত।'

মৃত্তিকা দিবসে শপথ জৈব সার ব্যবহারের

নিউজ ব্যুরো

৫ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জের উদয়পুরে অবস্থিত মৃত্তিকা গবেষণাগারের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার দুপুরে পালিত হল মৃত্তিকা দিবস। এদিন মৃত্তিকা সচেতনতায় পদযাত্রা এবং সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে চাষযোগ্য মাটির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য শপথবাক্য পাঠ করান কৃষি দপ্তরের আধিকারিকেরা। এমন উদ্যোগে অংশ নেয় রায়গঞ্জ কাশীবাটী বিবেকানন্দ হাইস্কুল, সারদা বিদ্যামন্দির, গয়ালাল রামহরি গার্লস হাইস্কুল এবং বানবোল হাইস্কুলের কিছু পড়ুয়া। এদিনের সেমিনারে মুখ্য বক্তা ছিলেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বিশ্বপতি মণ্ডল।

আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষ্যে কৃষকদের উদ্দেশ্যে জৈব সার ব্যবহারের নির্দেশ দেন গাজোল ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা মাসেদুল রাকিব। এদিন তিনি হাতেকলমে কৃষকদের দেখান কীভাবে রাসায়নিক সারের বদলে জৈব সার ব্যবহার করে একই ফলন পেতে পারেন কৃষকরা। এদিন শতাধিক কৃষককে নিয়ে এক কৃষি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় মালতীপুরে অবস্থিত চাঁচল-২ ব্লক কৃষি দপ্তরে।

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakim Para, Siliguri-734001
NIeQ No.- 13-DE/SMP/2024-25 (2nd Call)

e-bids for lease/rent of 2nd, 3rd and 4th floor of Naxalbari Market Complex **'AS IS WHERE IS BASIS'** for Bank/Bhawan/Lodge/Commercial purpose/Educational Institute/Library or other similar nature, situated at Panighata More, Naxalbari, are hereby invited by the SMP from the intending bonafied bidders.
Start date of submission of bid : **06.12.2024** (server clock)
Last date of submission of bid : **19.12.2024** (server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - **http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/-
DE, SMP

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯১৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট বিক্রি

শিলিগুড়ির মধ্য শান্তিনগরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে দুটি এক বেডরুমের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। উভয় ফ্ল্যাটে ড্রয়িং ও ডাইনিং, কিচেন, একটি টয়লেট রয়েছে। পার্কিং চাইলে আলাদা করে পাওয়া যেতে পারে। আগ্রহীরা ফোন করুন বেলা এগারোটার পর। ৯৪৭৬৩৯১৯৯৬

কর্মখালি

শিলিগুড়ি সিটি সেন্টার শিবমন্দিরের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই, M/F। বেতন 10,300/-. M : 9679368850. (M/M)

•

দার্জিলিং-এ নিজস্ব হোটেলের জন্য ভালো Cook চাই। ভালো বেতন সহ বোনাস, থাকা-খাওয়া ফ্রি। Contact No.- 9748478019.

•

শিলিগুড়িতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও কমার্সিয়াল Licence সহ প্রাইভেট গাড়ির Driver চাই। থাকার ব্যবস্থা আছে। মাইনে ১৪০০০ টাকা। (M) 9002590042. (C/113901)

•

B.Tech/Diploma in Civil, Site Supervisor (Experienced, Fresher) Computer Operator with Tally. Email : raiganjoffice309@gmail.com M-112633

অ্যাফিডেভিট

4/12/24-এ Executive Magistrate জলপাইগুড়ির অ্যাফিডেভিট বলে আমি শ্রী হরি নাগ থেকে হরি নাগ হলাম। ফকদইবাড়ি, ২ নং ডাবগ্রাম, ভক্তিনগর, জলপাইগুড়ি। (C/113340)

•

গত 5/12/24 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে প্রবীর সিং ও প্রবীর সিংহ একই ও বাবা নিখিল সিং ও নিখিল সিংহ অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/113844)

•

আমার রেশন কার্ড নং SPHH-0012890258 নাম ভুল থাকায় গত 04-12-24 সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Saneka Roy এবং Koushalya Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গোপালপুর, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C-113119)

TENDER NOTICE

Notice inviting e-Tender by the undersigned NIT No-08/(e)/EGP & 09/(e)/EGP, Date - 04/12/24, of Enayetpur Gram Panchayat. For details Visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan
Enayetpur Gram Panchayat
Manikchak Dev. Block, Malda

ফ্ল্যাট চাই

শিলিগুড়ির আপার ভানুনগরে দু-তলা, তিনতলায় এক বেডরুম বা দু-বেডরুমের ফ্ল্যাট কিনতে আগ্রহী। রেডি টু মুভ ফ্ল্যাট। প্রকৃত মালিক বা ফ্ল্যাট মালিকের প্রতিনিধি ফোন করতে পারেন বেলা দশটার পর। নম্বর ৮৩৭৩৮৬৭৬৯৭

BENFED
Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited from eligible contractors for Construction of 2 Nos. 100MT Godown under RKVY 2024-2025, Repairing & Renovation Work at Gabgachi Buffer Godown, Malda, Electrical Works for Office Building of Nadia Branch (BENFED). Details are available in the website : https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
General Manager (Admin)

OFFICE OF THE BANSHIHARI PANCHAYAT SAMITY
BANSHIHARI, DAKSHIN DINAJPUR
NOTICE INVITING TENDER

[e-NIT memo no2650 & 2660, Dated-02/12/2024 & 03/12/2024]

Sealed tenders are hereby invited from the bonafied contractors vide memo nos. noted above. For detail information please contact this office during office hours. Closing date for Bid submission through online e-procurement portal -09/12/2024 at 16.30 & 09/12/2024 at 17.30 hours respectively. The details of e-NIT may be viewed and downloaded from the Website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in .

Sd/-
E.O./B.D.O
Banshihari Development Block
Banshihari, D/Dinajpur

সিনেমা
CINEMA

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
PUSHPA-2
The Rule - Part-2(Hindi)
(From 5th December'24)
Time : 12.00, 3.40 & 7.15 P.M.
Dolby Digital

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে
আজ ও কাল
শিলিগুড়ি
হোটেল মেয়র, সেবক রোড
কাল বিকেল ৩টে পর্যন্ত
7 8 9 DEC
জলপাইগুড়ি
৯ই ডিসেম্বর দুপুর ২টো পর্যন্ত
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী
দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

নুরের মৃত্যুতে বিক্ষুব্ধ পতিরাম

পতিরাম, ৫ ডিসেম্বর : জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদের জেরে আক্রান্ত নুর ইসলাম মণ্ডল (৫৪)-এর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শোকের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে পতিরামে। মঙ্গলবার রাতে কলকাতার একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর থেকেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গ্রামে কড়া পুলিশি পিকেট বসানো হয়েছে। নুর ইসলামের শেষকৃত্য কঠোর পুলিশি প্রহরার মধ্যে সম্পন্ন হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা বিবাদের জেরেই নুর ইসলামকে নৃশংসভাবে আঘাত করা হয়।

পুলিশ ইতিমধ্যে এই মামলায় তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

শিল্পোদ্যোগীদের নিয়ে সিনার্জির প্রস্তুতি

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : নতুন শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সিনার্জির প্রস্তুতি শুরু হয়েছে মালদায়। ৭ ডিসেম্বর মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এই তিন জেলার শিল্পোদ্যোগীদের নিয়ে সিনার্জি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে মালদা জেলা দিয়ে শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সিনার্জি শুরু হচ্ছে।

উদ্যোগপতি উজ্জ্বল সাহার দাবি, 'সিনার্জি থেকে অনেক শিল্পের সম্ভাবনার দেখা মিলবে। কত লগ্নি হতে পারে, তা পরবর্তীতে জানা যাবে। শিল্প স্থাপনে উদ্যোগপতিদের কী কী সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়, ব্যাংকলোন সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে, এছাড়া বিভিন্ন দপ্তরের সহায়তা দরকার হয় সেই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে এই সিনার্জি থেকে বার্তা দেওয়া হবে। তিন জেলার প্রায় দুই হাজারের বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।'

মালদা ইন্ডাস্ট্রিয়াল চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি সৌরভ টিকরিওয়াল জানান, 'এই সিনার্জির লক্ষ্য হল শিল্প স্থাপনে ইচ্ছুক উদ্যোগপতিদের উৎসাহিত করা। তাঁদের শিল্প স্থাপনে সমস্ত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে প্রশাসন।'

আজ টিভিতে

প্রমিতার নির্দেশে রাঙামতীকে পার্টিতে নিয়ে যেতে বাধ্য হয় একলব্য।
রাঙামতী তিরন্দাজ সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৭.৩০ **স্টার জলসা**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ নিমফুলের মধু - ১ ঘণ্টার পর্ব, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০। শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি
আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ সুখ দুঃখের সংসার, দুপুর ২.৩০ অর্ধাঙ্গিনী, বিকেল ৫.৩০ চৌধুরী পরিবার, রাত ৮.০০ বয়েই গেল (রিপিট), রাত ৯.৩০ প্রতিশোধ
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ লাভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.২৫ ম্যাডাম গীতারানি, সন্ধ্যা ৬.৫৫ টাইগার, রাত ৯.৪০ রক্তবন্ধন
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ তুমি এলে তাই, দুপুর ১.০০ বিধাতার খেলা, বিকেল ৪.০০ বলো দুগ্গা মাঈকী.., সন্ধ্যা ৭.৩০ স্ত্রীর মর্যাদা, রাত ১০.৩০ রোমিও
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ হীরক জয়ন্তী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গান্ধর্বী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অমর সঙ্গী

অমর সঙ্গী বিকেল ৩.০৫ **আকাশ আট**

ক্রু বিকেল ৫.৪৫ **জি সিনেমা এইচডি**

মাসুম সন্ধ্যা ৭.৩০ **জি অ্যাকশন**

সিম্বা সন্ধ্যা ৭.৩০ **অ্যান্ড পিকচার্স**

ধাক্কায় মৃত্যু

কুমারগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : শনিবার রাতে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ থানার অন্তর্গত খরাইলে বেপরোয়া গতির একটি ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন প্রফুল্ল বর্মন।

বাড়ি ফেরার পথে রাত প্রায় ৯টার সময় তাঁর বাইককে পিছন থেকে একটি দ্রুতগতির ট্র্যাক্টর ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে তিনি এবং আরেকজন ছিটকে পড়েন। রবিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রফুল্লের মৃত্যু হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ০৮ অফ ২০২৪-২৫/বিজিপি; তারিখ ঃ ২৯.১১.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন, পূর্ব রেলওয়ে, ভাগলপুর, ইসাচক পিএস বিহাইন্ড পুলিশ লাইন-এর নিকটে এটি এবং পি.ও. - ভাগলপুর - ৮১২০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেন- কাজের নাম ঃ টি. নং. বিজিপি০৮ অফ ২০২৪-২৫(ওপেন) - (১) ভাগলপুর-নাথনগরের মধ্যে কিমি. ৩০৬/০-১-তে এলসি নং. ১/এ (২) মালদা ডিভিশনের একচারী-ঘোঘার মধ্যে কিমি ২৭৯/৯-২৮০/৩-তে এলসি নং. ৬ (৩) আকবরনগর-সুলতানগঞ্জের মধ্যে কিমি ৩২৮/৮-৯-তে এলসি নং. ৯-এর পরিবর্তে রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর রোড ওভার ব্রিজ রোড (আরওবি প্রপার এবং অ্যাপ্রোচ)-এর জন্য জিএডি/কাঠামোগত অঙ্কন, নকশা গণনা, মাটি অন্বেষণ, অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি পরিকল্পনার প্রস্তুতি, ইউটিলিটি শিফটিং ড্রয়িং ইত্যাদি প্রস্তুত এবং বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) জমা দেওয়া। আনুমানিক মূল্য ঃ ₹ ১,০৯,১৬,৭৮৮.১৫; টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ₹ ০.০০; বায়না অর্থ ঃ ₹ ২,০৪,৬০০/-; কাজের জন্য সমাপ্তির মেয়াদ ঃ ০৬ (ছয় মাস); বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ ২০.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টায়। টেন্ডারের নথিপত্র এবং অন্যান্য বিশদ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে পাওয়া যেতে পারে। টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের বিপরীতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত হলে যে কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না এবং সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

CON-79/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

AUCTION NOTICE

Auction Notice has been published for Memo No :- 2668/HRP/DD dated 02/12/2024, Gourdighi Tourist cum Picnic Spot (without cottage) date :- 10/12/2024, For any other details please contact with the office of the Harirampur Development Block on any working days.

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development
Harirampur : Dakshin Dinajpur

NOTICE INVITING eTENDER

Chairman, Alipurduar Municipality Published eTender vide e-NIQ No. 05/ 2024/PW-10/ ALIPURDUAR (3rd Call), Dated- Date: 05.12.2024, Tender I.D. 2024_MAD_779548_1 Bid submission Start date- 05.12.2024 (Thursday from 18.00 Hrs). Bid submission end date- 12.12.2024 (Thursday upto 18.00 Hrs) for Details please check **wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
ALIPURDUAR MUNICIPALITY

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি
দুর্দান্ত অফার
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অল্প খরচে ওয়েবসাইট / ফেসবুকে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

■ উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে অক্ষর প্রতি ১ টাকা দিলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে দিতে হবে অক্ষর প্রতি ১.৫০ টাকা।

■ শুধুই উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ২ টাকা। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ৩ টাকা। কমপক্ষে ৫০টি অক্ষর হতে হবে।

এই বিজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দু সপ্তাহ ধরে রাখা হবে
অফারটি শুরু হচ্ছে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে

কাটিহার ডিভিশনের ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ ও আনুষঙ্গিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৫০ অফ ২০২৪, তারিখ ঃ ০৩-১২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ এসএসই/পি.ওয়ে/সাউথ/কাটিহার -এর এখতিয়ারের অধীনে ০২ বছরের জন্য রেলের ক্যাসুয়াল পুনর্নবীকরণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৯৪,৬৭,৭২০.১৬/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ২,৪৭,৩০০/- টাকা; টেন্ডার নং ঃ ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ (ক) সিনিয়র ডিইএন/III/কাটিহার -এর এখতিয়ারের অধীনে এনজি ট্র্যাকের প্রমিতকরণ (কার্শিয়াং -দার্জিলিং)। (খ) দার্জিলিং-এ ব্যালাস্ট লেস ট্র্যাকের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৭৩,৬৩,৯৮৩.৩৯/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ১,৪৭,৩০০/- টাকা; টেন্ডার নং ঃ ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ সুকনা-দার্জিলিং -এর সাথে সম্পর্কিত মাটি অন্বেষণ এবং পরীক্ষা ইত্যাদি সহ সুরক্ষার কাজ, ঢাল স্থিরকরণ, প্রতিকারমূলক পরিমাপ ইত্যাদির জন্য স্লোপ স্থিতিশীলতা বিশ্লেষণ করা ও বিস্তারিত স্কিম প্রস্তুত করা এবং কার্যকরী পর্যায়ে কাজের সাইট তত্ত্বাবধান : দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (এনজি) সেকশনের রিটেইনিং ওয়াল/ব্রেস্ট ওয়াল নির্মাণ এবং ঢাল সুরক্ষা কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৭৭,৫৯,৩৭০.০৮/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ১,৫৫,২০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ০২-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সংক্ষিপ্ত সিএসএল লাইনকে পূর্ণ সিএসএল-এ সম্প্রসারণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল_ডিইএন_১৫_২৪-২৫, তারিখ ঃ ০৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং ঃ ইএল_ডিইএন_১৫_২৪-২৫, কাজের নাম ঃ সিংঘাবাদ - সিংঘাবাদ স্টেশনে সংক্ষিপ্ত সিএসএল লাইনকে পূর্ণ সিএসএল-এ সম্প্রসারণ করা। (ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল)। টেন্ডার মূল্যঃ ২৮,৭৯,৬৩৪ টাকা; বায়নার অর্থ ৫৭,৬০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি ও জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহারে লুপ লাইন নং. ১ এর পরিবর্তন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-টিআরডি-১৪-২৪-২৫ তারিখঃ ০৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ সূর্যকমল-কমন লুপ লাইন রূপে সূর্যকমল স্টেশনে লুপ লাইন নং. ১ এর পরিবর্তন। টেন্ডার রাশিঃ ৮৫,১৪,৮১০.৬১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৭০,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০২-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০২-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০২-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (টিআরডি এণ্ড জিএস), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও মহিলার সাহায্যে অফিসে জটিল কাজ সমাধান করতে পারবেন। প্রেমে মান অভিমান চলবে। বৃষ : দুপুরের দিকে ভালো খবর পেতে পারেন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মিথুন : কাউকে বিশ্বাস করে কোনও গোপন কথা বলে সমস্যায় পড়তে পারেন। পড়ুয়াদের জন্য আজ দিনটি শুভ। কর্কট : নিজের বুদ্ধির বলে আজ কোনও জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। মায়ের শরীরের দিকে নজর রাখুন। সিংহ : বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। যেচে কাউকে টাকা ধার দিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। কন্যা : লটারি অথবা ফাটকায় আজ প্রচুর অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। অংশীদারি ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা মিটবে। তুলা : আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোনিবেশ করে শান্তিলাভ। বহুদিনের কোনও বকেয়া ফেরত পেয়ে স্বস্তি। বৃশ্চিক : স্ত্রী-র সহযোগিতায় পারিবারিক সমস্যা মিটে যাবে। জ্বর, সর্দিকাশিতে ভোগান্তি বাড়বে। ধনু : উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। একাধিক উপায়ে আজ অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। মকর : মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতার কারণে আজ প্রচুর টাকা নষ্ট। সাংসারিক কোনও ব্যাপারে গুরুজনদের সঙ্গে মনোমালিন্য। কুম্ভ : বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক মিটিয়ে নিতে পারবেন। প্রেমে সমস্যা চলবে। মীন : কোনও গুরুজনের পরামর্শে ব্যবসার সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ১৫ অগ্রহায়ণ, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ২০ অঘোন, সংবৎ ৫ মার্গশীর্ষ সুদি, ৩ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৯, অঃ ৪।৪৯। শুক্রবার, পঞ্চমী দিবা ১০।৪৭। শ্রবণানক্ষত্র সন্ধ্যা ৪।৪৫। ধ্রুবযোগ দিবা ১১।০। বালবকরণ দিবা ১০।৪৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১০।৩ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, সন্ধ্যা ৪।৪৫ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, শেষরাত্রি ৪।১৮ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১০।৪৭ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৮।৪৯ গতে ১১।২৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৯ গতে ৯।৪৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ৮।৪৯ মধ্যে দ্বিরাগমন অন্নপ্রাশন বিদ্যারম্ভ হলপ্রবাহ বীজবপন, দিবা ৮।৪৯ মধ্যে পুনঃ দিবা ১।২৫ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালন, দিবা ১০।৪৭ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪ মধ্যে ও ৭।৪৬ গতে ৯।৫৩ মধ্যে ও ১২।০ গতে ২।৪৯ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৪।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫০ গতে ৯।২৫ মধ্যে ও ১২।৬ গতে ৩।৪০ মধ্যে ও ৪।৩৪ গতে ৬।৯ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

‘মা’কে ‘মা’ ডাক শোনাবো

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ৫ ডিসেম্বর : ছ'টাকায় এক কোটি! বিজ্ঞাপনে দেখা মিরের মতোই চোখ ছানাবড়া করে চমকে উঠেছিলেন ঘুঘুডাঙার সঞ্জয়। গ্রামের ছেলেছোকড়ারাও শুনে কেউ কেউ বলে উঠেছিল, ‘আই অ্যাম তো অবাক! গাঁয়ের ছুয়া সঞ্জয় বনগ্যায়া ক্রোড়পতি।’ অবাক হওয়ারই কথা। এভাবে আচমকা ভাগ্যের চাকা টাইম মেশিনে চেপে বনবনিয়ে ঘুরে যাবে তা স্বপ্নেও ভাবেননি গ্রামের চৌমাথার মোড়ে ছোট্ট একটা টেবিল পেতে বসা লটারি বিক্রেতা সঞ্জয় সরকার।

কী করবেন এই কোটি টাকায়?

—মাকে ‘মা’ ডাক শোনাবো। আমার মা কানে শুনতে পান না। চিৎকার করে এত মা মা বলে ডাকি, তবু কানে পৌঁছায় না। এবার বাইরে ভালো ডাক্তার দেখিয়ে মাকে একটা দামি শ্রবণ যন্ত্র কিনে দেব।'

ইটাহার ব্লকের ঘুঘুডাঙা গ্রামে বাড়ি সঞ্জয়ের। বৃদ্ধ বাবা, মা, স্ত্রী ও ১ বছরের সন্তানকে নিয়ে ছোট্ট সংসারে অভাবটাই ছিল বড়। সম্বল বলতে ১০ কাঠার এক চিলতে চাষের জমি আর বাড়ি ভিটেটুকু। মা অঞ্জলি ও বাবা শান্তিরাম লোকের বাড়ি জন খেটে

লটারিতে কোটি টাকা জিতে ভাবনা সঞ্জয়ের

ও কুটির ব্যবসা করে সঞ্জয় ও তাঁর দিদিকে মানুষ করেছেন। সঞ্জয়ের ইতিহাসে অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশনও বাবা-মায়ের দিনমজুরির পয়সায়। মা-বাবার শরীর অথর্ব হওয়ার পর সংসারের হাল ধরেন সঞ্জয়। অন্যের পুকুর ভাড়া নিয়ে মাছ চাষ করে যেটুকু উপার্জন হত তা দিয়েও ৫ জনের সংসারে অভাব মিটছিল না। মাসখানেক হল, বাড়তি কিছু উপার্জনের আশায় গ্রামের চৌমাথার মোড়েই ছোট কাঠের টেবিল পেতে লটারি বিক্রি করতে শুরু করেন। তবু সব টিকিট বিক্রি হত না। প্রতিদিনই কিছু টিকিট টেবিলেই পড়ে থাকত। তবে সেসব আর ফেরত না পাঠিয়ে নিজের কাছেই রেখে দিতেন। বুধবার এভাবেই তাঁর টেবিলে থেকে গিয়েছিল ৫টি টিকিট। ভাগ্যদেবী সহায় হতেই সেই অচল টিকিটেই কেল্লা ফতে। ওই অবিক্রিত টিকিটেই প্রথম পুরস্কার ১ কোটি টাকা পেয়ে গেলেন সঞ্জয় সরকার।

কোটি টাকা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা যেমন হয়েছিলেন, তেমনই আতঙ্কও চেপে বসেছিল মনে। ভয়ে টিকিট বগলদাবা করে গ্রামেরই পরিচিত এক বন্ধুকে নিয়ে সটান চলে আসেন ইটাহার থানায়। রাতটা সেখানেই পুলিশি প্রহরায় কাটান। বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশি নিরাপত্তায় রায়গঞ্জে গিয়ে যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকানোর পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। সঞ্জয় বলেন, ‘এবার বুঝি অভাব মিটল। মা-বাবার চিকিৎসাটা ভালোভাবে করাতে হবে। ছেলেটাকেও ভালো টিউশন দিয়ে পড়াশোনা শিখিয়ে মানুষ করতে পারব। আর ছাদ পিটে দুটো পাকাঘর দিতে হবে। এই তো, আর কী ! আমাদের ছোট ছোট স্বপ্ন। স্টেটুকু পূরণ হলেই জীবন ধন্য।'

মায়ের সাড়া না পেয়ে অভিমানী রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন, ‘মা বলে আর ডাকব না মা...।' চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কালী কীর্তনে আরেক ভক্তের আর্তি ছিল, ‘যত ডাকি মা মা বলে/মা কি কানের মাথা খেলি?'

ঘুঘুডাঙার সঞ্জয়ের মা এবার ‘মা' ডাকে সাড়া দেবেন। কোটি টাকার লটারি পাওয়ার চেয়ে এও কি কম আনন্দের!

বন্ধু যখন সাইকেল... । বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার।

অশান্ত বাংলাদেশ। আঁচ পড়ছে সীমান্তেও। আর পাঁচটা দিনের মতো নেই পণ্যবাহী লরির যাতায়াত। ভিসা দপ্তরে অলিখিত ছুটি। ব্যবসায়ীদের রপ্তানিতে যেন গ্রহণ লেগেছে। ওপারের বাসিন্দাদের যাতায়াত বন্ধে হিলি বন্দরের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে ট্যুরিস্ট গাইড সকলের হাতটান। মালদার হোটেল ব্যবসায়ী সংগঠনের মতো বালুরঘাটেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ট্রাভেল এজেন্সি।

সীমান্তে রপ্তানি তলানিতে, পাশে বণিক সংগঠন

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে নিজেদের রপ্তানির ব্যবসা সংকুচিত করে ফেলেছেন কালিয়াগঞ্জের ব্যবসায়ীরা। তাই কালিয়াগঞ্জ থেকে হিলির বাংলাদেশ সীমান্তের উদ্দেশ্যে পণ্যবাহী লরিও কম যাচ্ছে। বাংলাদেশ কবে রাজনৈতিকভাবে শান্ত হবে? সেদিকেই তাকিয়ে অধিকাংশ রপ্তানি কারকরা। তাদের একটাই কথা, শান্ত হোক বাংলাদেশ।'

কালিয়াগঞ্জের মাড়োয়ারি সমাজের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বাংলাদেশে চাল, ডাল, তেল, শস্যখাদ্য রপ্তানিতে জড়িত। তাদেরই এক রাকেশ মুন্দ্রার কথায়, ‘বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন আমাদের রপ্তানির ব্যবসা তলানিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ওই দেশের ব্যাংকের পরিস্থিতি আর আগের মতো নেই। বাংলাদেশে ডলারের অভাব রয়েছে। ব্যবসার পেমেন্টের পরিস্থিতি মাঝে খুব খারাপ পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে পেমেন্ট সময়মতো আসছিল না। লেটার অফ ক্রেডিট খুলতে বাংলাদেশের আমদানিকারিদের খুব অসুবিধার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। আমরা চাইছি, দ্রুত বাংলাদেশ শান্ত হোক। ওই দেশের ব্যাঙ্কের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে প্রাণ ফিরে আসুক। এতে আমরাও নিশ্চিতভাবে ভালো ব্যবসা করতে পারবো।'

আরেক রপ্তানিকারক রাজু কুমার ভটিকা জানালেন, ‘আমার অনেক আত্মীয় রয়েছে বাংলাদেশে। তাদের নিয়ে আমি খুবই চিন্তিত। পাশাপাশি, বাংলাদেশে এই অস্থিরতার জেরে মন খুলে ব্যবসা করা প্রায় ভুলতেই বসেছি। বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে গিয়ে প্রায় ৭ দিন ধরে খুবই টেনসনে রয়েছি। দেখেশুনে রপ্তানির কাজ করতে হচ্ছে। ওই দেশে আচমকা বড় কোন ঘটনা ঘটে গেলে সামলে উঠতে পারবো না। তার জেরে রপ্তানির ব্যবসাও কমিয়ে দিয়েছি।'

কালিয়াগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি প্রকাশ কুণ্ডুর বক্তব্য, ‘আমরা চাই, ব্যবসায়ীরা শান্তিতে ব্যবসা করুক। ভিন দেশেই হোক অথবা নিজের দেশে। যে-কোনও দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হলে ব্যবসায়ীরা নিজেদের গুটিয়ে ফেলেন। ঠিক একই অবস্থা কালিয়াগঞ্জের বাংলাদেশে রপ্তানিকারকদেরও হয়েছে। আমরা ব্যবসায়ীদের সাথেই আছি। যে-কোনও পরিস্থিতিতে আমরা এই ব্যবসায়ীদের পাশেই থাকব।'

ভিসা স্থগিত, রুজিরুটি বন্ধ ৫০ পরিবারের

বালুরঘাট সীমান্তে কড়া নজরদারি। - ফাইলচিত্র

বিধান ঘোষ

হিলি, ৫ ডিসেম্বর : রুটিরুজিতে টান। বন্দরের দোকান থেকে ভ্রমণ গাইডদের কাজে যুক্ত বিভিন্ন পেশার লোকজন আপাতত ঘোর সমস্যায়। সীমান্তের কর্মসংস্থানে ক্রমেই বাড়ছে বেকারের হার।

স্থলবন্দরের এক দোকান ব্যবসায়ী শরবিন্দু মজুমদার বলেন, ‘বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির আগে ভালো ব্যবসা হত। ওই দেশের পরিস্থিতি পালটানোর পর থেকে পোর্টে মানুষজনই নেই। ব্যবসা হবে কী করে।' আর স্থলবন্দরের এক স্টেশনারির দোকানদার সুরোজ বিশ্বাসের বক্তব্য, ‘পাসপোর্ট সমেত মানুষজনের যাতায়াত কমে গিয়েছে। আগের তুলনায় ব্যবসা নেই বললেই চলে। এভাবে সংসার চালানো যাবে না।' বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবসায়ী আকাশ সাহার কথায়, ‘বন্দরে ৫০টির বেশি পরিবার এখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দোকান থেকে শুরু করে কুলি পর্যন্ত কারও রুটিরুজি চলার মতো আয় নেই।' প্রতিবেশী রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ডামাডোলের আগে দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে হাজারো যাত্রী রোজ যাতায়াত করতেন। পর্যটন, চিকিৎসা, পড়াশোনা সহ বাণিজ্যিক ভিসা বাংলাদেশের নাগরিকদের দেওয়া হত কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। কিন্তু বাংলাদেশের পট পরিবর্তন পরবর্তী সময়ে কূটনৈতিক কারণে অভিবাসন নীতি বদল করে শুধুমাত্র বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য চিকিৎসা ও পড়াশোনা সংক্রান্ত ভিসায় ছাড় দিয়েছে কেন্দ্র। তাতেই হিলি স্থলবন্দরের পাসপোর্ট সমেত যাত্রীর সংখ্যা একশোর দোরগোড়ায় নেমে আসে।

পড়শি দেশে সাম্প্রতিক পট পরিবর্তন পরবর্তী সময় থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ব্যবসাও ধাক্কা খেয়েছে। যাত্রী পারাপার কমেছে বিপুল হারে। তাতেই বন্দরের স্থানীয় স্তরে দোকান ব্যবসা, ভ্রমণ গাইড, টোটো ও কুলির কাজে সংকট তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশিদের ‘না' ট্রাভেল এজেন্সির

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর : মালদার হোটেল ব্যবসায়ীদের পর এবার বালুরঘাটের ট্রাভেল এজেন্সি। দিনকয়েক আগে মালদার হোটেল ব্যবসায়ী সংগঠন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিয়ে নানা প্রচারের আবহে সিদ্ধান্ত নেয় তাঁরা পড়শি দেশের কোনও নাগরিককে হোটেলের ঘর ভাড়া দেবেন না। ওই জেলার কিছু ট্রাভেল এজেন্সিও বাংলাদেশিদের কোনও সুবিধা দেবে না বলে জানাতে শুরু করেছে।

ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বাসিন্দাদের একাংশের বিরুদ্ধে। বালুরঘাটের বাসিন্দারা সম্প্রতি একটি মেলায় বাংলাদেশিদের স্টল বয়কটের ডাক দেওয়ায় সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড়। ২৫২ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেরা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা।

বালুরঘাট

হিলি চেকপোস্ট রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যকেন্দ্র। এই পথ দিয়ে বৈধ কাগজ নিয়ে ভারতে আসেন বাংলাদেশি নাগরিকরা। চিকিৎসা বা বিভিন্ন কাজের সূত্রে প্রায় প্রতিদিন ৭০০ থেকে ৮০০ জন বাংলাদেশের নাগরিক ভারতে আসতেন। এখন অবশ্য সংখ্যাটা অনেক কম। এপারে আসার পর, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ট্রাভেল এজেন্সির সহায়তায় দেশের যে-কোনও প্রান্তে চিকিৎসা বা হোটেল বুকিং, ট্রেন বুকিং ইত্যাদি করিয়ে থাকেন বাংলাদেশিরা। কিন্তু এবারে বালুরঘাটের এক ট্রাভেল এজেন্সি বাংলাদেশিদের সহায়তা করবে না বলে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন।

ওই এজেন্সির পক্ষে গৌতম ঘোষ লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা বাংলাদেশ নাগরিকদের সমস্ত ধরনের টিকিট বুকিং, ট্যুর এবং মেডিকেল সাপোর্ট বন্ধ রাখছি। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হচ্ছে অন্যান্য জায়গাতেও।'

এদিকে, প্রতি শীতকালে বালুরঘাটে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই মেলায় বাংলাদেশিদের নানা পণ্যের স্টল থাকে। ওই মেলাতেও যাতে বাংলাদেশিরা স্টল দিতে না পারে, তার জন্য এবারে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আয়োজকদের কাছে আবেদন জানিয়ে পোস্ট শুরু হয়েছে। ওই পোস্টে বালুরঘাটের মানুষ বাংলাদেশি পণ্য বয়কটের সমর্থনে যথেষ্ট প্রচার চালাচ্ছে।

সংস্কারের নামে জলাশয় ভরাট

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ৫ ডিসেম্বর : পুকুর সংস্কারের নামে ভরাটের অভিযোগ। রাতের অন্ধকারে পুকুর পাড়ে টুলিতে চলছে মাটি ফেলার কাজ। যে কোনওসময় প্রকাণ্ড জলাশয় ভরাট হয়ে যেতে পারে মাটি মাফিয়াদের দৌলতে। এই আশঙ্কায় মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। চাঁচল সদর এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

চাঁচল সাপ্তাহিক হাটের পাশে শান্তি মোড়ে রয়েছে একটি প্রকাণ্ড জলাশয়। যেটি একসময় ওই এলাকার বাসিন্দাদের কাছে মাছ চাষ থেকে শুরু করে ব্যবহারের একমাত্র জলাশয় ছিল। যদিও সেটি ব্যক্তি মালিকানাধীন। অভিযোগ, সম্প্রতি পুকুরের মালিক সংস্কারের নামে রাতের অন্ধকারে ট্রলির পর ট্রলি মাটি পুকুর পাড়ে ফেলছেন। এলাকার মানুষের আশঙ্কা এইভাবে পুকুর ভরাটের চক্রান্ত হচ্ছে। যেটা পরবর্তীতে প্লট বানিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হবে।

যদিও ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রের খবর, জলাভূমি ভরাটের কাজ হলে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এলাকার মানুষের দাবি, কোনও অবস্থাতেই পুকুর তারা ভরাট হতে দেবেন না। যদি মাটি ফেলা বন্ধ না হয় তবে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

স্থানীয় বাসিন্দা লিটন রজকের অভিযোগ, ‘পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে বিভিন্ন কারণে। তারপর জলাভূমি ভরাট আমরা মানব না। প্রশাসনকে জানিয়েছি। প্রয়োজন হলে আমরা আন্দোলনে নামব। আমাদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভরাট করে দিতে পারে মাটি মাফিয়ারা।'

> একেই তো সদর এলাকায় নিকাশি নিয়ে সমস্যা। আমরা গিয়ে দেখলাম যে সেখানে মাটি ফেলা হচ্ছে। সংস্কারের নামে ভরাটের চেষ্টা হচ্ছে। প্রশাসনকে বলেছি খতিয়ে দেখতে।
>
> **সুমিত সরকার,** অভিযোগকারী

চাঁচল ১ নং ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক অমিত দাসের বক্তব্য, ‘অভিযোগ জানতে পেরেছি। আমরা তদন্ত করছি। ভরাটের ব্যাপার থাকলে কোনওভাবে মানা হবে না। কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' যদিও পুকুর মালিক কেশব শেক শেরিয়ারের সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

চতুর্থের ছাত্রীকে যৌন হেনস্তা

ডালখোলা, ৫ ডিসেম্বর : এবার স্কুলেও! ক্লাস ফোরের ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল ডালখোলার এক প্রাইমারি স্কুলের টিআইসির বিরুদ্ধে। বুধবার এনিয়ে ডালখোলা থানায় অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন নিগৃহীতা ছাত্রীর বাবা।

ছাত্রীর বাবার অভিযোগ, ‘সোমবার দুপুরে ফোরের ক্লাস চলাকালীন আমার মেয়েকে আটকে রেখে বাকি সব ছাত্রছাত্রীদের খাতা নিয়ে আসার নাম করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় ওই শিক্ষক। এরপর সে আমার মেয়েকে যৌন নির্যাতন করে। এরপর আমার মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে আসে। আমাকে পুরো ঘটনা জানায়। আমি মেয়ের কথা শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। পরে জানতে পারি, শুধু আমার মেয়ে নয়, এর আগেও ওই স্কুলের একাধিক মেয়ের সঙ্গে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে ওই শিক্ষক। তাদের মধ্যে অনেকেই এখন স্কুলে যেতে ভয় পাচ্ছে।'

ওই ছাত্রীর বাবা ওই শিক্ষকের কঠোর শাস্তির দাবি জানান। নির্যাতিতা শিশুর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার রাতে অভিযুক্ত শিক্ষককে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে ডালখোলা থানার পুলিশ।

যদিও অভিযুক্ত শিক্ষকের দাবি, তিনি নির্দোষ। তাকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানো হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত শিক্ষককে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। পাশাপাশি পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডালখোলা থানার পুলিশ।

আলোচনায় শিক্ষাব্যবস্থার প্রসঙ্গ

গাজোল, ৫ ডিসেম্বর : প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আলোচনায় উঠে আসল বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রসঙ্গ। সরকার পোষিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত সরকারের। সেই সম্পর্কেই বেশ কিছু রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করলেন প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বুধবার আট মাইল এলাকার একটি বেসরকারি লজে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮১-৮২ সালের মালদার সরকারি বিএড কলেজের প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসব। গাজোলের জয়ন্ত ঘোষ, হুগলির শ্রীরামপুরের সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরী, মালদা ধরমপুরের শিবেশ মিশ্র সহ বেশ কয়েকজনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসব। সেইসময় বিএড কলেজে ২০০-র অধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। যার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রায় কুড়িজন। জয়ন্তবাবুর কথায়, ‘মূলত রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এই পর্যায়ে আলোচনা করা হয়। শিক্ষার মান উন্নত করতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সে বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার মধ্যে উঠে আসে সিলেবাস তৈরিতে শিক্ষকদের মতামত নেওয়াটাও জরুরি। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক যাতে আরও ভালো করা যায় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত হতে হবে। এই ধরনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।'

তিনি আরও বলেন, ‘এটি একটি বড় পাওনা। প্রথম দিকে আমরা প্রায় কেউ কাউকে চিনতে পারছিলাম না। ধীরে ধীরে পরিচয় পর্ব মিটতেই সবাই ফিরে গেলাম সেই সময়কার দিনে। পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর শুরু হয় আলোচনা পর্ব। প্রথমবারের উদ্যোগে এই ক'জন উপস্থিত হয়েছিলাম। এরপর থেকে প্রতি বছর লাগাতারভাবে পুনর্মিলন উৎসব করা হবে। কয়েক বছর পর হবে ৫০ বছর পূর্তি। সেই অনুষ্ঠানকে আমরা জমজমাটিভাবে পালন করব।'

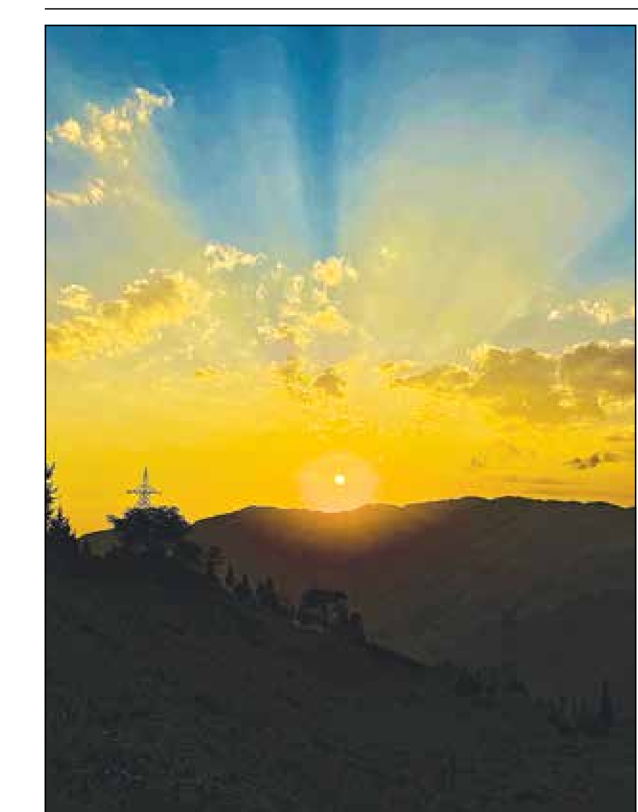

পাঠকের লেন্সে

8597258697

picforubs@gmail.com

বেলাশেষে। মিরিকে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের আবদুল মাতিন।

প্রতিমন্ত্রীর ছায়াসঙ্গী গ্রেপ্তার

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : তৃণমূলপন্থী এক অধ্যাপককে বেধড়ক মারধর দিয়ে মাথা ফাটিয়ে খুন করার চেষ্টার অভিযোগে হেমতাবাদের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীর ছায়াসঙ্গী তৃণমূল নেতা সাইবুল রহমানকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। অভিযুক্ত সাইবুল রহমানের বাড়ি হেমতাবাদ থানার মহিপুর গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন ধৃতকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেসন জজ কোর্টে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী স্বরূপ বিশ্বাস জানান, ‘ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় মোট ছয়জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন হেমতাবাদ ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সহ সভাপতি মজিবুর রহমান ওরফে দুলাল।'

এদিকে তৃণমূলপন্থী ওই অধ্যাপককে মারধরের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করল উত্তর দিনাজপুর জেলার তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই ওই হামলা বলে কার্যত মেনে নিয়েছে জেলা তৃণমূল।

অধ্যাপককে মারধর

সাতদিনের মধ্যে হেমতাবাদ ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগারওয়াল। তার সাফ জবাব রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। তদন্ত করে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, ‘অভিযোগ ও পালটা অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

‘আমরা ভোট মেশিন ছাড়া কিছু নই'

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : গত দু'বছরে রাজ্যের যেসব জেলা থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষ কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে গিয়েছেন, তার মধ্যে মালদা অন্যতম। ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মালদার পরিযায়ীদের মৃত্যুর ঘটনাও নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাতেও অবশ্য ঘর ছাড়ার বিরাম নেই।

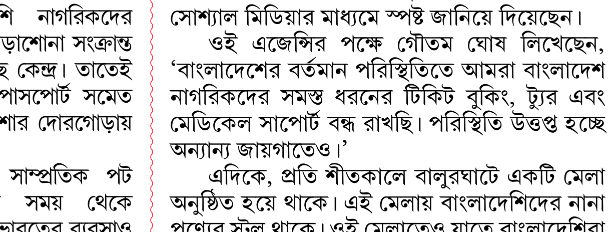

মালদা টাউন স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় শ্রমিকরা। - সংবাদচিত্র

বিমানবন্দরের আদলে সেজে উঠছে ঝাঁ চকচকে মালদা স্টেশন। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলেই ছবিটা বদলে যায়। কনকনে শীতের রাতে ওয়েটিং রুমের মেঝেতে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছেন অনেকে। কারও গন্তব্য দিল্লি, আবার কারও কেরল। মালদা স্টেশনের প্রতিদিন রাতের এই ছবি বড় প্রশ্নচিহ্ন তুলছে কর্মসংস্থান নিয়ে। প্রতিদিন কত মানুষ কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে তার নির্দিষ্ট কোনও হিসাব থাকছে না জেলা প্রশাসনের কাছে। পরিযায়ীদের এই ভিড়ে তরুণদের সংখ্যাই বেশি। অনেকে সপরিবারে স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে যাচ্ছেন।

বুধবার রাতে মালদা স্টেশনে জেলার পরিযায়ীদের দুর্দশার এই ছবি ফুটে উঠেছে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ক্যামেরায়। কারও বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর, কারও গাজোল, কেউ বা এসেছেন কালিয়াচক থেকে। অনেকে প্রথমবার যাচ্ছেন কাজ করতে। অনেকে আবার ছুটিতে কিছুদিন বাড়িতে থেকে কর্মক্ষেত্রে ফিরছেন। সন্ধের পর নিজেদের এলাকা থেকে স্টেশনে আসার যানবাহন মেলে না। তাই সন্ধের আগেই তাঁরা স্টেশনে এসে ট্রেনের অপেক্ষা করেন। অনেকের তো সংরক্ষিত টিকিটও নেই।

চাঁচলের তরুণ মহম্মদ শামিম কলেজ থেকে বেরোনোর পর এলাকাতেই রাজমিস্ত্রির সঙ্গে কাজ করতেন। কিন্তু তাতে যা রোজগার হয় তা দিয়ে কিছু হয় না। তাই তাঁর মুম্বই যাত্রা। জানালেন, ‘বন্ধুদের সঙ্গে এবারই প্রথম ভিনরাজ্যে কাজে যাচ্ছি। এখান থেকে হাওড়া যাচ্ছি। সেখান থেকে মুম্বই।'

স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে স্টেশনে এসেছিলেন কালিয়াচকের সাইফুল আলম। তাঁর বক্তব্য, ‘বাড়িতে রয়েছে বৃদ্ধ বাবা-মা। তাঁদের খরচ দিতে হয়। নিজে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করি। স্ত্রী একটি কোম্পানিতে সেলাইয়ের কাজ করে। তাই সন্তানদেরও নিয়ে যেতে হয়। এখানে তো সরকারের কাছে আমরা ভোট মেশিন ছাড়া কিছু নই।'

হরিশ্চন্দ্রপুরের স্বপন সাহার বক্তব্য, ‘ছ'মাস বিদেশে কাজ করি, ছ'মাস ঘরে থাকি। পেটের তাগিদ। জীবন বিপন্ন হলেও আমাদের বাইরে কাজে যেতে হয়।'

বৈষ্ণবনগর সীমান্তে ফের জাল নোট উদ্ধার

বৈষ্ণবনগর, ৫ ডিসেম্বর : ফের জাল টাকা উদ্ধার হল বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায়। সম্প্রতি বৈষ্ণবনগর থানা ও কালিয়াচক থানা এলাকায় বারবার ভারতীয় জাল টাকা উদ্ধার হওয়ায় উদ্বিগ্ন পুলিশ প্রশাসন।

কোথায় থেকে এত বিপুল পরিমাণ জাল টাকা আসছে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন গোয়েন্দারা। বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকার জাল নোট সহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম জেহেলু শেখ। বুধবার রাত্রে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার সাহাবানচক গ্রাম পঞ্চায়েতের মালতীপুর গ্রামে হানা দেয় পুলিশ। সেখানে সাধারণ পোশাকে ওঁত পেতে থাকে পুলিশকর্মীরা। জেহেলু ওই এলাকায় আসতেই তাঁকে আটক করে পুলিশ। তার কাছে থাকা ব্যাগের তল্লাশি নিতেই উদ্ধার হয় ৫০০ টাকার জাল নোটগুলি।

এরপরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে বৈষ্ণবনগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশকর্মীরা। জাল টাকা পাচারকারীর বাড়ি কালিয়াচক থানা এলাকার ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চরিঅনন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিরপাড়া হাটখোলা গ্রামে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। এ সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এসটিএফ ও কালিয়াচক থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে কালিয়াচক থেকে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার করার পাশাপাশি তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। যদিও স্থানীয়রা মনে করছেন, কালিয়াচক ১,২,৩ ব্লকের নাম বদনাম করতেই দুষ্কৃতীরা জাল টাকার কারবার শুরু করেছে।

শ্বশুরবাড়িতে বিষপান

বামনগোলা, ৫ ডিসেম্বর : স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বাবার বাড়ি বেড়াতে এসে এক অন্তঃসত্ত্বার আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বামনগোলায়। পরিবারের দাবি, ওই অন্তঃসত্ত্বা বিষপান করে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করছিল।

স্থানীয়রা ওই বধূকে উদ্ধার করে বামনগোলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান পরিজনরা। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মালদা মেডিকেলে রেফার করেন। সেখানেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁর চিকিৎসা চলছে। বৃহস্পতিবারও মেডিকেলে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

পরিবারের দাবি, কদিন আগে ওই বধূ তাঁর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বাবার বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন। স্বামী যখন ঘুমিয়ে ছিলেন তখন ওই বধূ বিষপান করেন বলে পরিবারের দাবি। তবে কেন তিনি এমন একটি ঘটনা ঘটালেন সেটা কেউ স্পষ্টভাবে জানাতে পারেননি।

হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড
(একটি মহারত্ন কোম্পানি)

সম্পত্তি বিক্রয়ের বিরুদ্ধে দাবির জন্য সর্বজনীন বিজ্ঞপ্তি

এটি দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে ভূমির মালিক নিম্নে উল্লেখিত বিবরণ সহ তার জমির প্লটটি হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডকে বিক্রি করতে প্রস্তাব দিয়েছেন, যা দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাভুক্তির প্রাক্তন সরকারের জন্য সিটি পর্ট তিস্তা বিকাশে উপস্থাপিত। কৃষি জমি, ১৭৩৩.৩ বর্গমিটার (২২.৯০ কাঠা), প্লট নং - ২২৬, খতিয়ান নং - ৯১৩, মৌজা - বিন্নাগুড়ি, জেএল নং - ৩, শিট নং - ১৬, পিএস - নিউ জলপাইগুড়ি, জেলা - জলপাইগুড়ি।

এই সম্পত্তি সম্পর্কে যে কোনও ব্যক্তি যাদের কোনও অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, দাবি বা কোনও প্রকারের চাহিদা রয়েছে, তাদের হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (HPCL) শিলিগুড়ি ডিপো-১০.৫৭, তৃতীয় তল, মোমেন্টাম বিল্ডিং, থার্ড মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৮ ঠিকানায়, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে লিখিত তথ্য সহ নথিভুক্ত প্রমাণ সহ জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই সময়সীমার পরে কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না এবং বিক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে এবং যে কোনও দাবি বাদ দেওয়া হয়েছে বা ত্যাগ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

www.hindustanpetroleum.com

Great Eastern™
We serve you best
PRESENTS
YEAR END SALE
NEWLY OPENED
KANKURGACHI
KANKURGACHI MORE
OPP. RANG DE BASANTI DHABA,
YES BANK & INDUSIND BANK
BEHALA
BESIDE BEHALA THANA
OPP. BAZAR KOLKATA
CASH BACK Upto 26000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI*
1 EMI* OFF
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE
BAJAJ FINSERV
kotak Kotak Mahindra Bank
HDB FINANCIAL SERVICES
IDFC FIRST Bank
1.5 Ton - Inverter ₹ 30990
1.5 Ton - Inverter ₹ 36990
1.5 Ton - Inverter ₹ 36990
1.5 Ton - Inverter ₹ 31990
1.5 Ton - Inverter ₹ 36990
1.5 Ton - Inverter ₹ 33990
1.5 Ton - Inverter ₹ 34990
FREE WATER HEATER WORTH ₹ 6990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 35990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 44990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 42990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 35990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 44990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 39990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 40990
SAMSUNG A16 5G (8/128) EMI 1499
S24 5G (8/256) EMI 2833
Apple16 (128) EMI 3329
Apple 16 Plus(128) EMI 3746
vivo Y300 (8/128) EMI 1833
V40 E (8/128GB) EMI 2417
mi MI 13C 5G (4/128) EMI 850
Note13 5G (8/256) EMI 1500
realme C65 (6/128) EMI 1333
13 Pro+ 5G(8/256) EMI 1667
oppo F27 5G (8/128) EMI 1750
Reno12 5G(8/256) EMI 2750
FREE Kettle
20 L ₹ 6490
20 L Conv. ₹ 10990
21 L Conv. ₹ 11290
23 L Conv. ₹ 12290
27 L Conv. ₹ 13990
30 L Conv. ₹ 14990
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

"MB"
Great Eastern™
We serve you best
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
24 LED TV ₹5990
32 HD LED ₹7190
32 SMART TV ₹8990
32 GOOGLE TV ₹9990
43 SMART TV ₹17990
43 GOOGLE TV ₹18390
43 4K GOOGLE TV ₹22990
43 4K QLED ₹25490
55 4K GOOGLE TV ₹30490
55 4K QLED ₹34990
65 4K GOOGLE TV ₹43990
75 4K GOOGLE TV ₹75990
LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier VOLTAS·beko
FREE MIXI
180 L ₹13490
184 L ₹13990
2X STORAGE SPACE
190 L ₹14290
185 L ₹15990
187 L ₹15490
200 L ₹14990
187 L ₹18490
238 L ₹20990
235 L ₹21490
240 L ₹22490
260 L ₹23490
243 L ₹25990
240 L ₹22990
280 L ₹28990
368 L ₹47990
445 L ₹49990
401 L ₹57990
472 L ₹51990
564 L ₹58990
602 L ₹64990
650 L ₹77990
LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier VOLTAS·beko
FREE IRON
6 KG - FL ₹23990
6.5 KG - FL ₹26490
7 KG - FL ₹26990
7 KG - FL ₹27990
8 KG - FL ₹32990
8 KG - FL ₹34490
9 KG - FL ₹34990
9 KG - FL ₹35490
10 KG - FL ₹40490
11 KG - FL ₹50490
13 KG - FL ₹58490
ZERO PRESSURE FILL
6 KG - TL ₹11990
6.5 KG - TL ₹12990
6.5 KG - TL ₹13490
7 KG - TL ₹13990
7.5 KG - TL ₹18290
8 KG - TL ₹18990
8.5 KG -TL ₹23990
9 KG - TL ₹24990
9.5 KG - TL ₹22990
10 KG - TL ₹23990
11 KG - TL ₹29990
Racold Haier KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS
3 L ₹2190
₹2990
10 L ₹4990
15 L ₹5490
25 L ₹6990
hp DELL Lenovo ASUS
Ryzen3 - 7320 | 8 GB | 512 SSD |15.6 | Win 11 & Office ₹31990
Ci3 12th Gen| 8 GB | 512 BK LIT |15.6 | Win 11 & Office ₹33990
Ci5 - 12th Gen | 8 GB | 512| BK LIT |15.6 | Win 11 & Office ₹42990
Ryzen5-5600H | 8 GB | 512 4GB RX6500M |15.6 | Win 11 ₹48490
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

মৃত্যুর তিনদিন পরেও ফিরছে না পরিযায়ীর দেহ

পুরাতন মালদা, ৫ ডিসেম্বর : ভিনদেশে পরিযায়ীর মৃত্যুর তিনদিন পেরিয়ে গেলেও মিলছে না দেহ। স্বভাবিকভাবেই, চিন্তিত পরিবার। কারণ হিসেবে উঠে আসছে নথি সংক্রান্ত সমস্যা।

মৃতের বড় দিদি তারজিনা বিবি বলেন, 'কর্মরত অবস্থায় সে মারা গিয়েছে দুবাইতে। কাগজপত্রের আইনি জটিলতার কারণে মৃতদেহ ফিরে পাচ্ছি না। আমরা কোর্টের মাধ্যমে কাগজপত্র ঠিক করেছি। আশা করি মৃতদেহ ফিরে পাব।' মৃতের স্ত্রী রোজিনা বিবি বলেন, 'সোমবার সকাল ৭টায় স্বামীর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল। আগামী দু'মাসের মধ্যে সে বাড়ি আসত। আমরা প্রত্যেকেই তাঁর আসার অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু এভাবে দুঃসংবাদ পাবো ভাবতে পারিনি।'

> সোমবার সকাল ৭টায় স্বামীর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল। আগামী দু'মাসের মধ্যে সে দুবাই থেকে বাড়ি আসত। আমরা প্রত্যেকেই তাঁর আসার অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু এভাবে দুঃসংবাদ পাব ভাবতে পারিনি।
>
> **রোজিনা বিবি**
> মৃতের স্ত্রী

তবে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন পুরাতন মালদার বিডিও সেঁজুতি পালও। তিনি জানান, 'ঘটনা জানা ছিল না। তবে মৃতের পরিবারকে আমরা সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

সৌদি আরবে শ্রমিকের কাজে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় এক শ্রমিকের। মৃতের নাম রাফিজুল ইসলাম (৩২)। বাড়ি পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি বড়কল গ্রামে। গত দু'বছর আগে ভিনদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন ওই তরুণ। সোমবার সকালে কর্মস্থলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান তিনি। মৃতের পরিবারে স্ত্রী রোজিনা বিবি, দুই ছেলে মাসুম আলি, আসিফ রেজা এবং এক মেয়ে আতিকা খাতুন রয়েছে। ওই পরিযায়ী শ্রমিকের বাবা হবি শেখ অসুস্থ। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন রাফিজুল। ফলত, তাঁর মৃত্যুতে দিশাহীন হয়ে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

৫০ কিলো ধান ধলতা নেওয়ার অভিযোগ

হরিরামপুর, ৫ ডিসেম্বর : উলটপুরাণ। জেলাজুড়ে কিষান মান্ডিতে কৃষকরা ধান বিক্রি করছেন কুড়ি থেকে তিরিশ কুইন্টাল করে। তাও আবার সরকারি রেটে। অথচ হরিরামপুরে মিল মালিকরা একজন কৃষকের কাছ থেকে ধান কিনছেন মাত্র ১০ কুইন্টাল করে। তারমধ্যে কৃষককে দিতে হচ্ছে বাড়তি ৫০ কিলো ধান। তাও আবার বিনা পয়সায়। এরই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার কৃষকরা ধান বিক্রি বন্ধ করে দেন। তাঁদের সাফ কথা, সমস্যার সমাধান না হলে কিষান মান্ডিতে ধান বিক্রি করবেন না তাঁরা। কেন এমন হচ্ছে তার কোনও সদুত্তরও দিতে পারেনি প্রশাসন।

সোনাহান গ্রামের রাজ্জাক হোসেনের ক্ষোভ, 'মিল মালিক ১০ কুইন্টাল ধান কিনছে। কিন্তু কৃষককে দিতে হচ্ছে বাড়তি ৫০ কিলো ধান। সেটা ধলতা হিসেবে নিচ্ছে মিল মালিক। যার কোনও টাকা পাওয়া যাবে না। এই কারণে আজকে আমরা ধান বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছি।'

পুন্ডরী গ্রামের মসিউর রহমানের সাফ কথা, 'এই সমস্যার সমাধান না হলে আমরা কৃষকরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব।' একই বক্তব্য বাগিচাপুর গ্রামের আজাদ হোসেনেরও।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রেমচাঁদ নুনিয়া কোনও মন্তব্য করতে চাননি। যদিও কৃষকরা ধান বিক্রি বন্ধ করে দেওয়ার খবর পেয়ে প্রশাসনের সঙ্গে তিনিও সোনাহান কিষান মান্ডিতে যান। কৃষকরা কিষান মান্ডিতে ধান বিক্রি করতে পারেননি এই প্রসঙ্গে কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন ব্লকের কৃষি আধিকারিক অমলেশ ঘোষ।

হরিরামপুরের বিডিও অতি চক্রবর্তী জানান, 'কৃষকদের ধান বিক্রি করতে আজ সমস্যা হয়েছে। বিষয়টি জেলা প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। আশা করি, দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে এবং কৃষকরা ধান বিক্রি করতে পারবেন।'

রতুয়ায় সম কাজে সম বেতন দাবি

রতুয়া, ৫ ডিসেম্বর : আইসিএআর নিয়ন্ত্রিত এবং আইসিএআর-এর অধীনস্থ নয়, এমন কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রগুলির মধ্যে চূড়ান্ত অসাম্য ও বঞ্চনার প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার সারা দেশজুড়ে সমস্ত কেভিকেতে চার দফা দাবিতে একদিনের কর্মবিরতির ডাক দিল ন্যাশনাল ফোরাম অফ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র অ্যান্ড এআইসিআরপি ও পশ্চিমবঙ্গ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন। এই দুই সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এদিনের কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়। এদিন একই দাবিতে কর্মবিরতিতে শামিল হলেন রতুয়ার মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কর্মীরা।

কর্মীদের প্রধান দাবিগুলি হল, পরিচালনাধীন সংস্থা ছাড়া দেশব্যাপী কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের কর্মীদের জন্য অভিন্ন নীতি প্রণয়ন করতে হবে। দেশের সর্বত্র কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সকল কর্মীদের সম কাজে সম বেতন নীতি অনুসারে বেতনের সমতা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি পরিচালনাধীন সংস্থা ছাড়া প্রত্যেক কর্মীর অবসরকালীন সুযোগসুবিধাকে সুনিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের এসএমএস পদকে বিজ্ঞানী বা সমতুল্য পদে আখ্যায়িত করতে হবে।

এদিকে, কর্মবিরতির জেরে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে পরিষেবা নিতে এসে চরম হয়রানির মুখে পড়তে হয় কৃষকদের। রতুয়ার বাহিরকাপ গ্রামের কৃষক সাকবুল জানালেন, 'জমিতে সবজি চাষ করেছি। কিন্তু পোকার উপদ্রবে সবজি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেকারণে আজ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে বিক্ষোভ চলায় বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে।'

জেলার খেলা

রুপো দীপশিখার, ব্রোঞ্জ মধুমিতার

বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর : দিল্লিতে আয়োজিত ডিএসভি ন্যাশনাল স্পোর্টস মিটে তাইকোন্ডোতে রুপো জিতেছে দীপশিখা সরকার (অনূর্ধ্ব-১৪, ৪১-৪৪ কেজি বিভাগে) ও ব্রোঞ্জ জিতেছে মধুমিতা বর্মন (অনূর্ধ্ব-১৭, ৫৫-৫৯ কেজি বিভাগে)। ২-৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় দীপশিখা, মধুমিতা ছাড়াও অংশ নিয়েছিল দক্ষিণ দিনাজপুর তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশনের অঙ্কিত কুমার পাল, রিজয় দাস, অংশুমান দাস।

চ্যাম্পিয়ন গণেশ

পদক গলায় ছেলেদের জুনিয়ার কম্পাউন্ড বিভাগের সফলরা। - রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : ৪৫ তম রাজ্য তিরন্দাজিতে ছেলেদের জুনিয়ার কম্পাউন্ড বিভাগে চ্যাম্পিয়ন গণেশ টুডু। তার পয়েন্ট ৬৭৬। ৬৭৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় দাউদ হেমব্রম। তৃতীয় জিৎ বর্মন (৬৬৭ পয়েন্ট)। পুরুষদের সিনিয়ার কম্পাউন্ড বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সঞ্জয় হেমব্রম। তাঁর পয়েন্ট ৬৮৭ পয়েন্ট। দ্বিতীয় অরূপ কুজুর (৬৮০ পয়েন্ট)। তৃতীয় গণেশ টুডু (৬৭৬ পয়েন্ট)। মহিলাদের সিনিয়ার কম্পাউন্ডে প্রথম মন্দিরা রাজবংশী (৬৭৬ পয়েন্ট)। দ্বিতীয় চুমকি মণ্ডল (৬৭১ পয়েন্ট)। তৃতীয় প্রাপ্তি বটব্যাল (৬৬২ পয়েন্ট)। ছেলেদের সাব-জুনিয়ার কম্পাউন্ড বিভাগে প্রথম অরূপ কুজুর (৬৮০ পয়েন্ট), দ্বিতীয় আশুতোষ (৬৬৩ পয়েন্ট) এবং তৃতীয় নীলাগ্র দাস (৬৩৪ পয়েন্ট)। মহিলাদের সাব-জুনিয়ার কম্পাউন্ডে প্রথম প্রাপ্তি (৬৬২ পয়েন্ট), দ্বিতীয় সাজিয়া কুরেশি (৬৫৪ পয়েন্ট) ও তৃতীয় বিদিশা রাই (৬৫৩ পয়েন্ট)।

জাতীয় জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্সে অনুপ্রিয়া

ঘরের মাঠে অনুশীলনে ব্যস্ত অনুপ্রিয়া। - সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৫ ডিসেম্বর : ৩৯তম জাতীয় জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য বৃহস্পতিবার ভুবনেশ্বর রওনা হল কুশমণ্ডির মানিকোর হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির অনুপ্রিয়া রায়। সে জ্যাভলিন থ্রোয়ে নামবে। অনুপ্রিয়া বাংলা দলে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একমাত্র প্রতিনিধি।

অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে

আজাদ

মানিকচক, ৫ ডিসেম্বর : মানিকচকের মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির একগুচ্ছ অভিযোগ উঠেছে। এনিয়ে প্রধান শিক্ষক অতীন্দ্রনাথ দাসের বিরুদ্ধে মানিকচকের বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিভাবকরা। তাঁদের অভিযোগ, স্কুলে নিয়মিত ক্লাস না হওয়ায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল ক্রমশই খারাপ হচ্ছে।

অভিভাবকদের বক্তব্য, স্কুল চত্বর ও শৌচালয় নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। ফলে বাধ্য হয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পড়ুয়াদের ক্লাস করতে হয়। ক্লাসরুমে লাইট ও ফ্যান নেই। এমনকি ছাত্রছাত্রীদের জন্য পানীয় জলেরও সুব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষকের কাছে গেলে পড়ুয়াদের হেনস্তার শিকার হতে হয়।

এমনকি, রাতের অন্ধকারে বন দপ্তরকে না জানিয়ে গাছ কেটে বিক্রি করার অভিযোগও রয়েছে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে।

স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র তথা শাসকদলের ছাত্রনেতা রাজীব সাহা বলেন, 'প্রধান শিক্ষকের অব্যবস্থাপনাতেই স্কুলের এই পরিণতি। স্কুলে পড়াশোনার কোনও পরিবেশ নেই। ক্লাসই হয় না। তাই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল দিন দিন খারাপ হচ্ছে।'

স্কুলকে কালিমালিপ্ত করার উদ্দেশ্যেই এই অভিযোগ বলে মনে করছেন প্রধান শিক্ষক অতীন্দ্রনাথ দাস। তাঁর বক্তব্য, 'কী অভিযোগ হয়েছে জানি না। আমি চাই, সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হোক। অভিভাবকরা স্কুলে এসে সব দেখে যান।'

দুই দশক পর উন্নয়নের ছোঁয়া ডালখোলায়

ডালখোলা, ৫ ডিসেম্বর : পুরসভা গঠনের দুই দশক পর পাকা রাস্তা পেল দুই নম্বর ওয়ার্ডের দিঘির পার এলাকার বাসিন্দারা। যা নিয়ে খুশির হাওয়া স্থানীয়দের মধ্যে।

তাঁদের বক্তব্য, পুরসভা গঠন হলেও উন্নয়নের কোনও ছোঁয়া লাগেনি দিঘির পার এলাকায়। প্রায় ৬০০ বাসিন্দাদের বাস এই এলাকায়। তবুও অতীতে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কিংবা পুরপ্রধান কেউ এই এলাকার উন্নয়নের কথা ভাবেননি।

রাস্তা না থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল বাসিন্দাদের। অ্যাম্বুল্যান্স যেতে পারত না ওই এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আবুর দাবি, 'রাস্তার কারণে রোগীদের খাটিয়া করে নিয়ে যেতে হত। প্রাক্তন কাউন্সিলার, পুরপ্রধান সকলের কাছে বারবার আমাদের এই সমস্যার কথা জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা আমাদের এই সমস্যার কথা বর্তমান কাউন্সিলার শ্যামলী অধিকারীকে জানিয়েছিলাম। অবশেষে তাঁর প্রচেষ্টায় পাকা রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে।'

কাউন্সিলার শ্যামলী অধিকারী বলেন, 'আমি যখন নির্বাচনের প্রচারে এই এলাকায় এসেছিলাম তখন রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। আমি কথা দিয়েছিলাম জিতলে আমি এই এলাকার রাস্তা নির্মাণ করাব। ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের সমস্যা সমাধান করতে পেরে ভালো লাগছে।'

পুরসভার বাস্তুকার বিশ্বজিৎ পাল জানান, 'দিঘির পার এলাকার ৬০০ মিটার কংক্রিটের রাস্তা এবং গার্ডওয়াল নির্মাণের জন্য প্রায় ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। দু'দিনের মধ্যে এই রাস্তার কাজ শেষ করা হবে।'

দালালদের দৌরাত্ম্য কমাতে নজরদারি খাদ্য দপ্তরের

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : সুষ্ঠুভাবে ধান ক্রয় বজায় রাখতে জোরদার নজরদারি শুরু করেছে খাদ্য দপ্তর। সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার কাজ গত ২ নভেম্বর থেকে শুরু করেছে খাদ্য দপ্তর। চাষিরা যাতে সরকারি সহায়ক মূল্য পায় তার জন্য মাঝপথে ফড়ে ও দালালদের দৌরাত্ম্য ঠেকাতেই এই কড়া নজরদারি। চালকল মালিক সমিতির তরফেও সবরকম সহযোগিতা করা হচ্ছে বলে সংগঠন সূত্রে জানানো হয়েছে।

খরিফ মরশুমের বোরো ধান ক্রয় একমাস আগে শুরু করেছে খাদ্য দপ্তর। সরকারি ধান ক্রয় কেন্দ্রে এবারের সহায়ক মূল্য ২৩২০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। গত বছর ফড়ে ও দালালদের দৌরাত্ম্য, ধলতা নিয়ে বারবার অভিযোগ উঠেছিল। এবার ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে প্রায় তিন লক্ষ ষাট হাজার মেট্রিক টন। গত এক মাসে চাষিদের কাছ থেকে প্রায় ষাট(৬০) হাজার মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে।

জেলা খাদ্য নিয়ামক শাশ্বতসুন্দর দাস জানিয়েছেন, 'এখন ধান কেনায় ভালো গতি রয়েছে। আশা করি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে। চাষিদের উৎপাদিত ধান যাতে সরাসরি ধান বিক্রয় কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে ধান বিক্রি করতে পারে তার দিকে নজর রাখা হচ্ছে।'

খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার সরকারিভাবে ৩৫টি ধান ক্রয় কেন্দ্র রয়েছে এবং আটটি মোবাইল ধান ক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। ধান বিক্রির জন্য উৎপাদক চাষিরা তাঁদের নাম আগে নথিভুক্ত করিয়েছেন। এদের সংখ্যা এক লক্ষ উনিশ হাজার ১১৭ জন। গত এক মাসে মোট ১৮ হাজার ৬৭৬ জন তাঁদের উৎপাদিত ধান সহায়ক কেন্দ্রগুলিতে বিক্রি করেছেন।

এই প্রসঙ্গে মালদা ডিস্ট্রিক্ট রাইস মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরেশ পোদ্দার জানিয়েছেন, 'আমরা ধান ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপকরণ বা লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়ে সহযোগিতা করছি। কোনও ফড়ে বা দালাল মাঝপথে ঢুকে চাষিদের কাছ থেকে কম দামে যাতে ধান কিনে নিতে না পারে তার জন্য আমরাও নজর রাখছি।'

সুরেশবাবুর আরও বক্তব্য, 'গত বছর কিছু ফড়ে বা দালাল ধান ক্রয় কেন্দ্রে আসার আগেই চাষিদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্য থেকে কম দামে ধান কিনে নিচ্ছিল। ভেজা ধান বা খারাপ ধানের অজুহাতে বেশি করে ধলতা নিয়েছিল ফলে চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। এই ব্যাপারে প্রশাসন এবং আমরা নজর রাখছি।'

নাম বাতিল, কেঁদে ফেললেন জাহানারা

প্রধান ও বিরোধী নেত্রীর স্বামীকে 'মার'

সৌরভকুমার মিশ্র

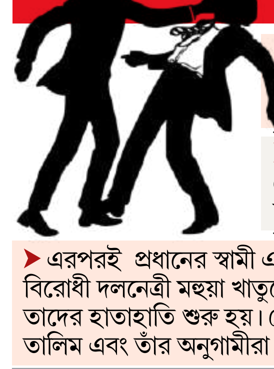

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য

- বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত অফিসে প্রধানের স্বামী দিলরোজের কাছে যান মেরাজুদ্দিন, তালিম এবং সালিম
- সেখানে গিয়ে জানতে চান মেরাজুদ্দিনের ভাই সহ একাধিক ব্যক্তির নাম কেন কাটা হয়েছে
- এরপরই প্রধানের স্বামী এবং সেখানে উপস্থিত পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেত্রী মহুয়া খাতুনের স্বামী আব্বাস আলির সঙ্গে তাদের হাতাহাতি শুরু হয়। সে সময় ওই দুজনকে মারধর করেন তালিম এবং তাঁর অনুগামীরা

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫ ডিসেম্বর : গ্রামসভায় অনুমোদনের জন্য যাচ্ছে আবাসের তালিকা। আর এই তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই উঠছে বেনিয়মের অভিযোগ। চলছে বিক্ষোভও। তালিকায় নাম না দেখে আধিকারিকদের সামনে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন অনেকেই। আবার পঞ্চায়েত দপ্তরে শাসকদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ছেন রাজনৈতিক দলের নেতারা।

হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ও হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকের ১৬টা অঞ্চলে ছিল বিশেষ গ্রামসভা। বৃহস্পতিবার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাঙ্গনদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বসে গ্রামসভা। দুই শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তালিকায় কারা ঘর পাওয়ার যোগ্য ও কারা অযোগ্য তা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন ব্লক আধিকারিকরা। ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তালিকায় নাম না থাকায় অনেকেই অভিযোগ জানাতে গিয়ে আধিকারিকদের সামনে কেঁদে ফেলেন।

তালিকায় নাম না দেখে গাঙ্গনদিয়া মসজিদ পাড়া গ্রামের বাসিন্দা জাহানারা বিবি পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিকের সামনে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'আমি আর কত গরিব হলে ঘর মিলবে?' জাহানারা বিবির তিন মেয়ে। স্বামী মানসিক ভারসাম্যহীন। নিজেরও একটি হাত ভেঙে গিয়েছে। তিনি আধিকারিকদের সামনে বলতে থাকেন, 'কয়েক বছর আগে পঞ্চায়েত আধিকারিকরা এসে ঘরের ছবি করে নিয়ে গিয়েছিল। তারপরেও নাম আসেনি। আবার গাঙ্গনদিয়া গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ আলাউদ্দিনয় চোখের জল মুছতে মুছতে অভিযোগ করেন, '২০২২ সালে তালিকায় আমার নাম ছিল। দিনমজুরি করে পাকাবাড়ি করেছি। সেই বাড়ি দেখে আমার নামটি তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে।'

আবাসের তালিকায় কেন যোগ্যদের নাম কাটা গিয়েছে এই প্রশ্ন তুলে তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে সিপিএমের প্রধানের স্বামী এবং বিরোধী দলনেত্রীর স্বামী তথা তৃণমূল নেতাকে ব্যাপক মারধর করার অভিযোগ উঠল এলাকারই কয়েকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনায় পঞ্চায়েত দপ্তরের মধ্যেই দুই পক্ষই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। আহত হন কয়েকজন। আহতদের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যদিও প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুইপক্ষই হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রধানের স্বামী দিলরোজের কাছে যান তুলসীহাটা নয়াটোলার বাসিন্দা মেরাজুদ্দিন, তালিম এবং সালিম। সেখানে গিয়ে জানতে চান মেরাজুদ্দিনের ভাই সহ একাধিক ব্যক্তির নাম কেন কাটা হয়েছে? এরপরই প্রধানের স্বামী এবং সেখানে উপস্থিত পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেত্রী মহুয়া খাতুনের স্বামী আব্বাস আলির সঙ্গে তাদের হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। অভিযোগ সে সময় ওই দুজনকে মারধর করে তালিম এবং তার অনুগামীরা। যদিও তালিমের পালটা অভিযোগ, 'আমরা মারধর করিনি। উলটে প্রধানের স্বামী এবং আব্বাস আলি আমাদের আক্রমণ করেছে।'

তালিম, সালিম এবং মেরাজউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। আব্বাস আলির দাবি, 'ওরা পঞ্চায়েতে ঢুকে গুন্ডামি করছিল।'

স্কুল শেষ। তবু বাকি কথা। বৃহস্পতিবার ইংরেজবাজারে ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।

দুর্নীতির অভিযোগে বন্ধ জলাধার নির্মাণ

গাজোল, ৫ ডিসেম্বর : জলজীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জোরকদমে কাজ শুরু হয়েছে গাজোলে। পানীয় জল পরিষেবার জন্য বিভিন্ন এলাকায় তৈরি করা হচ্ছে বড় মাপের ওভারহেড জলাধার। কিন্তু এবারে সেই জলাধার নির্মাণ নিয়েই অভিযোগ তুললেন গ্রামবাসীরা।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে হচ্ছে কাজ। এর ফলে যে কোনওদিন ভেঙে পড়তে পারে এই বিশালাকার ট্যাংক। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করার অভিযোগ তুলে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে এই ধরনের অভিযোগ পেয়ে বৃহস্পতিবার বিডিও অফিসে বৈঠক ডেকেছেন বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। সেখানে সমস্ত বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলিপুকুরে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে তৈরি হচ্ছে ওভারহেড ট্যাংক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের দেওতলা ডব্লিউএস স্কিমের অধীনে তৈরি হচ্ছে এই জলাধার। স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় ভট্টাচার্যের অভিযোগ, 'প্রথম থেকেই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা ঠিকাদার এবং ইঞ্জিনিয়ারকে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে কেউ হেলদোল করেননি। আমরা দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন জায়গায় নিম্নমানের কাজের জন্য এই ধরনের ট্যাংক ভেঙে পড়েছে। এই ঘটনা এখানেও ঘটতে পারে। বালি বলে যে জিনিসটি চালানো হচ্ছে সেটি আদপেও বালি কি না তা নিয়ে আমাদের সন্দেহ রয়েছে। এটি বালি, কাঁকর নাকি মাটি তা বোঝা যাচ্ছে না। যে সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের। প্রতিটি সিমেন্টের বস্তা জমাট বাঁধা। সেই সিমেন্টকে গুঁড়ো করে ব্যবহার করা হচ্ছে ঢালাই এর কাজে। সরকার ঠিকঠাক ভাবে টাকা দিলেও সঠিক নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে না। ভালো জিনিস দিয়ে কাজ না হলে, আমরা কাজ করতে দেব না।'

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেনের বক্তব্য, 'দেওতলার কুলিপুকুরে ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে, এরকম অভিযোগ আমরা পেয়েছি। এই বিষয়টি নিয়ে আজ সন্ধেবেলা একটি জরুরি সভা ডাকা হয়েছে।'

কুমারগঞ্জে মাইকে প্রচার প্রশাসনের

ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে পদক্ষেপ

সাজাহান আলি

কুমারগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : ফুটপাথ দখল করে চলছে ব্যবসা। বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে গোপালগঞ্জ বাজারের পতিরাম-কুমারগঞ্জ রাজ্য সড়ক। একের পর এক ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। আতঙ্ক ছড়াচ্ছে মানুষের মনে। তাই সভা করে গোপালগঞ্জ বাজারের পাকা রাস্তার দু'পাশ মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কুমারগঞ্জ ব্লক ও পুলিশ প্রশাসন। সর্বদলীয় নেতৃত্ব এবং ব্যবসায়ী সমিতির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগামী ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে গোপালগঞ্জ বাজারের ফুটপাথ দখল করে থাকা দোকান সরিয়ে নিতে হবে। তা না হলে পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বুধ ও বৃহস্পতিবার পুলিশ প্রশাসনের তরফে এনিয়ে গোপালগঞ্জ বাজারে মাইকিং করা হয়।

বৃহস্পতিবার কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার জানান, 'আমরা পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে মাইকিং করে ব্যবসায়ীদের দোকানপাট সরিয়ে নেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি। শেষ তারিখ ৮ ডিসেম্বর ধার্য করা হয়েছে। এর মধ্যে কোনও ব্যবসায়ী প্রশাসনের নির্দেশ না মানলে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।'

কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস বলেন, ফুটপাথ থেকে ব্যবসায়ীদের সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য প্রশাসনের তরফে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঁচটি ফলের দোকান সহ ফুটপাথ দখল করে থাকা দোকানগুলিকে পাকা রাস্তার নীচের বাজারে মন্দির ও সোসাইটি যাওয়ার রাস্তার ধারে বসতে বলা হয়েছে।'

পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্ছেদের ঘোষণার বিষয়ে ফল বিক্রেতা সুদেব পাল বলেন, 'প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মানতেই হবে। শুধু অনুরোধ, বিকল্প হিসাবে যেন একটু ভালো জায়গা দেওয়া হয়, যেখানে লোকজন যাবে, বেচাকেনাও হবে।' একই বক্তব্য বীরেন মহন্ত, প্রকাশ দাস, বাপ্পা দাসদেরও।

মৎস্যখাদ্য উৎপাদন কারখানা চালু

বুনিয়াদপুর, ৫ ডিসেম্বর : সরকারি সহায়তায় বংশীহারীতে মৎস্যখাদ্য উৎপাদন কারখানা চালু হতে চলেছে। বংশীহারীর গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েতের দৌলতপুর লাগোয়া মহম্মদপুরে ১০ কাঠা জমির উপর এই কারখানা গড়ে তুলতে চলেছেন এক মহিলা উদ্যোগপতি আলপনা দাস।

জানা গেছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি, বংশীহারী ও কুশমণ্ডিতেই বর্তমানে মৎস্য ও খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠছে। বংশীহারীর মহম্মদপুরে পরিকাঠামোগত কাজ শেষ হয়েছে। মেশিন এলেই উৎপাদন শুরু হবে। বৃহস্পতিবার এই কারখানা পরিদর্শন করলেন ডেপুটি ডিরেক্টর অফ ফিশারিজ (গৌড়বঙ্গ জোন) শ্যামলকুমার রায়, ডিএমডিসি অমিতাভ ভট্টাচার্য, বিডিও বংশীহারী সুব্রত বল প্রমুখ।

বিডিও বংশীহারী সুব্রত বলের বক্তব্য, '৩০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই উৎপাদন শুরু হবে। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার ভরতুকি দিচ্ছে। উদ্যোক্তার ইনভেস্টমেন্টও রয়েছে। প্রত্যেকদিন দুই টন করে মৎস্যখাদ্যের উৎপাদন করার কথা রয়েছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে মেশিন চলে এলেই কাজ শুরু হবে। আশা করছি, মহম্মদপুরের এই কারখানা থেকে উৎপাদন শুরু হলে অন্য জেলা থেকে মাছের খাবার আমদানি করতে হবে না।'

টুকরো খবর

টোটো সহ পুলিশের জালে

হরিরামপুর, ৫ ডিসেম্বর : টোটো চুরি করেও শেষ রক্ষা হল না। অবশেষে ধরা পড়তেই হল পুলিশের জালে। ধৃতদের বাড়ি বাগিচাপুর পঞ্চায়েতের খারুয়া গ্রামে। নাম জয়ন্ত রায় এবং এনামুল শেখ।

হরিরামপুর থানার আইসি অভিষেক তালুকদার জানিয়েছেন, 'বৃহস্পতিবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি নীল রং-এর টোটো ও একটি মোবাইল সহ দুইজনকে আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে টোটোটি তারা চুরি করেছিল। গঙ্গারামপুর মহাকুমা আদালতে তোলা হয় দুইজনকে।'

আলু আটক

ডালখোলা, ৫ ডিসেম্বর : অবৈধভাবে বিহারে পাচারের আগে লক্ষাধিক টাকার আলু বাজেয়াপ্ত করল ডালখোলা থানার পুলিশ। বুধবার রাতে ডালখোলার পূর্ণিয়া মোড় সংলগ্ন ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে একটি আলু বোঝাই ভুটভুটি আটক করে পুলিশ। যদিও বিহারে আলু নিয়ে যাওয়ার কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি ভুটভুটির চালক। আটক হওয়া আলুর বাজারমূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা। ঘটনায় পুলিশ ভুটভুটিচালককে আটক করেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডালখোলা থানার পুলিশ।

কাটা পড়ে মৃত্যু

সামসী, ৫ ডিসেম্বর : ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল ৬০ বছর বয়সি এক বৃদ্ধের। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে সামসী রেলস্টেশন থেকে পশ্চিমদিকে প্রায় চারশো মিটার দূরে। মৃত ব্যক্তির কোনও পরিচয় মেলেনি। ঘটনাস্থল থেকে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করে রেল পুলিশ।

শিবিরে লোকশিল্প

বুনিয়াদপুর, ৫ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে ব্যবসার জন্য শুরু হয়েছে ঋণদান শিবির। এই শিবিরে চাষিদের উপস্থিতি বাড়াতে বৃহস্পতিবার আয়োজন করা হয় লোকশিল্পের।

কলকাতা এবং

বিরূপাক্ষকে ক্লিনচিট

সন্দীপ ঘোষ-ঘনিষ্ঠ চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাসকে ক্লিনচিট দিল ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের যথাযথ প্রমাণ না পাওয়ার ভিত্তিতে তাঁকে ক্লিনচিট দিয়েছে।

বাতানুকূল সুবিধা

এবার থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এসি থ্রি টিয়ারের ভাড়া পাবেন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, যেখানেই বেড়াতে যান, এই সুযোগ তাঁরা পাবেন বলে অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দোষী সাব্যস্ত

জয়নগরে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল নিম্ন আদালত। শুক্রবার সাজা ঘোষণা হবে।

সরাসরি বিমান

কলকাতা থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সরাসরি বিমান পরিষেবা নিয়ে বিল পাশ হল বিধানসভায়। চলতি অধিবেশনে এই বিল এসেছিল।

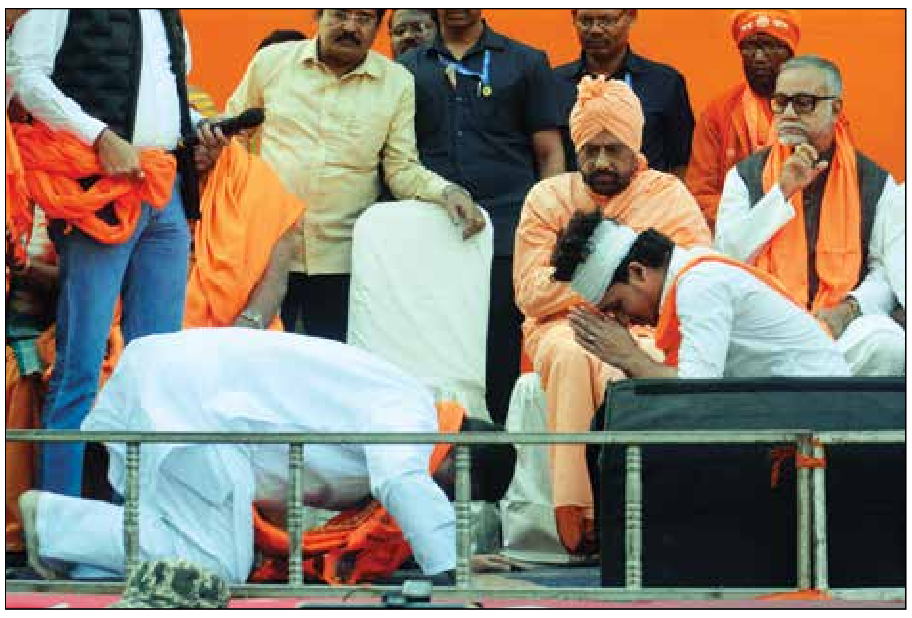

রানি রাসমণি রোডের সভায় শুভেন্দু এবং বাংলাদেশে আক্রান্ত সায়ন। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। -রাজীব মণ্ডল

বিধানসভায় ব্যতিক্রমী বিরোধী দলনেতা

দিল্লিতে একসঙ্গে দরবারের প্রস্তাব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথমদিকে গত ২৯ নভেম্বর রাজ্য সরকারের কাছে সহযোগিতার বার্তা দিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, 'আসুন না, একসঙ্গে রাজ্যের সব গরিব মানুষের বাড়ি করে দিই।'

বৃহস্পতিবার ফের শুভেন্দুর গলায় শোনা গেল সেই সহযোগিতারই সুর। রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করতে না ছেড়েও আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পে রাজ্যের গরিব মানুষ যাতে কেন্দ্রের সুবিধা পান, তার জন্য রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদলে বিজেপি বিধায়কদেরও থাকার বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছিলেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক প্রকল্প আটকে রেখেছে বলে অভিযোগ করে চন্দ্রিমা বলেন, 'কেন্দ্রের একাধিক বঞ্চনা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে টাকা মেটাচ্ছে।' এরপরই বক্তব্য রাখতে উঠে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে শুভেন্দু বলেন, 'আপনারা দিল্লিতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠান। আমরা বিরোধীরাও মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দিল্লিতে গিয়ে দরবার করব।'

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, সাম্প্রতিক ৬ বিধানসভার উপনির্বাচনের ফলাফলে বিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাদের রোখা সম্ভব হবে না। বরং কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে তৃণমূল যে প্রচার চালাচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষ অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। পাশাপাশি গত কয়েক বছর ধরে থাকা চা বাগানের ভোট ব্যাংকও বিজেপির হাতছাড়া

> আপনারা দিল্লিতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠান। আমরা বিরোধীরাও মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দিল্লিতে গিয়ে দরবার করব।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

হচ্ছে। যা আগামী বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিজেপির কাছে অশনিসংকেত। সেই কারণে বারবার শুভেন্দু উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্য সরকারকে সহযোগিতার বার্তা দিচ্ছেন। কারণ, পালা বদলের জমানায় শাসক-বিরোধী এইরকম সহাবস্থানের নজির মনে করতে পারছেন না কেউ।

বুধবার হোটেল ও রেস্তোরাঁয় বিনোদন কর নিয়ে রাজ্য সরকারের আনা বিলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির মুখ্যসচেতক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ স্পষ্ট বলেছিলেন, 'এই বিলের বিরোধিতা করার কোনও যুক্তি নেই।' তিনি কয়েকটি সংশোধনী ছাড়া বিলের বিরোধিতায় কোনও কথা বলেননি। তবে, রাজ্যের প্রতিনিধি দলে শুভেন্দু নিজে যে যাবেন না, তাও তিনি ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়ে দিয়েছেন।

তবে, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও কেন্দ্রীয় সরকারকে অসহযোগিতা করার অভিযোগ এনেছেন শুভেন্দু। এদিন অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'ভারত সরকার হাসিমারায় বিমান পরিষেবার জন্য রাজ্যের কাছে ৩৭.৭৪ একর জমি চেয়েছিল। রাজ্য সরকার দেয়নি। দমদম বিমানবন্দরে একটি অতিরিক্ত রানওয়ে করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে বাউন্ডারি ওয়াল করা যাচ্ছে না শুধুমাত্র একটি মাজার থাকার কারণে। মালদায় ৯ আসন বিশিষ্ট বিমান পরিষেবা চালু করা যায়। কিন্তু সেখানেও আপনারা সহযোগিতা করছেন না।'

পাশাপাশি সিঙ্গুর প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু বলেন, 'আপনারা যাঁকে সিঙ্গুর থেকে তাড়িয়েছিলেন, সেটা বড় ভুল ছিল।' এই সময় শাসক দলের বিধায়করা পালটা টিপ্পনী কেটে বলেন, 'আপনি তখন কোথায় ছিলেন?' প্রসঙ্গত, সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্না মঞ্চে দেখা গিয়েছিল শুভেন্দুকেও। কারণ তখন তিনি ছিলেন তৃণমূলের নেতা।

২০২৬-এর লক্ষ্যে পদ্মের হিন্দুত্বের মুখ শুভেন্দুই

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ২৬শে রাজ্যের ক্ষমতা দখলের নির্বাচনে বিজেপির হিন্দুত্বের মুখ শুভেন্দুই। রাজ্যে হিন্দু ভোটের মেরুকরণে বাংলাদেশ ইস্যুকে হাতিয়ার করে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সামনে রেখেই এগোতে চাইছে বিজেপি ও গেরুয়া শিবির। বৃহস্পতিবার রানি রাসমণি রোডে তৃণমূল ও জমিয়তের পালটা সভা থেকে সেই বার্তাই দিল বিজেপি।

বাংলাদেশের কথা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু রাজ্যের হিন্দুদের উদ্দেশে বলেছেন, 'মনে করছেন বেলডাঙায় হচ্ছে কিন্তু কালনা, কাটোয়ায় তো হচ্ছে না। এটা ভুল। এখনই হিন্দুরা জোটবদ্ধ না হলে আগামীতে বঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।'

ভোটবাক্সে হিন্দু ভোট একজোট করার ক্ষেত্রে তিনি যে ইতিমধ্যেই সফল, বিগত বিধানসভা ও সাম্প্রতিক লোকসভা ভোটের নিরিখেই তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। শুভেন্দু বলেন, '২০২১-এর বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামে ৬৫ শতাংশ হিন্দু ভোট এক করে মুখ্যমন্ত্রীকে হারিয়েছি। আর লোকসভায় তমলুক আসনে সেটাই ৭২ শতাংশ করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে জিতিয়েছি।'

'২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে পরিবর্তনের লড়াইয়ে মেরুকরণই একমাত্র অস্ত্র বিজেপির। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত থেকে অমিত শা'রা ইতিমধ্যেই তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সেই প্রেক্ষিতে শুভেন্দুর এই দাবি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বাবরি ধ্বংসের দিন রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের কালা দিবস পালনের বিপরীতে শৌর্য দিবস পালন করে বিজেপি। শুক্রবার সেই উপলক্ষ্যে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার থেকে সিঁথি পর্যন্ত মিছিল করবে গেরুয়া শিবির। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন রাসমণির সভা থেকে দলের সেই কমসূচির কথা ঘোষণা করেন শুভেন্দু। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ইস্যুতে রাজ্যজুড়ে একগুচ্ছ কর্মসূচিও ঘোষণা করেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, '১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে বসিরহাটের ঘোজাডাঙা সীমান্তে পণ্য পরিবহণ বন্ধ করে বিক্ষোভ হবে। ১৫ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আসরে আমিও ধ্বজা নিয়ে উপস্থিত থাকব।' রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা ভোটের আগে হিন্দুত্ব ইস্যুতে শুভেন্দুকে সামনের সারিতে রেখে এগোতে চাইছে বিজেপি। '৭১-এ পাকিস্তানকে পরাজিত করে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের দিনটিকে উদযাপন করে সেনাবাহিনী ও কেন্দ্র সরকার। এবার সেই বিজয় দিবসের উদযাপনেও শামিল হওয়ার জন্য রাজ্যবাসীকে আহ্বান জানান তিনি।

ফের হাজিরা এড়ালেন সুজয়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবারও আদালতে সশরীরে হাজিরা দিলেন না নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। আদালতে তাঁর আইনজীবীর দাবি, অসুস্থতার কারণে সুজয়কৃষ্ণ হাজিরা দিতে পারছেন না। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের হাতে একাধিক তথ্য উঠে এসেছে। সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কারণে সুজয়কৃষ্ণকে নিজেদের হেপাজতে নিতে চাইছে সিবিআই। নিম্ন আদালতের বিচারক তাঁকে সশরীরে আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সদস্য সংগ্রহে দৌড়ঝাঁপে এগিয়ে শুধু দিলীপ

সংগঠনের ঘাটতিতে ধাক্কা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : রাজ্যে দলের ধাঁচা ঠিকঠাক না থাকার জন্যই বিজেপির সদস্য সংগ্রহে ভাটার টান। রাজ্যের সদস্য সংগ্রহ অভিযান নিয়ে কেন্দ্রীয়স্তরের নেতাদের এটাই সর্বশেষ মূল্যায়ন। তবে কেন্দ্রীয় ওই পর্যবেক্ষকের মতে, সদস্য সংগ্রহে শেষপর্যন্ত লক্ষ্যপূরণ না হলেও মেরুকরণের কৌশলকে ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলে '২৬-এর বিধানসভায় দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা কোনও বাধা হবে না।

বঙ্গ বিজেপি এই মুহূর্তে কার্যত নেতৃত্বহীন। বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কার্যত বিদায়ি সভাপতি। ময়দানের রাজনীতিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অর্জুনের মতো বাংলাদেশকে হাতিয়ার করে মেরুকরণকেই পাখির চোখ করেছেন। সদস্যতা অভিযানে দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে একমাত্র দেখা যাচ্ছে দিলীপকেই। গত এক মাস ধরে দক্ষিণে কাকদ্বীপ থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত সদস্য সংগ্রহ অভিযান করে চলেছেন তিনি। জঙ্গলমহলের মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের মতো জেলায় সদস্য সংগ্রহের ঘাটতি মেটাতে তাঁকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছে দল। সদস্য করার ব্যাপারে দল তাঁকে কোনও টার্গেট না দিলেও ইতিমধ্যেই প্রায় চারশো সক্রিয় সদস্য করে ফেলেছেন দিলীপ। যদিও মূলত জেলায় জেলায় গিয়ে স্থানীয় নেতৃত্বকে নিয়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে গতি আনাই তাঁর দায়িত্ব। সেই সূত্রেই দিলীপের অভিজ্ঞতা বলছে, ফল আশানুরূপ নয়। দলের ওপর থেকে নীচে কর্মীদের এই ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা যাচ্ছে না। দলের সংগঠন নিয়ে কর্মীদের মধ্যে উৎসাহে ঘাটতি রয়েছে বলেই তাঁর মনে হয়েছে। তার জন্য তিনিও মনে করেন রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে দলের ধাঁচা না থাকাটাই মূল কারণ।

সমীক্ষায় উঠে এসেছে পিছিয়ে থাকার অনেক কারণ। সাংসদ, বিধায়করা বলছেন একইসঙ্গে সংসদ ও বিধানসভা চালু থাকায় সদস্যতা অভিযানে সেভাবে সক্রিয় হওয়া যায়নি। কেউ কেউ আবার আরজি কর আন্দোলন থেকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিকে দায়ী করেছেন। তবে দিলীপের মতে, ২৭ অক্টোবর থেকে কাজ শুরু হয়েছে। তখন বিধানসভা, সংসদের অধিবেশন কোথায়? আর রাজনৈতিক দলের সামনে এমন কত ইস্যু আসবে যাবে, তার জন্য সদস্য সংগ্রহ আটকাবে কেন? মুখে না বললেও, সদস্য সংগ্রহে পিছিয়ে পড়ার জন্য নেতারা যেসব কারণকে ঢাল করতে চেয়েছেন,তার সঙ্গে যে একমত নন তিনি, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন দিলীপ।

দিলীপের মনোভাবকে সমর্থন করে দলের এক কেন্দ্রীয় নেতাও বলেন, রাজ্যে দলের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সব নেতা-কর্মীই তাকিয়ে আছেন আগামী দিনে রাজ্যে দলের দায়িত্ব কার ওপর বর্তায় সেই দিকে। তখন দলে তিনি আদৌ কোনও দায়িত্বে থাকবেন কি না তা যখন নিশ্চিত নয়, তখন অন্যের দায়িত্ব তিনি নেবেন কীভাবে? ফলে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে একটা গা-ছাড়া মনোভাব দেখা যাচ্ছে। এই অনীহাই রাজ্যে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযানে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মূল প্রতিবন্ধক। তবে এরই সঙ্গে তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে হিন্দু ভোটকে সংহত করতে পারলে সংগঠনের দুর্বলতা কোনও বাধা হবে না।

বিশেষভাবে সক্ষমদের অভিনব পারফরমেন্স। বৃহস্পতিবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। -আবির চৌধুরী

রেস্তোরাঁর বকেয়া করে সুদ ও জরিমানা মকুব

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : রাজ্যের হোটেল এবং রেস্তোরাঁগুলিতে বিনোদন ও প্রমোদ কর বাবদ বকেয়া নিষ্পত্তি করতে জরিমানা ও সুদ মকুবের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এই নিয়ে বিল পেশ করেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিরোধীরা কোনও বিরোধিতায় না যাওয়ায় আলোচনার পর বিলটি পাশ হয়ে যায়।

২০১৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বকেয়া বিনোদন ও প্রমোদ কর ২০২৫ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে মিটিয়ে দিলে এই জরিমানা ও সুদ মকুব করে দেওয়া হবে। এর জন্য রাজ্য সরকারের ২১.৮৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার মধ্যে জরিমানা ও সুদ বাদ দিলে বিনোদন ও প্রমোদ কর বাবদ চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যের ভাঁড়ারে ১৫ কোটি টাকা জমা হতে পারে।

বিলের সমর্থনে বলতে গিয়ে চন্দ্রিমা বলেন, 'প্রমোদ ও বিনোদন কর নিয়ে রাজ্যের ৯০০টি হোটেল এবং রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে ৫৯০০টি মামলা বিভিন্ন আদালত ও ট্রাইবিউনালে বকেয়া হয়ে রয়েছে। এই সুদ ও আসল মিলিয়ে রাজ্য সরকারের বকেয়া প্রাপ্য প্রায় ২১.৮৬ কোটি টাকা। নতুন আইন করে জরিমানা ও সুদ ছাড় দিলে রাজ্য সরকার বিনোদন কর ও প্রমোদ কর বাবদ ১৫ কোটি টাকা এই সমস্ত হোটেল ও রেস্তোরাঁর কাছ থেকে আদায় করতে পারবে।'

> **আয়ের দিশা**
>
> ■ বকেয়া বিনোদন ও প্রমোদ কর আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে দিলে জরিমানা ও সুদ মকুব
>
> ■ এর জন্য রাজ্য সরকারের ২১.৮৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হওয়ার সম্ভাবনা
>
> ■ জরিমানা ও সুদ বাদ দিলে বিনোদন ও প্রমোদ কর বাবদ রাজ্যের ভাঁড়ারে ১৫ কোটি টাকা জমা হতে পারে

এই প্রসঙ্গে বলতে উঠে বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'কর খেলাপিদের এই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে তা ভালো। এতে রাজ্যের আয় বাড়বে। কিন্তু যে সমস্ত হোটেল এবং রেস্তোরাঁ সময়ে এতদিন কর মিটিয়ে এসেছে তারা আগামী দিনে কর মেটানোর ক্ষেত্রে আগ্রহ কম দেখাতে পারে। কারণ, রাজ্য সরকারের এই মকুবের সিদ্ধান্তে তারা ভাবতে পারে, এখন কর না মেটালে ভবিষ্যতে সরকার ফের এই সুযোগ দেবে। তাই সম্পূর্ণ কর মকুব না করে ৫০ শতাংশ কর মকুব করা হোক।'

যদিও এই সংশোধনী গৃহীত হয়নি। বিলটি আইনে পরিণত করার জন্য তা রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয়েছে।

মহাকুম্ভ দর্শনে রেলের ব্যবস্থা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : এবার মহাকুম্ভে স্নান করতে পুণ্যার্থীদের নিয়ে যাবে আইআরসিটিসি। সঙ্গে থাকবে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। এজন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে একটি বিশেষ ট্রেনের। একইসঙ্গে প্রয়াগরাজে থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে বিশেষ 'টেন্ট'-এর।

১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রয়াগরাজে (এলাহাবাদ) হতে চলেছে এবছরের মহাকুম্ভ। ১২ বছর অন্তর হওয়া এই মহাকুম্ভে ৫০ কোটিরও বেশি পুণ্যার্থী যোগ দেবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

এই প্রথমবার মহাকুম্ভে নিয়ে যেতে পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে আইআরসিটিসি (ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন)। হিন্দু ধর্মের ৩ তীর্থস্থান বারাণসী, কাশীনাথ ধাম ও অযোধ্যায় নিয়ে যাবে ওই ট্রেনটি। ১৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়বে ওই বিশেষ ট্রেন। ব্যান্ডেল, বর্ধমান, বোলপুর (শান্তিনিকেতন), রামপুরহাট হয়ে পরদিন বারাণসীতে যাবে ট্রেনটি। সেখানে বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করিয়ে পরদিন অর্থাৎ ২০ ফেব্রুয়ারি ট্রেনটি যাবে প্রয়াগরাজে। সেখান থেকে সড়কপথে নিয়ে যাওয়া হবে আইআরসিটিসির বিশেষ টেন্টে। সেখানে স্নানের ব্যবস্থা করানো হবে। এরপর ২২ তারিখ ট্রেনটিকে নিয়ে যাওয়া হবে অযোধ্যায়। সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা হবে কলকাতা স্টেশনে। মোট ৫ রাত ৬ দিনের এই প্যাকেজে স্লিপার ক্লাসের জন্য দিতে হবে ১৯,১০০ টাকা, এসি থ্রি 'টিয়ারের জন্য দিতে হবে ২৫,১০০ টাকা। যাতায়াতের সময় হোটেল বা টেন্টে থাকা ও চারবেলা খাবারের যাবতীয় ব্যবস্থাও করবে আইআরসিটিসি। ইতিমধ্যেই ট্রেনের সিট বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন আইআরসিটিসির ডিজিএম এমকে সিং। ১১ কোচের ওই ট্রেনে ৭৮০টি সিট আছে। এর মধ্যে একটি এসি কোচ ও বাকি ১০টি স্লিপার।

একইসঙ্গে এই প্রথমবার প্রয়াগরাজে পুণ্যার্থীদের থাকার জন্যও বিশেষ টেন্টের ব্যবস্থা করছে আইআরসিটিসি। তাতে ৩০০টি ডিলাক্স ও ১০০টি প্রিমিয়াম টেন্ট থাকছে। ডিলাক্স রুমে ডাবল বেডের জন্য ১২,০০০ টাকা প্রতিরাত ও প্রিমিয়ামের ক্ষেত্রে ১৮,০০০ টাকা ভাড়া ধার্য হয়েছে। টেন্টগুলিতে অত্যাধুনিক থাকার ব্যবস্থা, বিছানা, গরম জল সবকিছুই থাকবে। সর্বক্ষেত্রে শুদ্ধ নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।

মাধ্যমিকের উত্তরপত্রে কাটাকুটি

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্রে অযথা কাটাকুটি। অথচ ১১ নম্বর পেলেই ২০২৪ সালের মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় স্থান হত নন্দীগ্রামের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পারিজাত মাইতির। সমস্ত বিষয়ে যথাযথ নম্বর পেলেও জীবন বিজ্ঞানে ৮২ নম্বর পায় সে। ওই পরীক্ষার্থীর অভিযোগ, খাতার যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি।

তার আইনজীবী বিবেকানন্দ ত্রিপাঠীর অভিযোগ, 'ওই পড়ুয়া বাকি বিষয়গুলিতে ৯০ ঊর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে। অথচ জীবন বিজ্ঞানে কম। খাতার একাধিক জায়গায় পরীক্ষক কাটাকুটি করেছেন। অসুস্থ থাকার কারণে সে খাতা পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করতে পারেনি। তারপর নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় তার আবেদন মেনে নেয়নি পর্ষদ।' বৃহস্পতিবার এই মামলায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য পরীক্ষার্থীর জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'সঠিকভাবে বিবেচনা করে নম্বর দেওয়া হয়নি। দুটি প্রশ্নে ৪ নম্বর না দেওয়ার অসংগতি এখনই চোখে পড়ছে।'

অবিলম্বে ওই উত্তরপত্র নতুন পরীক্ষক দিয়ে পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি। বিচারপতি প্রধান পরীক্ষককে নির্দেশ দেন যাতে তিনি নতুন পরীক্ষক নির্ধারণ করেন। তারপরই বিচারপতি পর্ষদের থেকে রিপোর্ট তলব করেন।

বিচারকের কাছে আর্জি পার্থর

'জামিন দিন, আমি তো কিছুই করিনি'

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : নিম্ন আদালতে হাতজোড় করে বিচারকের কাছে আর্জি জানালেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিচার ভবনে তাঁকে ভার্চুয়ালি হাজির করে সিবিআই। তখনই বিচারকের উদ্দেশে তিনি বলেন,'আমাকে বাঁচান। আমাকে জামিন দিন। এভাবে কত আটকে থাকব। এখনও ট্রায়াল শুরু হচ্ছে না। আমি তো কিছুই করিনি। যা করেছে বোর্ড করেছে।' জামিনের বিরোধিতা করে সিবিআই। তাঁর আইনজীবীকে ভর্ৎসনা করেন বিচারক।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিচার ভবনের একনম্বর এজলাসে মামলাটির শুনানি হয়। তখনই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী অন্য এজলাসে শুনানির আর্জি জানালে তাঁকে ভর্ৎসনা করেন বিচারক। তিনি বলেন, 'আপনি এজলাস নিয়ে এত ভাবছেন কেন? কোন আদালতে মামলা থাকবে সেটা কি আপনি ঠিক করবেন? শুধু শুধু আদালতের সময় নষ্ট করছেন কেন?' তারপর ওই এজলাসে মামলাটি চলাকালীনই ভার্চুয়ালি জামিনের আর্জি জানাতে থাকেন পার্থ।

এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ ৫ জনের নিয়োগ মামলায় জামিনের শুনানি শুরু হয়। তাঁদের আইনজীবীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন অভিযুক্তরা জেলে রয়েছেন। অথচ এখনও বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়নি। এরা সকলেই যেহেতু সরকারি আধিকারিক তাই ট্রায়াল শুরুর জন্য সরকারের অনুমোদন দরকার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সিবিআই সেই অনুমোদন পায়নি।

বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এই যুক্তিতেই মন্তব্য করেন, 'অনুমোদন না পেলে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হওয়া তো সম্ভব নয়।' পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং শান্তিপ্রসাদ সিনহার পক্ষের আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায় আদালতে বলেন, 'পার্থর ক্ষেত্রে রাজ্যপাল বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর জন্য অনুমোদন দিয়েছেন। কিন্তু বাকিদের ক্ষেত্রে এখনও অনুমোদন নেওয়া হয়নি। তাই বিচারপ্রক্রিয়া কবে শুরু হবে তা এখনও ঠিক নেই। অভিযুক্তরা সকলেই প্রবীণ নাগরিক। তদন্ত ধীরগতিতে চলছে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারি আধিকারিকদের ট্রায়ালের অনুমতি সরাসরি হাইকোর্ট দিতে পারে না বা সরকারকেও অনুমতি দেওয়ার কথা বলতে পারে না।' তখন বিচারপতি বলেন, 'সিদ্ধান্ত নিতে বলতে পারে।' সুবীরেশ ভট্টাচার্য ও কল্যাণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফের আইনজীবী সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়ও তদন্তের ধীরগতির বিষয়টি উল্লেখ করেন।

মহুয়ার নামে নালিশ ৬ বিধায়কের

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, কারও বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ থাকলে তা যেন সরাসরি তাঁকে জানানো হয়। এরপরই তৃণমূলের কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলার চেয়ারপার্সন তথা সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিকে চিঠি দিলেন দলেরই তাঁর সাংগঠনিক জেলার ৫ বিধায়ক।

একইসঙ্গে মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার করিমপুরের বিধায়কও এই চিঠিতে সই করেছেন। মহুয়া মৈত্রের নেতৃত্বে সাংগঠনিক কাজকর্ম করা যে সম্ভব নয়, তা তাঁরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। মহুয়ার বিরুদ্ধে যাঁরা চিঠি দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সদ্য জামিনপ্রাপ্ত পলাশিপাড়ার বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য, চাপড়ার বিধায়ক রুকবানুর রহমান প্রমুখ। তৃণমূল সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই মহুয়ার বিরুদ্ধে দলের নেতাদের কাছে তাঁরা অভিযোগ

জানাচ্ছিলেন। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। সোমবার পরিষদীয় দলের বৈঠকে তাঁরা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানান। তখনই মমতা তাঁদের লিখিতভাবে জানাতে নির্দেশ দেন। এরপর বৃহস্পতিবারই তাঁরা সেই চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে এই নিয়ে মহুয়া মৈত্রকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। হোয়াটসঅ্যাপেরও জবাব দেননি।

কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলার মধ্যে পড়ে ৭টি বিধানসভাকেন্দ্র। এছাড়াও মহুয়ার প্রাক্তন বিধানসভাকেন্দ্র করিমপুরের বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহ রায়ও এই চিঠিতে সই করেছেন। যদিও করিমপুর মহুয়ার সাংগঠনিক জেলার মধ্যে পড়ছে না। মহুয়ার সাংগঠনিক জেলার মধ্যে পড়ছে কৃষ্ণনগর উত্তর ও তেহট্ট। সেখানকার বিধায়ক মুকুল রায় ও তাপস সাহা অবশ্য চিঠিতে সই করেননি। যদিও মুকুলবাবু দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ হয়ে বাড়িতে রয়েছেন। তবে তাপস সাহা এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

মহুয়ার বিরুদ্ধে এই ৬ বিধায়কের অভিযোগ, তিনি বিধায়কদের এড়িয়ে ৩টি ব্লক সভাপতি সহ ১১৬ জন বুথ সভাপতি ও ১৬ জন অঞ্চল সভাপতিকে বদলি করে দিয়েছেন। তাঁর এলাকার বাইরেও মহুয়া যাতায়াত করছেন। তার ফলে ওই এলাকায় দলীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এমনকি বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতাকে ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে দলের টিকিট পাইয়ে দেবেন বলেও মহুয়া প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বলে ওই বিধায়কদের অভিযোগ। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে চাপড়া বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী রুকবানুর রহমানের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হয়েছিলেন ব্লক সভাপতি জেবের শেখ। তিনি মহুয়ার ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, দলনেত্রী বিধানসভা ও লোকসভার অধিবেশন শেষ হলে এই নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন বলে ওই বিধায়কদের আশ্বাস দিয়েছেন।

ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ২৩ বছর পর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে রেল দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ পাবে মৃতের পরিবার। ২০০১ সালের ১৭ জুন ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় হাওড়ার কাশীনাথ দলুইয়ের। তারপর ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রেলের ক্ষতিপূরণের দাবি সংক্রান্ত ট্রাইবিউনালে আবেদন করার পরেও কোনও সুরাহা হয়নি। মৃত বৃদ্ধের স্ত্রীর আবেদন যথাযথ না হওয়ার প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণের আর্জি খারিজ করে ট্রাইবিউনাল। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মৃতের পরিবার। বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল ট্রাইবিউনালের নির্দেশ খারিজ করে ওই পরিবারকে সুদ সহ ৮ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিলেন।

তৃতীয় কিস্তি

মেসবাড়ির ডায়েরি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষেই মেসবাড়ির উদ্ভব। একসময় মফসসলের মেধাবী ও শিক্ষিত বাঙালি সন্তান উচ্চশিক্ষা ও চাকরির খোঁজে জেলা থেকে কলকাতায় আসতে শুরু করলে শুরু হয় মেসবাড়ির কালচার। উত্তর কলকাতার এইসব মেসবাড়ি কেবল ইট-কাঠের কাঠামোর ছিল না। ছিল কয়েক প্রজন্ম, অনেকটা ইতিহাস, গোটা একটা সংস্কৃতি নিয়ে নতুন এক অধ্যায়।

সময়টা বদলে গিয়েছে। মেসবাড়ির সংস্কৃতি বদলে হয়েছে পিজি, আর্থিক সংগতিসম্পন্নদের প্রথম পছন্দ 'পিজি'। পিজিতে নেহাতই ঘর শেয়ার করা, আর কিছু নয়। ফলস্বরূপ পরিচর্যার অভাবে বয়সের ভারে মাথা নুইয়েছে মেসবাড়ি। প্রত্যেক মেসের ছিল নিজস্ব চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য; সেখানে একসঙ্গে বাঁচার নামই জীবন... আজও মেস আছে, মেসজীবন আছে, কিন্তু কোথাও মেসবাড়ি বলে কোনও বাড়ি বা তার ঠিকানার অস্তিত্ব নেই। এখন যে ক'টা টিকে আছে, সেই আন্তরিকতা নেই বললেই চলে বোর্ডারদের মধ্যে। তক্তাপোশ পরিণত হয়েছে সিঙ্গল বেড-এ।

বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতে আসা ভিনরাজ্যের ছেলেমেয়েরা তো আছেই, শহর কলকাতায় পড়াশোনা করতে আসা দেশ-বিদেশের বহু ছাত্রছাত্রীর যৌথ ডেরাও এখন মধ্যবিত্ত পাড়ার বেশ কিছু ফ্ল্যাট। নামের সঙ্গেই পালটেছে মেসবাড়ির অঙ্গসজ্জা। তক্তাপোশ-তেলচিটে তোষকের অবসান ঘটেছে সিঙ্গল বেড আর আধুনিক ম্যাট্রেসে। বারোয়ারি কলঘরের জায়গায় এসেছে অ্যাটাচড টয়লেট। বিদায় নিয়েছে মেসবাড়ির আজীবন সদস্য ছারপোকারাও। তবুও ভোল বদলে বহালতবিয়তে শহরজুড়ে আজও বিদ্যমান মেসবাড়ি।

বাথরুমের সিনোনিম আইডিয়া সেন্টার

আয়ুধ

সক্কাল সক্কাল ঘুম ভেঙে যায়। দিনরাত ঘরে আলো জ্বলে। রুমমেটেরা পড়াশোনা করে। এখনও তেমন জাঁকিয়ে শীত পড়েনি। সবই আকাশের মুড সুইং-এর ফল। তার ওপর জানলা খুললেই শিরশিরে হাওয়া। ধুর! কতদিন যে এভাবে সকাল শুরু হয় গুনে শেষ করা যাবে না। গৃহপালিতদের কাছে মেস লাইফ অনেকটা ডায়াবেটিস রোগীদের কাছে গরম রসগোল্লার মতো। সোজা বাংলায় সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়ার সাধ।

বিছানা ছেড়েই খিটখিটে মেজাজে ছুটে যাই সুখস্থানে। ঢুলুঢুলু চোখে কাজ সেরে ঘরে ফিরতে ফিরতে আমি চাঙ্গা। বাঙালির জীবনে বাথরুমের সিনোনিম কিন্তু আইডিয়া সেন্টার হতেই পারে। নেতিয়ে পড়া শরীরে

বাঙালির জীবনে বাথরুমের সিনোনিম কিন্তু আইডিয়া সেন্টার হতেই পারে। নেতিয়ে পড়া শরীরে ঢুকে যেভাবে ফুরফুরে আমি বেরিয়ে আসি, তাকে ছোটখাটো মেটামরফোসিস বলাই যায়।

ঢুকে যেভাবে ফুরফুরে আমি বেরিয়ে আসি, তাকে ছোটখাটো মেটামরফোসিস বলাই যায়।

গতকাল রাতে অফিস থেকে ফিরে গুচ্ছের জামা ভিজিয়েছিলাম। সকাল সকাল জলদি হাতে কেচে নিলাম কোনওরকমে। ছাদের দড়িতে ক্লিপ আটকে ওদের জীবন ফিক্সড করেই দিলাম ছুট। এরপর নাকে-মুখে গুঁজে ইউনিভার্সিটি। মনে মনে ছকে নিলাম প্ল্যানটা। ক্লাস শেষে দুটো নাগাদ বেরিয়ে টোটো ধরব। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সোয়া দুটো, লাঞ্চটা সেরে আড়াইটায় অফিস।

একে স্ট্রাগলার,
উপরসে ব্যাচেলর।
বলে না, উপরওয়ালা যব দেতা
হ্যায় ছাপ্পর ফাঁড়কে দেতা হ্যায়। ধু-ধু দুঃখের মরুভূমি পেরিয়ে ছুটলাম ইউনিভার্সিটি।

প্ল্যান মাফিক ক্লাস সেরে ঘরে ফিরলাম। খেলামও। বিট্রে করল সময়টা। পাঁচ মিনিট লেট! আকাশ কালো হয়ে এসেছে। কোনওরকমে ঘরে তালাটা ঝুলিয়ে জুতোর বেল্ট লাগাচ্ছি। মনে পড়ল, ছাদের নিশ্চিন্ত ঠিকানা থেকে জামাকাপড়গুলো না নিয়ে এলে বিপদ সামনে। কারণ, পরদিন অফিসে ওই জামাটাই পরার কথা। ভিজে গেলে সর্বনাশ।

পড়ি-মরি করে পা ফেলেছি ছাদের সিঁড়িতে, কানে এল স্যান্ডেলের চটাস চটাস শব্দ। গুনগুনিয়ে গানও। হাতে শুকনো জামার ডাঁই। চোখ তুলতেই দেখি, ববি। ও আমার পাশের ঘরে থাকে। সামনে এসে দাঁড়াল। এরপর স্তূপীকৃত জামা তুলে দিল আমার হাতে। ততক্ষণে গান থেমে গিয়েছে। সঙ্গে সরু চোখের চাহনি, 'আকাশটা দেখেছ? তোমার মতোই। খামখেয়ালি। ভাগ্যিস ছাদে এসেছিলাম!'

কথা শেষ করে ঝড়ের গতিতে নিজের ঘরে ঢুকল ববি। আমি তখনও দাঁড়িয়ে। সাত-পাঁচ ঠোঁটে এসেও ফিরে গেল। একটা শব্দও বেরোল না। খেয়াল হল, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। আবেগের গণ্ডি ছুটেছে হাইস্পিডে। ততক্ষণে মেসমেটের কপট শাসনের আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা স্নেহে ভিজে কাঁই আমার আমিটা।

জাতীয় স্তরে প্রথম আরাত্রিকা

মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়নে অনুষ্ঠিত বিদ্যাভারতীর জাতীয় স্তরের সংস্কৃতি মহোৎসবে প্রথম হয়ে নজর কাড়ল রায়গঞ্জ সুদর্শনপুরের সারদা বিদ্যামন্দিরের (সিবিএসই) পড়ুয়া আরাত্রিকা পাল। এই প্রতিযোগিতায় সারা দেশ থেকে প্রতিযোগীরা এসেছিল। এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছে উত্তরপ্রদেশ এবং তৃতীয় হয়েছে পঞ্জাবের পড়ুয়ারা। পাশাপাশি, সারদা বিদ্যামন্দির বাংলা মাধ্যমের শিক্ষক প্রতীক সান্যাল বলেন, 'অখিল ভারতীয় সংস্কৃতি মহোৎসবের সংস্কৃতি প্রতিযোগিতায় সারদা বিদ্যামন্দির রায়গঞ্জ হাইস্কুল বাংলামাধ্যম জাতীয় স্তরে মূর্তি কলা প্রতিযোগিতায় বালক-বালিকা বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জন করে প্রদীপ্তা দেবনাথ। এই সাফল্যে খুশি দুইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। *তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র*

ফোটোস্টোরি

জেএ শিক্ষা মিশনের উদ্যোগে স্কুল প্রাঙ্গণে সব পড়ুয়ার হাতে চারাগাছ তুলে দেওয়া হল। সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার বার্তা ছিল, 'গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান'। গাজোল ব্লকের বৈরগাছি গ্রামে অনুষ্ঠানটি হয়। *ছবি : পঙ্কজ ঘোষ*

বর্ণময় সমারোহে ডিপিএস ফিনিক্স-২০২৪

অর্ণব চক্রবর্তী

ফরাক্কা

ফিনিক্স ২০২৪ , ৩০ নভেম্বর, বর্ণাঢ্য সমারোহে দিল্লি পাবলিক স্কুল, এনটিপিসি ফরাক্কা নিজস্ব স্কুল ক্যাম্পাসে উদযাপন করল বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রো-ভাইস চেয়ারম্যান ডিপিএস তথা এনটিপিসি ফরাক্কা ইউনিটের এইচওপি রমাকান্ত পান্ডা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের অধ্যক্ষ কমলেশকুমার জয়সোয়াল, উদিতা লেডিস ক্লাবের সভাপতি নিভা পান্ডা, জিএম (ও এন্ড এম) সঞ্জয় শ্রীবাস্তব, হেড অফ এইচ আর আলোককুমার রানবির প্রমুখ। নাচ-গান ও নাটকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ তুলে ধরে।

এনটিপিসির এইচওপি রমাকান্ত পান্ডা পড়ুয়াদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'শিক্ষা-সংস্কৃতি-প্রযুক্তি সমস্ত ক্ষেত্রেই ফরাক্কা ডিপিএস-এর ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়ে চলেছে।'

স্কুলের অধ্যক্ষ কমলেশকুমার জয়সোয়াল বলেন বলেন, '৩০ বছর ধরে পরম্পরা মেনে বার্ষিক সাংস্কৃতিক সমারোহ হয়ে চলেছে। ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ এবং সবার উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান সফল এবারও।'

ফোটোস্টোরি

পতিরাম হাইস্কুলের পড়ুয়া অভিনীত ছোট নাটক 'ছিনাথ বহুরূপী'। সৌরবিদ্যুৎচালিত পরিস্রুত পানীয় জলের প্ল্যান্ট উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠান। *ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক*

সপ্তাহব্যাপী ইন্টার্নশিপ

■ পিএমশ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে রায়গঞ্জ হ্যান্ডস অন স্কিলের অধীনে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিং নিয়ে সপ্তাহব্যাপী ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদের এ আই, এম এল ও পাইথন বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা হয়। রায়গঞ্জে শুরু হওয়া এই প্রোগ্রাম মালদায় সাইট পরিদর্শনের পর শেষ হয়। ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের ইলেক্ট্রনিক্স এবং মেশিন লার্নিংয়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতা দিয়ে সজ্জিত করা এবং তাদের কেরিয়ারের জন্য প্রস্তুত করা। *তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র*

জমে উঠল ন্যানো টেকনলজির আলোচনা

■ রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের উদ্যোগে বুধবার প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি সভাকক্ষে ন্যানো টেকনলজি নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। প্রধান আলোচক ছিলেন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দিলীপকুমার মাইতি। উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপককুমার রায়, বিজ্ঞান বিভাগের ডিন কৌশিক চক্রবর্তী প্রমুখ। উপাচার্য দীপককুমার রায়ের কথায়, এই ধরনের আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাবে। ডিন কৌশিক চক্রবর্তী বলেন, 'ন্যানো সায়েন্স কী কী ক্ষেত্রে লাগছে, তা আলোচনায় উঠে এসেছে। ন্যানো সায়েন্সের ব্যবহার বিশাল। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী আগামীতে গবেষণা করবে তারা একটা দিগন্ত পেল।' *তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র*

নারী সুরক্ষার বার্তা তপনে

■ সম্প্রতি তপন আনন্দ আশ্রম ক্লাব প্রাঙ্গণে নির্মায়া গ্রুপ অব স্কুলের প্রথম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুই দিনের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নির্মায়া স্কুল সহ বিভিন্ন স্কুলের স্থানীয় খুদে পড়ুয়া, এলাকার তরুণ-তরুণী ও বহিরাগত শিল্পীরা অংশ নেয়।

প্রথম দিন বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীতে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা পরিবেশ সচেতনতা এবং প্রযুক্তির নানা বিষয় নিয়ে অভিনব মডেল প্রদর্শন করে। সেই সঙ্গে ছিল শিশু-নারীর অধিকার ও সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা। স্থানীয় শিশুদের বাদ্যযন্ত্র বাজানো ছাড়াও ছিল ক্যারাটে, নৃত্য, ধ্রুপদী সঙ্গীতের আসর এবং খুদে ছাত্রীরা 'তিলোত্তমা' ছবির লাইভ ড্রয়িং।

দ্বিতীয় দিন ছিল হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা এবং প্রদর্শনী, স্থানীয় ইমানুয়েল মিশন বৃদ্ধাশ্রম এবং শিশুলয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গীত ও নৃত্য ছাড়াও শিল্পী অতুল রায়ের গান। স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় 'খুনি' নাটক মঞ্চস্থ হয়। গঙ্গারামপুরের বীনা নিক্কন কেন্দ্রের ছাত্রীরা নৃত্যে সকলে মাতিয়ে তোলেন।

নির্মায়া গ্রুপ অব স্কুলের কর্ণধার অলোক সরকার বলেন, 'ছোট বাচ্চারা যাতে সুস্থভাবে বাঁচতে পারে, 'নির্ভয়া' ও 'তিলোত্তমা' কাণ্ডের মতো ঘটনা যেন আর না ঘটে। প্রতিটি অভিভাবক যাতে সচেতন থাকেন, এই বিষয়কে মনে রেখে এইবছর অনুষ্ঠানে তিলোত্তমার থিম রাখা হয়েছিল।' *তথ্য : বিপ্লব হালদার*

সেমিনারে

ড্রপআউট পড়ুয়া ফেরাতে শিবির

■ সাফানগর হাইস্কুলে শক্তি বাহিনী এবং কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে কন্যাশ্রী মেয়েদের সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ এএইচটিইউ সেল, হিলি বিওপি প্রতিনিধিরা, শক্তি বাহিনীর জেলা কোঅর্ডিনেটর মিজানুর রহমান, ভিক্টিম সাপোর্ট পার্সন স্বরূপ বসাক ও দেবু সরকার, আইসিডিএস সুপারভাইজার সোনালি দে প্রমুখ।

বিএসএফ ইনস্পেকটর মহম্মদ ইকবাল ও টিম মেম্বার অক্ষি কুমারী মেয়েদের সচেতন করেন, কীভাবে মোবাইলের মাধ্যমে প্রলোভন দেখিয়ে পাচার করা হয়। তাঁরা মেয়েদের এবিষয়ে সজাগ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। শক্তি বাহিনীর মিজানুর রহমান বাল্যবিবাহ মুক্ত জেলা গড়ার জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করার পরামর্শ দেন।

এছাড়া নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন বন্ধ এবং স্কুলে ড্রপআউট শিশুদের ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে জেলাজুড়ে প্রচার অভিযান, মেয়েদের ফুটবল প্রতিযোগিতা, সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি, মোমবাতি মিছিল সহ বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা বলা হয়। জেলা প্রশাসন, ব্লক প্রশাসন, পঞ্চায়েত, স্বাস্থ্য ও আইসিডিএস দপ্তর এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যৌথভাবে কাজ করবে। দক্ষিণ দিনাজপুরকে বাল্যবিবাহ মুক্ত জেলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি। *ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক*

পরিবেশের সংকট ও উত্তরণের পথ

■ 'শিক্ষা ও বিনোদন জগতে পরিবেশের প্রভাব' শীর্ষক একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হয়ে গেল সামসী কলেজের বাংলা বিভাগ, আই কিউ এ সি, এন এস এস ইউনিট ও ব্যঞ্জনবর্ণ ফাউন্ডেশনের (কলকাতা) সহযোগিতায়। বিশেষ বক্তা হিসেবে ছিলেন, কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সলিলকুমার মুখার্জি, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা প্রফেসর তৃপ্তি ধর, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পল্লব মুখোপাধ্যায়, ব্যঞ্জনবর্ণ ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি ডঃ দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখ। অধ্যাপক ডঃ তৃপ্তি ধর বৌদ্ধদর্শনে পরিবেশ ভাবনাকে চিত্রপটের মধ্য দিয়ে আলোকপাত করেন। ডঃ পল্লব মুখোপাধ্যায় হিন্দি চলচ্চিত্রে পরিবেশের প্রভাব সমকালীন ও সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে সুচারুরূপে তুলে ধরেন। প্রায় ৪০০ ছাত্রছাত্রী নিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তাপসকুমার বর্মন।

অন্যদিকে, জেলার চাঁচল কলেজের আই কিউ এ সি, এন এস এস ইউনিট ও ব্যঞ্জনবর্ণ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় বৃক্ষরোপণ করে 'শিক্ষা ও বিনোদন জগতে পরিবেশের প্রভাব' শিরোনামে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হল। বিশেষ বক্তা ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অচিন্ত্যকুমার ব্যানার্জি, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পল্লব মুখোপাধ্যায়, ব্যঞ্জনবর্ণ ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি ডঃ দেবব্রত বিশ্বাস, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অজিত বিশ্বাস, অধ্যাপক অমিত রায় প্রমুখ। অধ্যাপক ডঃ অচিন্ত্যকুমার ব্যানার্জি তাঁর বক্তব্যে সাহিত্য ও সমাজে পরিবেশের সংকট ও তার উত্তরণের পথ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ মহম্মদ মহিদুর রহমান। *ছবি ও তথ্য : মুরতুজ আলম*

বিকশিত ভারতের লক্ষ্য

■ দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজের ভূগোল বিভাগের পরিচালনায় ডক্টর জয়নাল আবেদিন সেমিনার হলে 'উন্নত ভারত' শীর্ষক একদিনের জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। একটি উন্নত জাতির দৃষ্টিভঙ্গি অন্বেষণের পাশাপাশি বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ ছিল আলোচনার মূল বিষয়। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দীপককুমার রায়। আলোচক ছিলেন জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুশলকুমার শর্মা, বিশ্বভারতীর অ্যাগ্রো ইকোনমিক রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টর অধ্যাপক প্রহ্লাদ রায়, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ তাপস পাল প্রমুখ। সেমিনারে যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন অধ্যাপক জুব্বের আহমেদ ও ডঃ ইসমাইল। সঞ্চালনা করেন মণিরুল ইসলাম। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আবদুল ওহাব বলেন, 'বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে এই কর্মশালা বর্তমান সময়ে ছাত্রছাত্রী সহ সকলের জন্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।' *তথ্য : সৌরভ রায়*

ছোট তারা ★

রায়গঞ্জের ইধিত্রী ঘটক (৫) অঙ্কনের প্রতি ভীষণ আগ্রহী। ইতিমধ্যে তার ঝুলিতে ঢুকেছে অনেক পুরস্কার। আগামীতে শিল্পী হতে চায় সে।

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
f LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

অবরুদ্ধ রথবাড়ি

> শহরের রাস্তার তুলনায় যানবাহনের সংখ্যা অনেক বেশি। তার ওপর রাস্তার ধারে গাড়ি পার্কিং সেই যন্ত্রণা বাড়িয়ে তুলেছে। প্রশাসন কেন এনিয়ে কঠোর পদক্ষেপ করছে না বুঝতে পারছি না।
>
> **অনিকেত রায়**, শহরবাসী

> পার্কিংয়ের পুরো বিষয়টি জেলা প্রশাসন ও পুলিশের তত্ত্বাবধানে। আমরা নজরদারির মাধ্যমে তাঁদের সহযোগিতা করছি। আশা করছি দ্রুত সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।
>
> **কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী**
> চেয়ারম্যান, ইংরেজবাজার

(১) রথবাড়ির একটি লেন ট্যাক্সি ও অটোর দখলে। (২) টোটোয় অবরুদ্ধ রাস্তা। (৩) রথরবাড়ির অপর প্রান্তের লেনে বসছে বাজার। বৃহস্পতিবার মালদায়। - অরিন্দম বাগ

যানজট আর পার্কিংয়ে নাজেহাল

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : মালদা শহরের সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম যানজট সমস্যা। এনিয়ে অনেক নিউজপ্রিন্ট খরচ করেছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। তবে এখনও সমস্যার সমাধান হয়নি। মালদা শহরের ছবিটা একই থেকে গিয়েছে। শহরের এই সমস্যা নিয়ে নানা অভিযোগ থাকলেও, তালিকার শীর্ষে এখনও বেআইনি পার্কিং। আদৌ এই সমস্যার সমাধান মিলবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় দেড়শো বছরের পুরোনো শহরের বাসিন্দারা।

মালদা শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রথবাড়ি মোড়। এখান থেকে চারটি রাস্তা চারদিকে গিয়েছে। একদিকে মেডিকেল কলেজ, একদিকে জেলা আদালত, একদিকে রেলওয়ে স্টেশন, অন্যদিকে মালদা বিমানবন্দর। প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষের চলাচল এই এলাকায়। যানবাহনের উপস্থিতিও অনেক বেশি। গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে বেআইনি পার্কিং। রথবাড়ি এলাকার চারটি লেনের একটির দখল নিয়েছে অস্থায়ী ফলের দোকান। একটি গিয়েছে টোটো আর ছোট গাড়ির দখলে। একাংশে আবার বাসের দাপট। ফলস্বরূপ নিত্যদিনের যানজট।

বৃহস্পতিবারের ছবিটাও ব্যতিক্রম নয়। যানজট সামলাতে হিমসিম খেতে হয়েছে সিভিক ভলান্টিয়ারদের। বিরক্ত হয়েছে শহরবাসী। এক শহরবাসী অনিকেত রায় জানান, 'রোজ এই রাস্তা দিয়ে কাজে যেতে হয়। লকডাউন ছাড়া আজ পর্যন্ত একটা দিন আসেনি, যেদিন যানজটের মুখে পড়তে হয়নি। নিত্যদিনের যানজটে শহরবাসী অতিষ্ঠ। শহরের রাস্তার তুলনায় যানবাহনের সংখ্যা অনেক বেশি। তার ওপর রাস্তার ধারে গাড়ি পার্কিং সেই যন্ত্রণা বাড়িয়ে তুলেছে। প্রশাসন কেন এনিয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে না বুঝতে পারছি না।'

একই বক্তব্য সোমনাথ সরকারেরও। তাঁর আরও বড় অভিযোগ, 'সব ব্যবসা। সবই রাজনীতি। এখানে মানুষের কোনও গুরুত্ব নেই।'

শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ যে নেওয়া হয়নি তেমনটা নয়। তবে শহরবাসীর অভিযোগ, সমস্ত উদ্যোগ ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় আজও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে মানুষকে। একসময় ফ্লাইওভারে যানজট নিয়ন্ত্রণে রথবাড়ি এলাকায় ফ্লাইওভারে ওঠার সিঁড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সময় বদলেছে, রথবাড়ি আন্ডারপাস চালু হয়েছে, কিন্তু এখনও সেই সিঁড়ি বন্ধ। সব গাড়ি আন্ডারপাস দিয়েই যাতায়াত করছে। রাস্তার উপর অস্থায়ী ফলের দোকান তুলতে মাঝেমধ্যেই প্রশাসনের উদ্যোগ দেখা যায়। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। বেআইনি টোটো চলাচল কিংবা পার্কিং রুখতে পুলিশের তৎপরতা মাঝেমধ্যে নজরে আসে। কিন্তু সেই তৎপরতাও ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় সমস্যার সমাধান হয়নি। আদৌ এই সমস্যার সমাধান হবে কি না, তা নিয়ে এখন চর্চা শহরবাসীর অন্দরে।

অবৈধ নির্মাণে ফুটপাথ দখলের অভিযোগ

কাজ বন্ধের নির্দেশ বালুরঘাট পুরপ্রধানের

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর : ফুটপাথ দখল ও অবৈধ নির্মাণ রুখতে কড়া পদক্ষেপ করল বালুরঘাট পুরসভা। বাড়ি এবং বাড়ি সংলগ্ন রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল মূল রাস্তার ধারের নর্দমা। যা নিয়ে স্থানীয়দের তরফে ফুটপাথ দখলের অভিযোগ উঠেছিল। বৃহস্পতিবার সরেজমিনে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে কাজ বন্ধের নির্দেশ দিল বালুরঘাট পুরসভার পুরপ্রধান। এদিন বিকেলে শহরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের গোবিন্দপুর এলাকায় নিজের উপস্থিতিতে একটি নির্মাণকাজ বন্ধ করালেন খোদ পুরসভার পুরপ্রধান অশোক মিত্র। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

গোবিন্দপুর এলাকার ওই স্থানে বর্তমানে কলোনি তৈরি করে প্রচুর মানুষ বসবাস শুরু করেছেন। অভিযোগ, এলাকার এক বাসিন্দা এদিন সকাল থেকেই চকভৃগু দাঁড়ালহাট রুট সংলগ্ন ফুটপাথের বেশ কিছু অংশ দখল করে মাটি ফেলে নির্মাণকাজ চালাচ্ছিলেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অভিযোগ পেয়ে তৎক্ষণাৎ পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার সহ ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অনোজ সরকারকে নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হন পুরপ্রধান। নর্দমা সংস্কার সহ ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

এলাকা পরিদর্শনে বালুরঘাটের পুরপ্রধান অশোক মিত্র। - সংবাদচিত্র

পুরপ্রধান অশোক মিত্র বলেন, 'আমার কাছে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ আসে। ঘটনাস্থলে গিয়ে পাশের নর্দমাটি মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। তাছাড়া বিল্ডিং প্ল্যান ছাড়াই নির্মাণ চলছিল। কাজ বন্ধ রাখতে বলেছি। নর্দমা পুনরুদ্ধার করতে শুক্রবার থেকেই আমাদের কর্মীরা কাজে লেগে পড়বেন। শহরের ফুটপাথ জনগণের জন্য। দখলদারির কোনও জায়গা নেই। অবৈধ নির্মাণ ও ফুটপাথ দখলের বিরুদ্ধে আমরা কঠোর।'

পুরসভার এমন পদক্ষেপে খুশি স্থানীয়রা। তাঁদের মতে, 'এই ধরনের অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে প্রশাসন যে দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে, তা প্রশংসনীয়। তবে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আটকাতে প্রশাসনের আরও সক্রিয় হওয়া উচিত।'

যদিও অভিযুক্ত শ্যামল মহন্তের দাবি, 'বাড়ির সীমানার বাইরে যাইনি। সাময়িকভাবে বাড়ির সামনে মাটি ফেলছিলাম। পরে তা বাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে নিতাম। ফুটপাথ দখল করার বিষয়ই নেই। বিল্ডিং প্ল্যান করতে দিয়েছি। এদিন চেয়ারম্যান কাজ বন্ধ করতে বলেছেন।'

এদিন পুরসভার এই পদক্ষেপ গোবিন্দপুরের ফুটপাথ ও পরিবেশ রক্ষায় কতটা কার্যকর হয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

বর্জ্য ব্যবস্থায় উদ্যোগ বুনিয়াদপুরে

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ৫ ডিসেম্বর : পুরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের খোঁজখবর নিতে কলকাতায় গেলেন বুনিয়াদপুর পুরসভার চেয়ারপার্সন কমল সরকার। বুধবার ও বৃহস্পতিবার তিনি কলকাতায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট দপ্তরে এক মিটিং-এ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা হয় বুনিয়াদপুরে নবনির্মিত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্টের কাজের বিষয়ে। কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার আর্জি জানান সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। এছাড়া অন্য দপ্তর যেমন গ্রিন সিটি মিশন, পুরসভার জন্য নতুন অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়ার আবেদন জানান সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে।

পাশাপাশি কলকাতায় বুনিয়াদপুরবাসীদের জন্য বুনিয়াদপুর ভবনের জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে খোঁজখবর নেন। পুর প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবিতে ইতিপূর্বে এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ভবনের জন্য জায়গা পেতে কাগজপত্র জমা করা হয়েছে। চেয়ারপার্সন জানান, 'বুনিয়াদপুর ভবনের জায়গা পাওয়ার জন্য কলকাতায় খোঁজখবর চলছে। খুব শীঘ্র ভবনের জন্য জায়গা পাওয়া যাবে। শুরু হবে ভবনের কাজ। ভবনের কাজ শেষ হলে খুব কম খরচে কলকাতায় বিভিন্ন কাজে আসা পুরবাসীরা বুনিয়াদপুর ভবনে থাকতে পারবেন।'

দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণ

গঙ্গারামপুর, ৫ ডিসেম্বর : শীতে যাতে অসহায় মানুষ কষ্ট না পায়। তা নজরে রেখে দুঃস্থদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিল ফুলবাড়ি ট্রাফিক পুলিশ। শীতবস্ত্র পেয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছেন অসহায় প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া। বৃহস্পতিবার কম্বল বিলির আয়োজন করা হয় গঙ্গারামপুর থানার ফুলবাড়ি ফাঁড়ি চত্বরে। দুঃস্থদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিতে হাজির হয়েছিলেন গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য, ডিএসপি (ট্রাফিক) বিল্বমঙ্গল সাহা, ফুলবাড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক ওসি প্রশান্তকুমার দাস প্রমুখ।

বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলা সাম্প্রতিক অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজভবনের হস্তক্ষেপ দাবি করল ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। সোমবার এবিভিপির তরফে উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসকের মাধ্যমে রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে সংগঠনের তরফে জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে এই স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সংগঠনের রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট সভাপতি শুভ্র চাকি জানান, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থির পরিস্থিতির জন্য ছাত্রছাত্রীরা ভুক্তভোগী হচ্ছে। তাই ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে অতিদ্রুত এই পরিস্থিতির সমাধান চাই। পাশাপাশি সাম্প্রতিক ক্যাগ রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আর্থিক তছরুপ সামনে এসেছে সেই বিষয়েও উচ্চপর্যায়ের তদন্ত চাই আমরা। মূলত এই দাবিগুলি জানিয়ে রাজ্যপাল ও আচার্যের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।'

অন্যদিকে, উপাচার্যকে ভীতি প্রদর্শন ও শারীরিকভাবে অপদস্থ করার অভিযোগ তুলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হল এবিভিপির কেন্দ্রীয় কার্যসমিতির সদস্য শুভব্রত অধিকারী। এদিন তিনি বলেন, 'রাজবংশী সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী উপাচার্যকে আন্দোলনের নামে হেনস্তা করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী তপন নাগকে ওই প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কারের দাবি জানানো হচ্ছে।'

তবে মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এবিভিপির তরফে মানববন্ধনের কর্মসূচি নেওয়া হলেও তা বাতিল করে দেয় এবিভিপি নেতৃত্ব। কালো ব্যাজ পরিধান করে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয় তাঁরা।

বেআইনি ল্যাবের বিরুদ্ধে অভিযান

পুরাতন মালদা, ৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার পুরাতন মালদা শহরের একাধিক ওষুধের দোকানে অভিযান চালাল ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। ওষুধের দোকানগুলিতে বেআইনিভাবে ওষুধ বিক্রি হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান। পাশাপাশি বেআইনিভাবে ল্যাব খোলা রয়েছে কিনা সে বিষয়টিও ওষুধের দোকানে ঘুরে ঘুরে খতিয়ে দেখেছেন আধিকারিকারা।

মালদা থানার পুলিশকর্তারা উপস্থিত থেকে প্রায় চার থেকে পাঁচটি দোকানে পরপর অভিযান চালায়। স্বাভাবিকভাবে শহরে তোলপাড় পড়ে। তবে ওষুধের দোকানে বেআইনিভাবে ল্যাব চালানো যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

শহরের বিভিন্ন দোকানে বেআইনিভাবে ওষুধ বিক্রি করা হত এমন খবর ছিল ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের কাছে। তাছাড়া মুড়িমুড়কির মতো ল্যাব না খুলেই রক্তের নমুনা সংগ্রহ করার অভিযোগ উঠেছে। স্বাস্থ্যদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া এসব কারবার চলছিল। বেশ কিছু দোকানে নেশার মাদক হিসেবে ব্যবহৃত ফেনসিডিল পাওয়া যায় বলে স্থানীয় মহলের অভিযোগ।

এদিন হঠাৎ ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ হানা দেওয়ায় কিছু ওষুধ বিক্রেতা শাটার বন্ধ করে পালিয়ে যান। এ'বিষয়ে আধিকারিকরা মুখ খুলতে চাননি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্তা বলেন, 'বেআইনি কিছু চলছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য অভিযান চালানো হয়েছে।' বেঙ্গল কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ড্রাগিস্ট গাজোল জোনের সভাপতি অশোককুমার রায় বলেন, 'ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের রুটিন অভিযান ছিল। ওষুধের মেয়াদ ঠিক আছে কিনা, বেআইনি ওষুধ বিক্রি হচ্ছে কিনা, লাইসেন্স ছাড়া ল্যাব চালানো যাবে না এসব বিষয়ে তারা খোঁজখবর এবং নির্দেশ দিয়েছেন। তবে বড় কোনও অসংগতি মেলেনি।'

জাঁকজমকে অন্যমাত্রা বিয়েতে

হারাচ্ছে আচার

এসেছে বিয়ের মরশুম। চারিদিকে নতুনত্বের ছোঁয়া। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেকালের বিয়ে, একালের জাঁকজমক ভরা বিয়ের কাছে অ্যালবামের স্মৃতির মতোই। কিছু সেকেলে রীতিকেই আরও একবার মনে করাতে লিখছেন **অভিষিক্তা সাহা**।

আজ প্রথম পর্ব

মালদা, ৫ ডিসেম্বর : 'ওই পাড়ার শ্যামলকাকুর মেয়ের বিয়ে। সবাই মিলে কিন্তু বিয়েটা ভালোভাবে তুলে দিতে হবে।' বিয়ের মরশুম শুরুর আগে রোয়াকে বসে পাড়ার দাদাদের এই কথাবার্তাগুলোতে আজ শ্যাওলা পড়েছে। এখন বেশির ভাগটাই যেন 'রথীনবাবু আর কী মেয়ের বিয়ে দিলেন, বিয়ে দেব তো আমার মেয়ের!' সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি বিয়ে এখন কোথাও যেন ক্ষমতা আর অর্থের প্রদর্শনী। হইহুল্লোড়, আলোর রোশনাই গমগম করা লজটিতে বড্ড অভাব থাকে পারস্পরিক আন্তরিকতার।

সময় বদলেছে। বদল এসেছে বাঙালির ভাবনাতেও। তাই তো বিয়ের ছোট ছোট আচারকে একেবারে রোদে শুকোতে দিয়ে তাতে জায়গা করে নিয়েছে সংগীত, মেহেন্দি, প্রি-ওয়েডিং ফোটোশুট। লাখ কথার এই অনুষ্ঠানে সবটাই যেন একেবারে নিখুঁত, ঠিক যেন ছবির দৃশ্যপট। মালদা শহরের এনএস রোডের এক গৃহবধূ মমতা ভট্টাচার্যের কথায়, 'আগে পান, সুপুরির সঙ্গে বিয়ের কার্ডে হলুদ, সিঁদুর লাগাতেই বাড়িতে বসত ছোট্ট বিয়ের আসর। গজা, নিমকি সহযোগে চলত আড্ডা। আজকাল সেসব আর কই! হোয়াটস্অ্যাপেই সারা হয়ে যায় সবটা। মনে করিয়ে দিতে সঙ্গে একটা ফোন শুধু।'

বিয়ের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবেতেই এসেছে আমূল পরিবর্তন। অথচ কিছু বছর আগেও বাঙালি বাড়ির বিয়েতে উড়ে যেত রাতের ঘুম। বাড়ির এত বড় অনুষ্ঠান কীভাবে উতরানো যায়! পুরো লিস্ট বানিয়ে চলত এক এক করে কাজ সারা। পাশে পাওয়াও যেত আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে পাড়ার দাদা, কাকুদের। আজ আর সেসব নিয়ে চিন্তার কোনও কারণই নেই। ফোন ঘোরালেই হাজির ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা। আপনি কী চাইছেন সেটুকু শুধু বলে দিলেই হল। সঠিক সময়ে সাজানো থালায় হাজির হয়ে যাবে সবটা।

বিয়ের এক-দুদিন আগে থেকেই বাড়িতে শুরু হত তোড়জোড়। রান্নার ঠাকুরকে বলে দেওয়া হত এই কদিনের মেনু। সঙ্গে টুকটাক চেখেও দেখা হত কোন রান্না কেমন হচ্ছে। সেইসময় কেটারিং! নৈব নৈব চ! কিন্তু আজকাল জায়গা, লোকবলের অভাবে কেটারিং আর লজ জাস্ট পারফেক্ট ফিট। আর তাছাড়াও ঠাকুরের ওই সীমিত বাঙালি রান্নার কাছে কেটারিং-এর চাইনিজ, মোগলাই, কন্টিনেন্টালকে সাদরে আমন্ত্রণ। পুরোনো সেই মাটির থালা, গ্লাস আজকাল এস্থেটিক মশাই! খানিক বাজেট বাড়াও!

মালদা শহরের একটি কেটারিং সংস্থার কর্ণধার বলেন, 'কিছু বছর আগেও ভোজের রান্নায় বাঙালিয়ানার বিষয়টি ছিল। তবে আজকাল রান্নায় যত ভ্যারাইটি রাখা যায় ততই ভালো। তাই চাহিদা অনুযায়ী আমাদেরও বাইরে থেকে রাঁধুনি আনতে হয়। এই যেমন এবছরই বিরিয়ানি রান্নার জন্য হায়দরাবাদ থেকে রাঁধুনি আনতে হয়েছে।'

ডট কমের যুগে পেটে টান পড়েছে ঘটকদেরও। জুতো চুরির রেওয়াজটা থাকলেও হারাচ্ছে ঘটক বিদায়, নাপিতের ছড়া, ঘর ধরা, বাটা চুরির মতো ছোট ছোট রেওয়াজগুলি। গায়ে হলুদও যৎসামান্য। পার্লারের মুয়া'র বারণ রয়েছে। আজকাল আর পাড়ার কাকিমাদের দিয়ে কলকা, চুল কেউ বাঁধে নাকি। ফোটোগ্রাফার দাদাকে বলে দেওয়া হয়েছে এই ফটোগুলো কিন্তু চাই-ই-চাই। সেই প্রি-ওয়েডিং থেকে সব কটা ফটো কেমন হবে তার ছক কষে রাখা আছে। বিয়ের কনে লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকবে! তাহলে যে ভেবে রাখা ক্যানডিড ফোটোগুলোয় আসবে না।

হ্যাঁ, ঠিকই, সকলের সুবিধের কথা ভেবে আর সময়ের সঙ্গে বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠানের এই বদলগুলো যথার্থ হলেও, পারস্পরিক সহযোগিতা আর আন্তরিকতার বিয়ে এখন শুধুই বড়দের মুখে শোনা গল্পমাত্র।

শুক্রবার, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯৭ সংখ্যা

বাধ্যবাধকতা

রামকৃষ্ণদেবের অন্যতম নীতিশিক্ষা, ছোবল না মারিস, ফোঁস তো করতে পারিস। একনাথ শিন্ডে ফোঁস করতেও পারলেন না। দিনকয়েক গোসাঘরে খিল দিলেন শুধু। মান ভাঙাতে দেবেন্দ্র ফড়নবিশ চলে গিয়েছিলেন শিবসেনার ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর প্রধানের বাড়িতে। না গেলেও পারতেন। মহারাষ্ট্রে বিজেপির যা ধার ও ভার এখন, তাতে কাউকে তেল না দিলেও খুব বিপদ হবে না। ভোট-অঙ্কে ধুরন্ধর বিজেপি অন্তত এখন তেল না দিক, সখ্যের হাত বাড়িয়েই চলবে।

শিন্ডের যেমন সখ্যের বাড়ানো হাত না ধরে উপায় নেই। বিজেপির তেমনই এনডিএ শরিকদের সঙ্গে বেঁধে বেঁধে চলা এখন বাধ্যবাধকতা। বালাসাহেব ঠাকরে প্রতিষ্ঠিত দল ভেঙে একনাথ শিন্ডে নতুন দল গড়েছিলেন নিছকই ক্ষমতায় থাকার লক্ষ্যে। বিজেপিতে মিশে গেলে সমর্থন ধসে যাওয়ার বেজায় সম্ভাবনা ছিল। শুধু সেই কারণে আলাদা দল। তাঁকে ভাঙিয়ে মহারাষ্ট্রে আবার ক্ষমতার শরিক হতে পেরেছিল বিজেপি।

মারাঠা রাজ্যটিতে ক্ষমতাসীন থাকা বিজেপির পক্ষে বাধ্যবাধকতার ব্যাপার। ভারতের অন্যতম বড় রাজ্য তো বটেই, তাছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর দপ্তর এই রাজ্যের নাগপুরে। ফলে মহারাষ্ট্র খানিকটা সর্বভারতীয় শাসকদলের কাছে সম্মানের প্রশ্ন। প্রথমে শিবসেনা, পরে ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) ভেঙে সেই উদ্দেশ্যসাধন করেছিল পদ্ম শিবির। গুরুত্ব দিচ্ছে বোঝাতে শিন্ডেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মেনেও নিয়েছিল। অতীতের মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশের উপমুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাওয়াটা বিজেপির বৃহত্তর ছকের অংশ ছিল।

সেই ছকে সাফল্য এল ২০২৪-এর বিধানসভা নির্বাচনে। অতীত রেকর্ড দেখলে স্পষ্ট হয় যে, বিজেপি বরাবর শরিকদের গিলে ফেলার চেষ্টা করে। কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি - প্রবাদ মেনে ছুড়ে ফেলেও দেয়। আবার ক্ষমতার শরিক হতে তুলনায় ছোট দলকে শীর্ষপদ দিয়েও দেয়। নীতীশ কুমার, একনাথ শিন্ডে তার প্রমাণ। নীতীশ এখন পুরোপুরি বিজেপিনির্ভর।

পদ্মের সমর্থন সরে গেলে তাঁর আজীবন মুখ্যমন্ত্রিত্বের সাধ ঘুচে যাবে। এখন একই অবস্থা শিবসেনাকে ভাঙার মূল কারিগর শিন্ডের। বিজেপি ছুড়ে ফেলে দিলে তাঁর আমও যাবে, ছালাও যাবে। বিজেপি তাঁকে যেন অভিমন্যুর চক্রব্যূহে আটকে ফেলে দিয়েছে। ফলে ফড়নবিশদের ছুড়ে দেওয়া উপমুখ্যমন্ত্রিত্ব মেনে মহারাষ্ট্রের ক্ষমতায় বিজেপিকে মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁর আর উপায় নেই। মুখ্যমন্ত্রীর উপমুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাওয়াটা নিশ্চয়ই অসম্মানের।

কিন্তু পদটা গ্রহণ না করলে দল ধরে রাখা যে কঠিন হবে, শিন্ডে তা বিলক্ষণ জানেন। ফলে গোসাঘর থেকে বেরিয়ে ফড়নবিশের সমর্থনে তাঁকে রাজভবনে দৌড়োতে হয়েছে। বিজেপিও বোঝে, আগের মতো দেশজুড়ে একাধিপত্যে ভাটা পড়েছে। লোকসভা নির্বাচন সেই শিক্ষাটা দিয়ে গিয়েছে। তাই এখনই শিন্ডেকে বাদ দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ বলে ফড়নবিশের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা দৌড়েছেন তাঁর সঙ্গে রফা করতে। একাধিপত্য নিশ্চিত হলে ভবিষ্যতে এই সখ্য থাকবে, তার নিশ্চয়তা অবশ্য নেই।

সমস্যাটা অজিত পাওয়ারেরও। শারদ পাওয়ারের উত্তরাধিকারের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়া, ক্ষমতার চেয়ারের লোভ ও কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত থেকে নিজেকে আড়াল করার তাগিদে তিনি এনসিপি ভেঙেছেন। বিজেপির প্ররোচনা তো ছিলই। মুখ্যমন্ত্রিত্বের লক্ষ্য তাঁরও ছিল। সেই আশায় আপাতত ছাই পড়েছে বুঝে অজিত এখন বেশি করে বিজেপির লেজ ধরেছেন। ঘনঘন অমিত শা'র কাছে দৌড়োচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রিত্ব আপাতত কপালে নেই বুঝে মন্ত্রীসভায় শিন্ডের দলের সমান সদস্য সংখ্যা দাবি করছেন অজিত। মোদ্দা বিষয়টি হল, ক্ষমতার চিটে গুড়ে রাজনৈতিক তো বটেই, ধর্মীয় মতাদর্শও ফিকে হয়ে যায়। মহারাষ্ট্র আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল, মহাযুতিতে জট আসলে চেয়ার নিয়ে টানাপোড়েনের।

অমৃতধারা

সাধারণত চেতনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে- এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়ায়, এ বিষয় বা ও বিষয়ের ওপর ঘোরে ফেরে। যখন স্বভাবের ভালো কিছু করতে হয় তখন প্রথম কাজ যা তুমি করবে তা হচ্ছে এইসব ছড়িয়ে পড়া চেতনাকে জড়ো করে এনে একাগ্র করে ধরা। তখন যদি তুমি ঠিকভাবে লক্ষ কর তাহলে দেখবে যে তখন চেতনা একস্থানে ও এক বিষয়ের ওপর একাগ্র হয়েছে- যেমন হয় যখন তুমি কোনও কবিতা লেখ বা কোনও উদ্ভিদবিদ কোনও ফুলের স্বরূপ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে। যদি তুমি কোনও চিন্তাতে একাগ্র হও তাহলে মস্তিষ্কের কোনও একস্থানে হবে, যদি তুমি কোনওভাবে একাগ্র হও, তাহলে হৃদয়ে হবে। যৌগিক একাগ্রতাও সাধারণভাবে সেই একই জিনিস- কেবল তা আরও বিস্তৃত ও গভীর হবে।

-শ্রীঅরবিন্দ

চা বাগানে নারী শ্রমিকের বঞ্চনার বিশ্ব

বহুদিনের অপ্রাপ্তি এবং সরকারের আইনের প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা দেখে চা বাগানের নারী শ্রমিকরা ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন।

নব দত্ত

-সূত্রধর

তরাইয়ের চা বাগান মানঝা। চা বাগানের এক শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি স্থায়ী শ্রমিক। চা বাগানের পাতা তোলাই উত্তরাধিকার সূত্রে পারিবারিক কাজ। কম মজুরি, তাই স্বামী বাইরে চলে গিয়েছে কাজ করতে। পাথর ভাঙার কাজ করে। বাড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে চারজন। কাজ সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে এগারোটা। মাঝখানে দুপুরে খাওয়ার ছুটি। তারপর আবার কাজ দুপুর একটা থেকে সাড়ে চারটে।

কাজের মধ্যে টয়লেটের সুবিধা নেই। বাগানের মধ্যেই কাজ সারতে হয়। ঋতুস্রাবের সময় ছুটি নিতে হয়। চা বাগানেই আড়ালে গিয়ে যা করার করা। ওর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে অপুষ্টিতে ভুগছে। পরিশ্রমে যেন চেহারা ভেঙে পড়ছে। সকাল-দুপুর বাগানে পরিশ্রম করে, মাঝখানে বাড়ি গিয়ে রান্না। সারাদিন ঘরে-বাইরে পরিশ্রম। তরাইয়ের বাগান মানঝা, মায়াপুর, বেলগাছি, জাপরা, আশাপুর, সিংহীপাড়া, সন্ন্যাসী, কিরণচন্দ্র, অটল, বিজয়নগর, সাতভাইয়া। তরাইয়ের এই সব বাগান এবং ডুয়ার্সের বাগানগুলোয় নারী শ্রমিকরা কেমন আছেন, এই নিয়ে এক সমীক্ষার রিপোর্টে এভাবেই লেখা হয়েছে (প্রজ্ঞা পারমিতা দত্ত রায় চৌধুরী)। তরাইয়ের ৪৫টি বাগানে এখন প্রায় ৭০ শতাংশ নারী শ্রমিক। এখানে কয়েকটি বাগানে মাইগ্রেশন, পাচারের কথা বেশি শোনা যায়।

নাগরিক মঞ্চের সমীক্ষায় ধরা পড়েছে ডুয়ার্সের ডিমডিমা, ডানজুয়াম, রায়পুর (বন্ধ) বাগান, করলা ভ্যালি,

ঢেকলাপাড়া (বন্ধ) রাঙ্গামাটি (সেন্ট্রাল ডুয়ার্স), মধু, কালচিনি, রায়মাটাং, তোর্ষা টি গার্ডেনের মতো চা বাগান। সব জায়গায় কমবেশি অবস্থা এক। শ্রমিকরা প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। গুডরিকের বাগান কিছুটা উন্নত। সব বাগানেই বিঘা শ্রমিক লকড়ি, ছাতা, কম্বল, জুতো কিছুই পান না। ডুয়ার্সের একটি বাগানে দেখলাম হুইসল বাজিয়ে ম্যানেজারের কী দাপট। আসলে শ্রমিকরা কথা বলছিলেন, এই বাগানে কোনও কোয়ার্টার নেই। মজুরি যা পাওয়ার কথা, পায় না। জল কিনে খেতে হয়। বছরখানেক আগে যখন চা বাগানে ঘুরেছি শ্রমিকদের কথা শুনতে, অবস্থা জানতে, এখনও তাই।

চা বাগানে এখন ৭০ শতাংশের বেশি নারী শ্রমিক, অল্প মজুরিতে (দৈনিক এখন ২৫০ টাকা) পুরুষ শ্রমিক এখন কাজ করতে চাইছেন না। কেরল, ভুটান, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি জায়গায় দিনমজুরি খাটতে চলে যাচ্ছে। বিস্মিত করে, এত সংখ্যক নারী শ্রমিক প্রাপ্য আইনসংগত অধিকার থেকে অধিকাংশই বঞ্চিত। ম্যাটারনিটি বেনিফিট, ক্রেশের আলোচনা থাকলেও অন্যান্য অধিকারের কথা আসছে না। তবে এটাও দেখেছি নারী শ্রমিকদের মধ্যে একটা জাগরণ দেখা যাচ্ছে। ন্যায্য অধিকার না পাওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে।

সাম্প্রতিক বোনাস নিয়ে বিক্ষোভে পাহাড়ের চা বাগানগুলোতে তারই প্রতিফলন টের পেলাম।

লিম্বু, লংভিউ চা বাগান সহ একাধিক বাগানের মহিলা শ্রমিকরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন। পাহাড়ের ইতিহাসে শ্রমিকদের দাবিকে কেন্দ্র করে এইভাবে শ্রমিক ইউনিয়নগুলির একসঙ্গে রাস্তা অবরোধ, অনশন, ধর্মঘট দেখা হয়নি। লক্ষণীয় হল, এই ক্ষেত্রে পাহাড়ের রাজনীতির পরম্পরা ভেঙে দিয়েই শ্রমিকদের দাবিতে এককাট্টা হল। হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন নামের একটি সদ্য গঠিত ইউনিয়নের নেতৃত্বে নারী শ্রমিকরা ছিলেন। এঁদের লড়াইয়ে বন্ধ লংভিউ বাগান খুলেছে। যদিও এঁদের এখনও শ্রম দপ্তর বোনাস মিটিং আলোচনায় অংশ নিতে দেয়নি।

দেখেশুনে বোঝা দায়, যে রাজ্যে একটা শ্রম দপ্তর আছে। যাদের কাজ শ্রম আইন ভাঙা হলে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের একাধিক আদেশ থাকলেও যা কার্যকর হয়নি।

প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট অনুযায়ী চিকিৎসা, আবাস, ক্রেশ, বছরের জ্বালানি, বিদ্যুৎ, জল, জুতো ইত্যাদি সুবিধে পাওয়ার কথা। অধিকাংশ চা বাগানে শ্রমিকরা পায় না। পঞ্চায়েত, সরকার, জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য, স্কুল, খাদ্য দপ্তর এরাই সব কমবেশি কাজ করে। র‍্যাশন ডিলার এখন বাগান কর্তৃপক্ষ। ২ টাকায় চাল, গম মাসে ৩৫ কিলো বাগান শ্রমিকদের সরকার দেয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা সবটাই সরকার! তাহলে প্রশ্ন হল, বাগান কর্তৃপক্ষ কীসের জোরে ন্যূনতম মজুরি এত কম দেয়? তারা নাকি ফ্রিঞ্জ বেনিফিট দেয়। সেটা কী?

২০১৫ ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে ন্যূনতম মজুরির কথা লেখা থাকলেও এক দশক পেরিয়ে গেলেও কিছু হল না। হাইকোর্ট ছয় মাসের মধ্যে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিল। সরকার পরামর্শদাতা কমিটি বানাল। এই পর্যন্ত ১৭টি মিটিং হয়েছে। শেষ বৈঠক দু'বছর আগে। কাজের কাজ কিছু হয়নি শুধু কালক্ষেপ ছাড়া। ১৯৯২ সালে পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে সুপারিশ মেনে মজুরি নির্ধারণ ৬০০ টাকার নীচে হয় না। আট ঘণ্টা কাজের বিনিময়ে জুট মিলের একজন শ্রমিকের নির্ধারিত মজুরি দৈনিক ৪৭৯ টাকা। সারা দেশে বিভিন্ন রাজ্যে ৩০০ টাকার বেশি মজুরি। সেখানে চা বাগানের শ্রমিক কেন এত কম পাবেন?

একজন চা শ্রমিক ২৫০ দৈনিক মজুরি হলে বছরে ৩০০ দিন কাজ করলে বছরে তার রোজগার ৭৫ হাজার টাকা অর্থাৎ মাসে ৬৫০০ টাকা। তাও তাঁরা হাতে পায় না। কারণ পিএফের টাকা কাটা হয়। তাও আবার বহু বাগানে টাকা কেটে নিয়ে জমা দেওয়া হয় না। ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট চারটি রাজ্যে বকেয়া পিএফ ১২৭ কোটি টাকা ৭২ কিস্তিতে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। দু'-একটি কিস্তি দেওয়ার পর আর সেই টাকা দেওয়া হয়নি। অনেকেই বলেন বোনাসের লড়াই কেন চা বাগানে এত গুরুত্ব পায়? কারণ সামান্য টাকায় রোজগারে তাদের চলে না। তাই একসঙ্গে কিছু টাকা পেলে হয়তো কেনাকাটা, ঋণ শোধ করা যায়।

এই বছরের ৪ জুলাই ডুয়ার্সের তোতাপাড়া চা বাগানের ৬ নম্বর সেকশনে একটি ছয় বছরের শিশুকে টেনে নিয়ে যায় চিতাবাঘ। খোলা আকাশের নীচে ত্রিপল টাঙিয়ে সন্তানকে রেখে চা পাতা তুলতে হচ্ছে। চা বাগানের মহিলা শ্রমিকরা শিশুদের পিঠে বেঁধে চা পাতা তোলেন। অনেকে আবার পলিথিন বিছিয়ে একসঙ্গে কয়েকজনকে রেখে চা পাতা তুলতে যান। শ্রম দপ্তর প্রকাশিত রিপোর্ট দেখছিলাম, দাবি করা হয়েছে তারা নাকি ৭১টি ক্রেশ করেছেন। ২৭৩ বাগানের মধ্যে হিসাবটি খুব বলার মতো। আগে বাগানে অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া যেত। এখন তাও ৫০০ টাকা না দিলে পাওয়া যায় না। অথচ শ্রম দপ্তর দাবি করেছে, চা বাগানে ৪২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলেছে। সেখানে যাবে কী করে?

বিস্মিত করে, চা বাগানে এত সংখ্যক নারী শ্রমিক থাকলেও প্রাপ্য আইনসংগত অধিকার থেকে তাঁদের অধিকাংশই বঞ্চিত। ম্যাটারনিটি বেনিফিট, ক্রেশের আলোচনা থাকলেও অন্যান্য অধিকারের কথা আসছে না। এটাও দেখেছি নারী শ্রমিকদের মধ্যে একটা জাগরণ দেখা যাচ্ছে। ন্যায্য অধিকার না পাওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। নারী আজ নিজের ভাগ্য নিজে গড়তে চাইছেন। নিজের মতো করে স্বপ্ন দেখছেন।

স্থায়ী শ্রমিকরা ঘর পান। তাও মেরামতি হয় না। অস্থায়ী শ্রমিক প্রায় লাখখানেক। তাঁরা কোনও কিছুই পান না। সরকার ঘোষণা করল চা সুন্দরী প্রকল্প। পায়রার খুপরি সব নিজে দেখে এলাম। শ্রমিকরা কেউ যাননি। প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে এই সব বাড়ি বানানো হয়েছে। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, চা বাগানের শ্রমিকদের ৫ ডেসিমাল জমি ফ্রি হোল্ড ল্যান্ড হিসাবে পাট্টা দেওয়া হবে। জমির পাট্টা দেওয়ার দাবি শ্রমিক ইউনিয়নগুলো করলেও এত কম পরিমাণ জমি তাঁরা মেনে নিচ্ছেন না।

উত্তরবঙ্গের চা শিল্প ও শ্রমিকদের অবস্থা, দাবিদাওয়া যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলে টি ডিরেক্টরেট খোলা হল। কাজের কাজ কিছু নয়। বাগান কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন কর্তা কিছু লবি করা এনজিও মিলে সময় সময় কর্মশালা, সচেতনতা শিবির করে শুধু। কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্তা আইন হয় ২০১৩ সালে। বলা হয়েছে, যেখানে মহিলা শ্রমিক কাজ করবেন সেখানে বাধ্যতামূলকভাবে আইসিসি (ইন্টারনাল কমপ্লেইন্ট কমিটি) গঠন করতে হবে।

মুষ্টিমেয় চা বাগানে এই কমিটি থাকলেও শ্রমিকরা জানেন না, সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই আইন কার্যকর করতে উদ্যোগী হওয়ার কথা সরকারের। সেটা হয় না।

সামগ্রিকভাবে চা বাগানের শ্রমিকদের এই বঞ্চনা, শোষণ যা কোনওভাবেই একটা সরকারের ভাবমূর্তি সহায়ক নয়। সরকারের আইন প্রয়োগে শুধু কিছু নেতা আর এনজিওদের নিয়ে সচেতনতা প্রচার লাভ কিছুই হবে না।

বোনাস আন্দোলন এবং পাহাড়ের নারী শ্রমিকদের আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বকে কিছুটা পরিচিত রাজনীতির ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করেছে। নারী আজ নিজের ভাগ্য নিজে গড়তে চাইছেন। নিজের মতো করে স্বপ্ন দেখছেন। অনেক দিনের অপ্রাপ্তি আর ক্ষোভ এবং সরকারের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার কারণে হয়তো নারী শ্রমিকরা ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন।

(লেখক পরিবেশকর্মী)

আজ

২০১০

বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় প্রয়াত হন এই দিনে।

২০২০

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়।

আলোচিত

অ্যাডিলেডে রাহুলই ওপেন করবে। ভারতের বাইরে রাহুল এতদিন যেভাবে ব্যাট করেছে, তাতে এটা ওরই প্রাপ্য। আমার জন্য মিডল অর্ডারে খেলা সহজ হবে না। কিন্তু দলের স্বার্থে এটা খুব সহজ সিদ্ধান্ত।

- রোহিত শর্মা

ভাইরাল/১

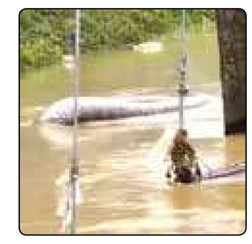

মুষলধারে বৃষ্টিতে জল থইথই থাইল্যান্ড। পাত্তানি প্রদেশের এক জায়গায় জলে ভাসতে দেখা গেল পেল্লাই সাইজের এক পাইথনকে। সাপের মাথা জলের তলায় থাকলেও দেহটি জলের ওপর ভেসে রয়েছে। সবে একটি কুকুরকে গিলেছে সেটি। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

কেরলের কাট্টাপান্না বাসস্ট্যান্ডে মোবাইলে মগ্ন ছিল ছেলেটি। আচমকা একটি বাস তার ওপর উঠে যায়। বিপদ বুঝে চালক বাসটিকে পিছনে নিয়ে যান। আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। ছেলেটি হাসপাতালে ভর্তি। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে সে।

জনমন

জনমত

দৃষ্টিহীনের জীবনসংগ্রামের খবর অনেকের অনুপ্রেরণা

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে উত্তরবঙ্গ সংবাদের তিনের পাতায় বেলাকোবার প্রতিবেদক সুভাষচন্দ্র বসুর 'ধূপকাঠি বিক্রি বিএড উত্তীর্ণের' শীর্ষক প্রতিবেদন পড়ে খুব ভালো লেগেছে। যেভাবে পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিহীন আশিস সাহার জীবনসংগ্রাম উপস্থাপন করা হয়েছে, তা এককথায় অতুলনীয়। শুধু দৃষ্টিহীনদের ব্যাপারেই নয়, আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ অসহায় মানুষজনের ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল। বিভিন্ন সময়ে দুঃস্থ অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিয়মিত খবর প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

এবারে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে আশিস সাহার খবরটি প্রকাশিত হওয়ায় আশা করি বিষয়টি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষের প্রতি আমার অনুরোধ, বেলাকোবার প্রতিবেদকের মতো আপনাদের অন্য সাংবাদিকরাও যদি দৃষ্টিহীনদের সমস্যাগুলি বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেন তাহলে খুব ভালো হয়।

অর্পিতা মজুমদার দাস, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের দাবি যুক্তিযুক্ত

৪ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের আলিপুরদুয়ার সংস্করণে প্রকাশিত 'প্রতিবন্ধী দিবসে ধর্নায় 'বিশেষ'রা শীর্ষক খবরটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রতিবেদনে তাদের ছয় দফা দাবি সহ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারলাম।

২০১৯-'২১ গণনায় রাজ্যে ২২ লক্ষ ২ হাজার ৯৩৮ জন বিশেষভাবে সক্ষম রয়েছে। আর সারা দেশে রয়েছে ৬৩.২৮ মিলিয়ন। এই বিপুল সংখ্যক বিশেষভাবে সক্ষমের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের তরফে আলাদা আলাদা প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা যেতেই পারে।

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের যে দাবি তারা জানিয়েছে তা খুবই জরুরি। এই পর্ষদ গঠন হলে এখান থেকেই স্কুল-কলেজে পড়ার ব্যবস্থা, চাকরির ব্যবস্থা প্রভৃতি হতে পারে বলে আমার মনে হয়। পরবর্তীতে তাদের দাবিদাওয়াও ওই পর্ষদে জানানো যেতে পারে। আর বিশেষভাবে সক্ষমদের যাবতীয় সরকারি সুযোগসুবিধা ওখান থেকেই দেওয়ার ব্যবস্থা করুক কেন্দ্র ও রাজ্য।

অশোক সূত্রধর
সাতপুকুরিয়া, ফালাকাটা।

তবু শীত আসে, অপেক্ষার শীত আসে...

সারাদিন কুয়াশা জড়িয়ে মন খারাপিয়া শীত ক্রমশ উধাও। প্রথম শীতের নতুন সবজির সেই স্বাদ আর নেই।

শৌভিক রায়

মিল রোডের ওভারব্রিজ পেরিয়ে একটু যেতেই বিস্তৃত ফুলকপিখেত। দূর থেকে মনে হত বরফ পড়ে আছে যেন! ফাঁকে ফাঁকে বেগুনেরও চাষ। ছোট ছোট গাছ থেকে ঝুলছে তারা। নানা আকৃতির। হলুদ সর্ষে এখনও নীল দিগন্তে ম্যাজিক দেখানো শুরু করেনি। করবে আর কয়েকদিন পর থেকেই। ধানের খেতে অবশ্য ব্যস্ততা। সোনা ঝরিয়েছে তারা। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে ফসলের ভারে। কে যেন বলেছিলেন, জ্ঞানী মানুষ ফলবতী ওই গাছেরই মতো। যত জানেন, তত নত হন। উদ্ধত শিরে জানান দেন না তিনি আসলে কতটা!

এরকম সব দিনে বাড়ির বয়স্করা অনেকে পিঁড়ি পেতে পিঠে রোদ লাগিয়ে ভাত খেতে বসতেন। গরম ভাতের ধোঁয়ায় টাটকা পালং বা রাইশাকের গন্ধ মিশে এক উতরোল সৃষ্টি হত। ক্যাপসিকাম তখনও এই অঞ্চলে আসেনি। স্কোয়াশও নিত্যদিনের পদে থাকত না। বিনস, গাজর, বিট ইত্যাদি কোচবিহার-শিলিগুড়ির মতো বড় শহরে লভ্য হলেও, উত্তরের ছোট জনপদে সেভাবে মিলত না। বরং কচি সবুজ লাউ দিয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাত্রা করত প্রায়ই। মোটামুটি সবার বাড়িতেই এক টুকরো জমিতে শখের সবজি বাগান। সেই বাগানের ফল যদি না প্রিয়জনকে দেওয়া যায়, তবে আর বাগান করা কেন!

মাছের অবশ্য কোনও কাল হয় না। তবু কেন জানি এই সময়ে আঁশবোরোলি, পাথরচাটা, মোওয়া, পাবদা, আড়, রাইখড়ের স্বাদ যেত পালটে। টাটকা ধনেপাতা আর টমেটো দিয়ে মাছের ঝোল মুখে লেগে থাকত দিনভর। নদীগুলিতে জল কমে এলে এইসব মাছেরা তাদের রুপোলি শরীর নিয়ে উঠে আসত অনেকটা ওপরে। ফলে বালাতোর্ষা, শিসামারা, ঘরঘরিয়া, দোলংয়ের মতো ছোট ছোট নদীতে মাছ ধরতে নেমে পড়ত স্কুল ফেরত একরাম বা বুধিয়ারা। তাদের বাগানে এখন প্রোডাকশন কম। চা গাছেরাও শীতঘুমে চলে গিয়েছে আলগোখরোর সঙ্গে। তাদের পাতায় খেলা করছে ছোট ছোট পোকারা। উধাও দুটি পাতা আর একটি কুঁড়ি।

সেই অক্টোবর শুরুর পর আর বৃষ্টি হয়নি বলে ধুলো তার চাদর পরিয়ে দিত পথের ধারে থাকা বাড়ি আর গাছগুলোকে। শিলতোর্ষা আর বুড়িতোর্ষার দীর্ঘ চর পেরিয়ে সারা গায়ে ধুলো মেখে ধুনকররা সাহেবপোঁতা, সোনাপুর, পুণ্ডিবাড়ি ঘুরে বেড়াত। রোদে পুড়ে কালো হয়ে শুকিয়ে যাওয়া বড় বড় ঘাসের ফাঁকফোকর দিয়ে দেখা যেত জলদাপাড়ার রেখা। সেখানে তখন সূর্যের আলো মাটি স্পর্শ করছে। কেননা গাছেরা পাতা ঝরিয়েছে। সেভাবে পর্যটক আর কোথায় ছিল এই জলজঙ্গলার দেশে! ফলে নিরুপদ্রবে ঘুরে বেড়াত পায়ে সাদা মোজা বাইসন আর মোটা চামড়ার গন্ডারেরা। হাতিরা থাকত যূথবদ্ধ। মানুষের রাজ্যে তাদের আসার প্রয়োজন হত না কখনোই।

সারাদিন কুয়াশা জড়িয়ে মন খারাপিয়া শীত ক্রমশ যেন উধাও। টিনের চালে শিশিরের জলতরঙ্গও হারিয়ে গিয়েছে। উঠোন ব্যাপারটিও এখন বিলাসিতা। সারাবছর সব সবজির ভিড়ে প্রথম শীতের নতুন সবজির সেই স্বাদ আর অপেক্ষাও আর নেই। বদলে গিয়েছে সেই কিশোরও। মধ্যবয়সের চালশে গ্রাস করেছে তার সব।

তবু শীত আসে। অপেক্ষার শীত আসে।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০৬

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। এই প্রাণী দেখতে জেব্রা ও জিরাফের সংমিশ্রণ ৩। যে খেলায় দুজন রাজা থাকেন ৫। টকটকে লাল ৬। মুখমণ্ডল বা মুখাবয়ব ৮। নাকে পরার গয়না ১০। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয়, আশঙ্কাও হতে পারে ১২। মুসলমান ধর্মগুরু ১৪। অভিরুচি, খেয়াল বা পছন্দ ১৫। মিশরীয় মৃতদেহ ১৬। কঠিন, গুরুতর বা বিপজ্জনক অবস্থা।

উপর-নীচ : ১। ওলটপালট করে খোঁজা ২। বাড়ির বাইরে গিয়ে সকলে মিলে খাওয়া ৪। খর্বকায় বা বেঁটে মানুষ ৭। নেশার বস্তু ৯। আশকারা বা প্রশ্রয় দেওয়া ১০। ঘাস দিয়ে তৈরি এক ধরনের পর্দা ১১। কৃষ্ণসার হরিণের চামড়া ১৩। টের পাওয়া।

সমাধান ■ ৪০০৫

পাশাপাশি : ১। ফুটানি ৩। অরুন্ধতী ৪। খাজনা ৫। চালচিত্র ৭। সিত ১০। কলা ১২। বরবাদ ১৪। দেয়ালা ১৫। দরবেশ ১৬। নব্বই।

উপর-নীচ : ১। ফুলটুসি ২। নিখাদ ৩। অনাচার ৬। চিত্রক ৮। তস্কর ৯। পাদদেশ ১১। লাগসই ১৩। দালান।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অনাস্থায় হার প্রধানমন্ত্রীর, চাপে ম্যাক্রঁ

প্যারিস, ৫ ডিসেম্বর : পার্লামেন্ট ভোটের মাত্র ৩ মাসের মধ্যে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার কবলে ফ্রান্স। বুধবার অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর হওয়া ভোটাভুটিতে হেরে গিয়েছেন ম্যাক্রঁ নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী মিশেল বার্নিয়ে। বিরোধী দলগুলির পাশাপাশি শাসক জোটের বহু সাংসদ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে আনা অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। বার্নিয়েকে পদ থেকে সরাতে ২৮৮ ভোটের প্রয়োজন ছিল। ভোটাভুটির পর দেখা যায় অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৩৩১ জন সাংসদ।

বার্নিয়ে সরকারের পতন ঘটায় চরম অস্বস্তিতে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁ। বার্নিয়ে অনাস্থা ভোটে হেরে যাওয়ায় তাঁর বদলে নতুন কাউকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে হবে ম্যাক্রঁকে। যদিও এর জেরে ম্যাক্রঁর প্রেসিডেন্ট পদ ধরে রাখতে সমস্যা নেই। গত পার্লামেন্ট নির্বাচনে সবচেয়ে ভালো ফল করেছিল লা পেনের নেতৃত্বাধীন চরম দক্ষিণপন্থী দল ন্যাশনাল র‍্যালি। পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ৫৭৭টি আসনের মধ্যে ১২৬টি দখল করেছে তারা। তবে বাম ও মধ্যপন্থী দলগুলিকে একজোট করে বার্নিয়ের নেতৃত্বে সরকার গঠন করতে সফল হন ম্যাক্রঁ। দিনকয়েক আগে বিশেষ সাংবিধানিক ক্ষমতা ব্যবহার করে পার্লামেন্টে ভোটাভুটি ছাড়াই জাতীয় বাজেট পাশ করিয়ে নেন বার্নিয়ে। তারপরেই তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হয়েছিল।

তার চুরির ফাঁসে দিল্লি মেট্রো

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : চোরেদের কাণ্ডে ভোগান্তির একশেষ হতে হল দিল্লির মেট্রোযাত্রীদের। বুধবার রাতে দিল্লি মেট্রোর ব্লু (নীল) লাইনে মোতিনগর এবং কীর্তিনগর স্টেশনের মধ্যে বিদ্যুতের তার চুরি হয়ে যায়। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানান, সিগন্যালের তার খোয়া গিয়েছে। আর তার জেরে ওই লাইনে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ব্যাহত হয় মেট্রো পরিষেবা। তার চুরির নেপথ্যে স্থানীয় চোরেরাই রয়েছে বলে অভিযোগ।

দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (ডিএমআরসি)-এর তরফে বলা হয়েছে, এমন এক জায়গায় বিদ্যুতের তার চুরির ঘটনা ঘটেছে, যেখানে সিসি ক্যামেরার নজরদারি নেই। ফলে দূরবর্তী সিসি ক্যামেরাতে ওঠা ফুটেজ দেখেও অভিযুক্তদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

অন্তর্বর্তী জামিন কুলদীপের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কুলদীপ সেঙ্গারের দু'সপ্তাহের জামিন মঞ্জুর হল। বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত কুলদীপকে স্বাস্থ্যের কারণে বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করল দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি এম প্রতিভা সিংয়ের নেতৃত্বে দুই সদস্যের বেঞ্চ আপাতত কুলদীপের সাজা স্থগিত করে দিয়েছে। তাঁকে দিল্লির এইমসে ভর্তি হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর দিল্লিতেই থাকতে হবে। হাইকোর্টে জমা দিতে হবে এইএমস-এর মেডিকেল রিপোর্ট। উন্নাওয়ে ধর্ষণের শিকার নাবালিকার বাবার মৃত্যুর ঘটনাতেও কুলদীপের ১০ বছরের কারাবাস হয়। সেই মামলায় কিন্তু জামিন মেলেনি। নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৭ সালে।

এনআইএ তল্লাশি

বেঙ্গালুরু, ৫ ডিসেম্বর : বিজেপি যুবমোর্চার জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য প্রবীণ নেত্তারু খুনের ঘটনায় কর্ণাটকের ১৬টি জায়গায় তল্লাশি চালাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। ২০২২-এর জুলাইয়ে নিষিদ্ধ ইসলামিক রাজনৈতিক সংগঠন পিএফআই-এর ক্যাডারদের হাতে খুন হন নেত্তারু। চলতি জুনে মুম্বইয়ে গ্রেপ্তার হয়েছে এক ব্যক্তি। তার আগে আরও দু'জন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নেত্তারু খুনের ঘটনায় তদন্তে নিযুক্ত এনআইএ জানিয়েছে, সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণেই ছিল ঘটনার উদ্দেশ্য। তল্লাশির ঘটনায় কিছু মিলেছে কিনা তা জানা যায়নি।

কথা বলা ড্রোন

গাজা, ৫ ডিসেম্বর : গাজায় শত্রুপক্ষের গতিবিধির ওপর নজরদারি চালাতে ইজরায়েলি সেনা নাকি এমন সব ড্রোন ব্যবহার করেছে যেগুলি কথা বলতে পারে। জঙ্গি ঘাঁটি ও শরণার্থী শিবিরের কাছে গিয়ে ড্রোনগুলি কখনও মহিলাদের গলায় সাহায্য চাইছে, কখনও আবার শিশুর গলায় কাঁদছে। শব্দ শুনে মানুষজন বেরিয়ে এলে ওই ড্রোন তাঁদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। মানবাধিকারকর্মী মাহা হুসেইনি দাবি, গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের অনেকেই তাঁকে কথা বলা কোয়াডকপ্টার ড্রোনের কথা বলেছেন।

কংগ্রেসের বিক্ষোভে নেই তৃণমূল, সপা

আদানি ইস্যুতে অভিনব প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : 'মোদি-আদানি এক হ্যায়। আদানি সেফ হ্যায়।' ভোটযুদ্ধের স্লোগানকে এবার সংসদে চত্বরেও ছড়িয়ে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার সকালে সংসদের মকরদ্বারের সামনে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা ওই স্লোগান লেখা জ্যাকেট পরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তবে ওই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে আগের মতোই গরহাজির ছিল তৃণমূল। ছিলেন না সপা সাংসদরাও। বরং কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়ে আদানি ঘুষ কাণ্ডে মোদি সরকারের অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন আপ, আরজেডি এবং বাম সাংসদরা।

সংসদ চত্বরে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে রাহুল-প্রিয়াংকা। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

এদিন ইন্ডিয়া শরিকদের সঙ্গে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি মানববন্ধনও পালন করেন কংগ্রেস সাংসদরা। রাহুল গান্ধি বলেন, 'মোদিজি আদানির তদন্ত করাতে পারবেন না। কারণ তদন্ত করলে তিনি নিজেই ধরা পড়বেন। মোদি আর আদানি আলাদা নন, তাঁরা এক।'

আদানির জবাবে বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র দলীয় দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'একটি বিপজ্জনক ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে। তার একদিকে রয়েছেন জর্জ সোরোস ও আমেরিকার কিছু এজেন্সি। অন্যদিকে রয়েছে ওসিসিআরপি নামক একটি নিউজ পোর্টাল। তৃতীয় এবং সর্বশেষ হলেন রাহুল গান্ধি নামক সবথেকে বড় বিশ্বাসঘাতক। আমি এই শব্দটি বলার ক্ষেত্রে কোনও দ্বিধা করছি না।'

সম্বিত পাত্রের ভাষাই শোনা যায় নিশিকান্ত দুবের গলায়। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ঘৃণা করে। তাই তারা বিদেশি শক্তিগুলির সঙ্গে চক্রান্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারকে লাইনচ্যুত করতে চাইছে।' বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে বিশ্বাসঘাতক বলার জন্য বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে লোকসভার স্পিকারের কাছে চিঠি লিখেছে কংগ্রেস।

রেপো রেট ঘোষণা আজ

কমবে সুদ!

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর : চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) ৫.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। শিল্প উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়া এবং বাজারে বিভিন্ন জিনিসপত্রের চাহিদা কমাকে জিডিপির পতনের জন্য দায়ী করা হচ্ছে। এমন একটা সময়ে রেপো রেটের হার খতিয়ে দেখছে রিজার্ভ ব্যাংকের (আরবিআই) মুদ্রানীতি কমিটি। শুক্রবার সেই হার ঘোষণার আগে সুদ কমা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। টোকিও ভিত্তিক আর্থিক পর্যবেক্ষক সংস্থা নমুরার দাবি, রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট

আশা-আশঙ্কা

পর্যন্ত কমাতে পারে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

রিজার্ভ ব্যাংক যে হারে অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে টাকা ধার দেয় তাকে বলে রেপো রেট। আরবিআই রেপো রেটের হার বাড়ালে ব্যাংকগুলিকে বেশি সুদে ঋণ নিতে হয়। ফলে তাদের দেয় ঋণে সুদের পরিমাণও চড়তে থাকে। বাড়ে মেয়াদি আমানতে সুদের হারও। আবার রেপো রেট কমলে উলটো ছবি দেখা যায়। তখন ঋণ, মেয়াদি আমানত দুই ক্ষেত্রেই সুদের হার নিম্নমুখী হয়। গত অগাস্ট থেকে ৬.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে রেপো রেট। শিল্পপণ্যের চাহিদা বাড়াতে এবার রেপো রেটের হার কমাতে পারে আরবিআই। সেই আশায় প্রহর গুনছেন গাড়ি-বাড়ির ঋণগ্রহীতারা। আবার মেয়াদি আমানতে সুদের হার কমার আশঙ্কায় মধ্যবিত্তদের বড় অংশ।

সঙ্গী শিন্ডে, অজিত শপথ ফড়নবিশের

মহাযুত্যির শপথে চাঁদের হাট

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর : বিজেপির চাপের সামনে শেষমেশ নতজানু হতে বাধ্য হলেন শিবসেনা প্রধান একনাথ শিন্ডে। যাবতীয় গড়িমসি ছেড়ে মহারাষ্ট্রের নতুন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করলেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার কিছু পরে মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন ফড়নবিশ। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণান। ফড়নবিশের পরই উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করেন একনাথ শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ার। শপথের আগে বালাসাহেব ঠাকরে, নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানান শিন্ডে।

শপথের আগে ফড়নবিশের কপালে বিজয় তিলক পরাচ্ছেন মা সরিতা।

এই নিয়ে তৃতীয়বার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি। ২৩ নভেম্বর মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছিল।

এদিন ফড়নবিশ-শিন্ডে-পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় মহাযুত্যি সরকারের শপথগ্রহণে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছিলেন অমিত শা, রাজনাথ সিং, নীতিন গড়করি, জেপি নাড্ডার মতো বিজেপির শীর্ষ নেতা-মন্ত্রীরাও। উপস্থিত ছিলেন যোগী আদিত্যনাথ, নীতীশ কুমার, চন্দ্রবাবু নাইডুর মতো বিজেপি ও এনডিএ শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও। রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের পাশাপাশি মহাযুত্যি সরকারের শপথে এদিন আজাদ ময়দানে চাঁদের হাট বসেছিল। শিল্পপতি থেকে বলিউড অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্রিকেটার সকলেই হাজির ছিলেন শপথে। উপস্থিত ছিলেন শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি, গৌতম আদানি, কুমারমঙ্গলম বিড়লা, অনিল আম্বানি। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকার ও তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি তেন্ডুলকার, শাহরুখ খান, সলমন খান, রণবীর কাপুর, রণবীর সিং, সঞ্জয় দত্ত, মাধুরী দীক্ষিত, বিদ্যা বালান প্রমুখ।

এদিন ফড়নবিশ, শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ার ছাড়া আর কোনও মন্ত্রী শপথ নেননি। উপমুখ্যমন্ত্রী হলেও মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিজের হাতে রাখতে মরিয়া শিন্ডে। এই ব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গেও কথা বলেন। যদিও ফড়নবিশ এবং বিজেপি স্বরাষ্ট্র দপ্তর হাতছাড়া করতে নারাজ।

শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউতের কটাক্ষ, 'শিন্ডে জমানা শেষ। উনি আর কোনওদিনই মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না।' বিজেপি শিন্ডে সেনার বিধায়কদের ভাঙাতে পারে বলেও আগাম সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।

ও পাখি উড়ে আয়... আবহাওয়া বদলাতেই পুলিকট লেকে আসতে শুরু করেছে ফ্লেমিঙ্গো। বৃহস্পতিবার অন্ধ্রের শ্রীহরিকোটায়।

দ্বি-রাষ্ট্রে আস্থা জয়শংকরের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘর্ষে রাশ টানার একমাত্র উপায় হচ্ছে দ্বি-রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ইজরায়েলের সমান্তরালে প্যালেস্তাইনকেও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে জোর সওয়াল করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করি। আমরা অপহরণের নিন্দা করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, সব দেশের প্রতিক্রিয়া জানানোর অধিকার রয়েছে। তবে এই ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত। নিরীহ মানুষের প্রাণহানি এড়াতে অবশ্যই মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলতে হবে। আমরা যুদ্ধবিরতির পক্ষে।'

ইজরায়েল-হামাস সংঘাতে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে ভারত। তবে রাষ্ট্রসংঘে ইজরায়েলবিরোধী একাধিক প্রস্তাবের ওপর হওয়া ভোটাভুটিতে অংশ নেননি ভারতীয় প্রতিনিধিরা। এই প্রসঙ্গে জয়শংকরের

সংঘাতে হামাস, ইজরায়েল

বক্তব্য, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংক্রান্ত বহু প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হয়েছে। ভারত সব প্রস্তাব পর্যালোচনা করেছে। সেইমতো কয়েকটি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে, আবার ক্ষেত্র বিশেষে ভোটাভুটি এড়িয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘে পেশ হওয়া ২০২৩-এর ২৭ অক্টোবরের একটি প্রস্তাবের উল্লেখ করেন জয়শংকর। ওই প্রস্তাবে ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিল ভারত। যার জেরে মোদি সরকারের মধ্যপ্রাচ্য নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধী দলগুলি। বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের মনে হয়েছে যে প্রস্তাবটির খসড়া ঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়নি। ভাষা নিয়ে আমাদের আপত্তি ছিল। আমাদের উদ্বেগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেই কারণে আমরা বিরত ছিলাম।'

যোগীর ত্রিশূলে বিদ্ধ বিরোধীরা

অযোধ্যা, ৫ ডিসেম্বর : সম্ভাল, অযোধ্যা হোক বা বাংলাদেশ, যাবতীয় অশান্তির মূলে রয়েছে সামাজিক বিভাজন। অযোধ্যার মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই বিভাজনের কথা বলতে গিয়ে বিরোধীদের নিশানা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৃহস্পতিবার অযোধ্যায় রামায়ণ মেলায় যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভগবান রাম সমাজকে একজোট করেছিলেন। আমরা যদি সমাজকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে পারতাম তাহলে এই দেশ কখনই উপনিবেশে পরিণত হত না। আমাদের ধর্মস্থানগুলি অপবিত্র হত না।'

আদিত্যনাথ আরও বলেন, 'আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা সফল হয়েছে। বিভেদ সৃষ্টিকারীদের জিন এখনও রয়ে গিয়েছে। কিছু লোক জাতপাতের নামে বিভাজন তৈরি করছে। যার ফলে সামাজিক ঐক্য নষ্ট হচ্ছে।' অতীতে বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমিকে কেন্দ্র করে বারবার উত্তপ্ত হয়েছে ভারতের রাজনীতি। সম্প্রতি সম্ভালে একটি প্রাচীন মসজিদে সমীক্ষার সময় জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৪ বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়। এখনও বাইরের বাসিন্দাদের সম্ভালে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি রেখেছে প্রশাসন। তবে উত্তরপ্রদেশের ২টি ঘটনার সঙ্গে আদিত্যনাথ যেভাবে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল।

সম্ভাল কাণ্ডকে সামনে রেখে যোগী সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে সপা ও কংগ্রেস। বুধবার সম্ভাল যাওয়ার চেষ্টা করেন রাহুল গান্ধি। তাঁকে আটকে দিয়েছিল পুলিশ। সম্ভালের পরিস্থিতির জন্য রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছেন রাহুল এবং সপা প্রধান অখিলেশ যাদব। এদিকে সম্ভালে অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে স্থানীয় সপা সাংসদ জিয়াউর রহমান বারকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ।

আদিত্যনাথের কটাক্ষ, 'সপা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী রামমনোহর লোহিয়ার কথা বলে, কিন্তু তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে না।' তিনি বলেন, 'মোগল সম্রাট বাবরের একজন সেনাপতি অযোধ্যায় কী করেছিলেন? সম্ভালে কী করেছিলেন? বাংলাদেশে আজ যা ঘটছে সেটাও আলাদা কিছু নয়। বিভেদ সৃষ্টিকারীদের ধরন এবং ডিএনএ এক। এই বিভাজনকারীরা বহু দেশে ছড়িয়ে রয়েছেন। বিপদ দেখলে তাঁরা পালিয়ে যান, মারা যায় অন্যরা।'

হিমন্তকে নিশানা

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : অসমে গোমাংস খাওয়া এবং বিক্রির ওপর সম্পূর্ণরূপে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করল বিরোধীরা। অসমের জোড়হাটের কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বৃহস্পতিবার বলেন, 'হিমন্ত বিশ্বশর্মা অসমকে দেউলিয়া করে দিয়েছেন। তাই অসমের বড় শহরগুলির নাম বদলে ফেলা হচ্ছে। আর গোমাংস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, এই কাজগুলির জন্য টাকা লাগবে না।' তাঁর কটাক্ষ, ঝাড়খণ্ডে ওঁর নেতৃত্বে বিজেপি লজ্জাজনক হারের সম্মুখীন হয়েছে। তাই নিজের দোষ এবং হার ঢাকতে এই ষড়যন্ত্র করেছেন উনি। আগামী নির্বাচনে অসমের মানুষ হিমন্তের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে শাস্তি দেবে।' অপরদিকে সপা সাংসদ ইকরা হাসান বলেন, 'অসমে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে স্বাধীনতার অধিকারের পরিপন্থী। এই ধরনের সিদ্ধান্ত সংবিধান বিরোধী।'

প্রিমিয়ারে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু মহিলার

হায়দরাবাদ, ৫ ডিসেম্বর : নাবালক পুত্র অভিনেতা অল্লু অর্জুনের ডাইহার্ড ফ্যান। সে-ই বায়না ধরেছিল তাকে অর্জুনের 'পুষ্পা ২' ছবি দেখতে নিয়ে যেতে হবে। ছোট ছেলের আবদার বলে কথা! পুত্রের মন রাখতেই ছবির প্রিমিয়ারে সপরিবার হায়দরাবাদের সন্ধ্যা থিয়েটারে গিয়েছিলেন দিলসুখনগরের বাসিন্দা ভাস্কর। আর সেই যাওয়াই কাল হল। পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে স্ত্রীর। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে পুত্র শ্রী তেজা। স্ত্রীকে হারিয়ে এখন দিশাহারা ভাস্কর। বলছেন, 'আমার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।'

ভাস্করের দুই সন্তান। স্ত্রী, পুত্র ছাড়াও কন্যাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সিনেমা দেখাতে। কন্যাও আহত। তবে তার অবস্থা সংকটজনক নয়। বৃহস্পতিবার কাঁদতে কাঁদতে ভাস্কর বললেন, 'আমার ছেলে তেজা অল্লু অর্জুনের বড় ভক্ত। ও বায়না ধরেছিল, 'বাবা আমাকে 'পুষ্পা ২' ছবি দেখাতে নিয়ে যাবে?' জানতাম, অল্লু অর্জুনের প্রতি ওর ভালোবাসা রয়েছে, তাই আবদার ফেরাতে পারিনি। সবাই মিলে গিয়েছিলাম সিনেমা দেখতে।'

পুষ্পা ২

বুধবার সন্ধ্যায় হলে অভিনেতা অল্লু অর্জুন হাজির হওয়ায় 'পুষ্পা ২' ছবির প্রিমিয়ারে দর্শকদের ঢল নেমেছিল। প্রেক্ষাগৃহ তো পরিপূর্ণ ছিলই, হলের বাইরেও ছিল বিপুল ভিড়। প্রিয় নায়ককে কাছ থেকে দেখার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল ভিতরে ও বাইরে। সংগীত পরিচালক দেবী শ্রী প্রসাদের উপস্থিতি সেই উন্মাদনা আরও বাড়িয়ে দেয়। সিনেমা হল থেকে সকলে একসঙ্গে বের হওয়ার চেষ্টা করতেই বিপত্তি বাধে। হুমড়ি খেয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন ভাস্করের স্ত্রী রেবতী, পুত্র এবং কন্যা। সেই ভিড় তাঁদের মাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। পুলিশ কোনও রকমে ভাস্করের স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যাকে উদ্ধার করে। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু রেবতীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। শ্রী তেজাকে বাঁচানো হয় পিসিআর দিয়ে। সাত বছরের মেয়েটির আঘাত লাগলেও সে এখন সুস্থ।

ঘটনার পর অল্লু অর্জুন এবং 'পুষ্পা ২' ছবি নির্মাতার তরফে ভাস্করের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সে কথা ছবি প্রযোজক বনি বাস গারু এক্সে জানিয়েছেন। আর্থিক সহযোগিতারও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে পরিবারকে।

'পুষ্পা ২ : দ্য রুল' পরিচালনা করেছেন সুকুমার। এটি ২০২১ সালের ব্লকবাস্টার 'পুষ্পা : দ্য রাইজ'-এর সিক্যুয়েল। ছবিটি ১০,০০০ স্ক্রিনে মুক্তি পাচ্ছে, কিন্তু এর প্রিমিয়ার শো-তে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে। টিকিটের দাম বাড়ানো নিয়ে ইতিমধ্যে আদালতে মামলা দায়ের হয়েছিল। যদিও ছবি মুক্তির অনুমতি দেয় তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট।

ভাস্করের স্ত্রীর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা পুলিশের। ডানদিকে, ছবিতে অল্লু অর্জুন।

সূর্য পর্যবেক্ষণে সফল উৎক্ষেপণ

শ্রীহরিকোটা, ৫ ডিসেম্বর : সূর্য পর্যবেক্ষণে মহাকাশে পাড়ি দিল জোড়া উপগ্রহ মিশন 'প্রবা-৩'। বৃহস্পতিবার ইসরো ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির জোড়া উপগ্রহকে সফলভাবে কক্ষপথে স্থাপন করেছে। এদিন পিএসএলভি রকেটে বিকাল ৪টা ৪ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে উপগ্রহ দুটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়। ইসরো জানিয়েছে, প্রবা-৩ উপগ্রহের এই মিশন বিশ্বে প্রথম সুনির্দিষ্ট ফর্মেশন-ফ্লাইং প্রযুক্তির উদাহরণ। মহাকাশে এগুলি একটি স্থির কাঠামোর মতো কাজ করবে, যা সূর্যের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণের সহায়ক হবে। আজকে সফল উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগতভাবে ইসরোর সক্ষমতা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল বলে মনে করা হচ্ছে।

লটারিতে রাতারাতি কোটিপতি কলমিস্ত্রি

সিরসা (হরিয়ানা), ৫ ডিসেম্বর : ভেবেছিলেন কল সারাতে সারাতেই গোটা জীবন কেটে যাবে তাঁর। কিন্তু কাহিনীতে মোচড় নিয়ে এল রংচংয়ে একটি লটারির টিকিট। সেই কিশোর বয়স থেকে হাড়ভাঙা খাটনি খেটেও সংসারের অভাব-অনটন ঘোচাতে পারেননি হরিয়ানার বাসিন্দা মঙ্গল সিং। বুধবার রাতে আচমকাই ভাগ্যের চাকা ঘুরল গরিব কলমিস্ত্রির।

সিরসার খৈরপুর গ্রামের বছর চল্লিশের কলমিস্ত্রি মঙ্গল লটারি জিতে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে গিয়েছেন। সেই বাবদ পেয়েছেন এক কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। লটারির টিকিট কাটা তাঁর বহুকালের নেশা। লটারির টিকিটে দু-চারবার ছোটখাটো অঙ্কের টাকা যে পাননি তা-ও নয়। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেননি তাঁর ভাগ্য এভাবে বদলে দেবে ছোট্ট একটি কাগজ।

মঙ্গলবার সারাদিনের কাজের শেষে রাত নটা নাগাদ পাড়ার দোকানে গিয়েছিলেন আড্ডা দিতে। তখনই তাঁর কাছে ফোন আসে লটারির দোকান থেকে। দোকানের মালিক তাঁকে সুখবরটা দেন। 'শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিল না। ঈশ্বর মঙ্গলময়। তিনি না চাইলে সারাজীবনেও এত টাকা উপার্জন করা সম্ভব হত না', বললেন মঙ্গল। বাড়িতে খবরটা পৌঁছোতেই খুশিতে ভেসে যায় পরিবার। আনন্দের খবর চার দেওয়ালে আটকে না থেকে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। পাড়াপড়শিরাও মেতে ওঠেন খুশিতে। মঙ্গল বললেন, 'উত্তেজনায় সারা রাত আমরা কেউ ঘুমাতে পারিনি।'

প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেড় কোটির লটারি হাতে মঙ্গল। সিরসা, হরিয়ানা।

মঙ্গলের দীর্ঘদিনের বন্ধু স্থানীয় বাসিন্দা মহেন্দ্র পাল বললেন, 'লটারি জেতার পর মঙ্গল প্রথম ফোনটা করে আমাকে। আমি ভেবেছিলাম সে মজা করছে। কিন্তু সব শুনে খুব খুশি হয়েছি। এত পরিশ্রমী একজনকে এই পুরস্কার পেতে দেখে সত্যিই খুব আনন্দ হচ্ছে।'

কিন্তু এত টাকা নিয়ে কী করবেন? জবাবে মঙ্গলের স্ত্রী বন্দনা বললেন, 'চিরদিন তো থাকলাম ভাড়াবাড়িতে। টাকা পেলে এবার নিজেদের একটা পাকা বাড়ি তৈরি করব। এতদিন বাদে আমাদের স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে।' আর কোনও সাধ নেই তাঁদের? মঙ্গল বললেন, 'তা কেন! নিজেদের মাথা গোঁজার ঠাঁই তো দরকারই। একইসঙ্গে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ও উচ্চশিক্ষা যাতে টাকার অভাবে বন্ধ না হয়, সেটাও দেখতে হবে।'

বধূ নির্যাতনের অভিযোগ শ্বশুরের বিরুদ্ধে

কালিয়াচক, ৫ ডিসেম্বর : বধূ নির্যাতনের অভিযোগে শ্বশুরকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। বুধবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের নাম কামালুদ্দিন শেখ (৫২)। বাড়ি কালিয়াচকের আলিনগর গ্রামে। পুষ্প পারভিন নামে এক বধূ কালিয়াচক থানায় তাঁর স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

পুষ্প পারভিনের অভিযোগ, 'সামান্য কারণেই তাঁর স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করছে। কখনও আবার বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনতে হবে বলে চাপ দিচ্ছে। কথা না শুনলেই সকলে মিলে মারধর করছে। সবসময় অশান্তি করছে। সেই কারণে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

মঙ্গলবার রাতে কালিয়াচক থানার পুলিশ আলিনগর গ্রামে অভিযান চালিয়ে নির্যাতিতা বধূর শ্বশুর কামালুদ্দিন শেখকে গ্রেপ্তার করে। যদিও বাকি অভিযুক্তরা পলাতক।

কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায় চৌধুরী বলেন, 'বধূ নির্যাতনের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।'

ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, ধৃত ২

কালিয়াচক, ৫ ডিসেম্বর : চোরাপথে বাংলাদেশে পাচার করার আগেই লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশি হেপাজত চেয়ে বৃহস্পতিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের নাম জিয়েম হাসান (৩৩) ও অসীম শেখ (৩০)। জিয়েমের বাড়ি কালিয়াচকের সাদরিটোলা গ্রামে। অসীমের বাড়ি কালিয়াচকের শাহবাজপুর গ্রামে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচকের গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ গোলাপগঞ্জ পঞ্চায়েতের নলদাহাড়ী এলাকায় হানা দিয়ে বাইক সহ দুইজনকে আটক করে। তাঁদের তল্লাশি চালিয়ে দুটি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। ওই প্যাকেট থেকে ১১ হাজার ৬২০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। তারপরেই দুইজনকে গ্রেপ্তার করে কালিয়াচক থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বৃহস্পতিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। মাদকচক্রের সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

কাফ সিরাপ আটক

গঙ্গারামপুর, ৫ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে পাচারের আগেই নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধারের পাশাপাশি এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের হাতে তুলে দিল সীমান্তবর্তী জওয়ানরা। ধৃতের নাম আয়নাল মিয়াঁ (৩৫)। বাড়ি গঙ্গারামপুর থানার বাসুরিয়া ডালপাড়া এলাকায়। বৃহস্পতিবার ধৃতকে বালুরঘাট জেলা আদালতে তোলা হয়।

বুধবার সন্ধ্যায় গঙ্গারামপুর থানার ভাদ্রা বিওপির দিঘিশাল এলাকায় সীমান্তবর্তী জওয়ানরা আয়নালকে ধরে ফেলে তল্লাশি শুরু করে। তাঁর কাছ থেকে ১২৪ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার হয়। রাতেই আয়নালকে গ্রেপ্তার করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

৬ জমি মাফিয়াকে বেঁধে শাস্তি গ্রামবাসীর

পুরাতন মালদা, ৫ ডিসেম্বর : বিতর্কিত জমি কিনতে গিয়ে বিপদে পড়লেন ছয় জমি মাফিয়া। তাঁদের বেঁধে রেখে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসী। মাঠ বিক্রি রুখতে এককাট্টা হয়ে যান গ্রামবাসী। খবর পেয়ে ওই ছয় ব্যক্তিতে উদ্ধারে গিয়ে নাকাল হতে হয় পুলিশকে। এমনিই ঘটনায় বুধবার বিকেলে পুরাতন মালদার ব্লকের ভাবুক অঞ্চলের পূর্ববাঞ্ছাপাড়া উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে কোনওরকমে বিক্ষোভ সামাল দিয়ে আটকদের উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ।

পুরাতন মালদার ভাবুক পঞ্চায়েতের পূর্ব বাঞ্ছাপাড়া এলাকায় প্রায় পাঁচ একর নয় শতক আকারের এই মাঠ ঘিরেই বিবাদের সূত্রপাত। গ্রামবাসীদের দাবি, এলাকায় এই খেলার মাঠ রেকর্ডে গো চর বলে উল্লেখ রয়েছে। গো চর কথার অর্থ হলো যেখানে গোরু চলাচল করে। পাশাপাশি এই জমি খেলার মাঠ এবং স্থানীয় মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার হয়। কিন্তু, বেশ কিছুদিন ধরেই একশ্রেণির জমি মাফিয়ারা এই জমির রেকর্ড বদলে, নিজেদের নামে করে মাঠ দখলের চেষ্টা করছে। মাঠ দখল বা বিক্রি করতে দেবেন না বলেও হুঁশিয়ারি দেন গ্রামবাসী। যদিও অভিযুক্তরা জানান, জমি নিয়ে সমস্যা রয়েছে তা জানা ছিল না। দালাল মারফত জমি দেখতে এসে বিপদে পড়েন তাঁরা।

টাকার জন্য চাপ দেওয়ার অভিযোগ স্ত্রীর বিরুদ্ধে

শোয়ার ঘরে স্বামীর রহস্যমৃত্যু

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর : সাংসারিক অশান্তি। টাকার জন্য লাগাতার চাপ দিতেন স্ত্রী। স্বামীকে মারধর করে সব টাকা কেড়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এরপরেই বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে স্বামীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করলেন পরিবারের সদস্যরা। এমনই অভিযোগ দায়ের করা হল বালুরঘাট থানায়। এদিন ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বালুরঘাট পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তমাশা এলাকায়। মৃতের নাম সুশান্ত সাহা (৩৮)। তিনি পেশায় ডেকোরেটর কর্মী ছিলেন। মাঝেমধ্যে ভিনরাজ্যেও কাজ করতেন।

প্রায় ২১ বছর আগে চকভৃগুতে দেখাশোনা করে বিয়ে হয় সুশান্ত ও রুম্পা সাহার। তাঁদের একটি মেয়েও রয়েছে। পরিবারের দাবি, ১১ বছর ধরে স্বামী -স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। তারপর থেকে মেয়েকে নিয়ে রুম্পা চকভৃগু এলাকায় ভাড়া থাকতেন। বাড়িতে একাই থাকতেন স্বামী।

পরিবারের দাবি, তাঁদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি। তবে তাঁরা একসঙ্গে থাকতেন না। এদিকে স্বামীকে টাকার জন্য চাপ দিতেন রুম্পা। টাকা না দিলে পরে স্বামীকে মারধরও করতেন। এদিকে স্ত্রীর চাহিদা মেটানোর জন্য মাঝেমধ্যে ভিনরাজ্যে কাজ করতে যেতেন সুশান্ত। দিন দুয়েক আগেও স্ত্রী এসে তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে যান। চাহিদামতো টাকা দিতে না পারায় সুশান্তকে মারধরও করা হয়। ঘটনা জানাজানি হতেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন সুশান্ত। এরপর বুধবার গভীর রাতে নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে ঘরের দরজা না খোলায় আত্মীয়রা দরজা ভেঙে ফেলেন। তারপর রান্নাঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়।

মৃতের কাকা বিশ্বজিৎ সাহার শোক, 'ভাইপোকে শান্তি পেতে দেয়নি তার স্ত্রী। বিয়ের পর থেকেই ঝামেলা চলছিল। ভাইপোর কাছ থেকে শুধু টাকা নিত। সেটাই ছিল সম্পর্ক। দুদিন আগেও ভাইপোকে মারধর করে সব টাকা নিয়ে নেয়। মানসিক অবসাদে সে আত্মহত্যা করেছে। আজ সকালে দরজা না খোলায় আমি অনেক ডাকাডাকি করি। তারপরও সাড়া দেয়নি। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখি, ও গলায় ফাঁস দিয়েছে। আমরা থানায় অভিযোগ করেছি। ওর স্ত্রীর চরম শাস্তি চাই।'

> ভাইপোকে শান্তি পেতে দেয়নি তার স্ত্রী। বিয়ের পর থেকেই ঝামেলা চলছিল। ভাইপোর কাছ থেকে শুধু টাকা নিত। সেটাই ছিল সম্পর্ক। দু'দিন আগেও ভাইপোকে মারধর করে সব টাকা নিয়ে নেয়। মানসিক অবসাদে সে আত্মহত্যা করেছে। আজ সকালে দরজা না খোলায় আমি অনেক ডাকাডাকি করি। তারপরও সাড়া দেয়নি। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখি, ও গলায় ফাঁস দিয়েছে। আমরা থানায় অভিযোগ করেছি। ওর স্ত্রীর চরম শাস্তি চাই।
>
> **বিশ্বজিৎ সাহা, মৃতের কাকা**

একই মন্তব্য করেছেন সুশান্তের দাদা দেবাশিস দাস। তাঁর ক্ষোভ, 'স্ত্রীর জন্য ভাই আজ নিজেকে শেষ করে দিল। আমরা রুম্পার নামে অভিযোগ করেছি। পুলিশের কাছে আবেদন, পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।' যদিও এনিয়ে স্ত্রীর কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, ডিএসপি হেড কোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'এনিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

'বিডিও অফিসে চাকরির জন্য যোগাযোগ করুন'

বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর : 'বালুরঘাট ব্লক অফিসে দুটো শূন্যপদ রয়েছে। সেখানে নিয়োগ করা হবে। আপনার পরিচিত কাউকে নিয়োগ করতে চাইলে দ্রুত যোগাযোগ করুন।' ফোনের ওপার থেকে এই কথাগুলি যিনি বললেন, তিনি নিজের পরিচয় দিচ্ছেন বালুরঘাট ব্লকের জয়েন্ট বিডিও হিসেবে। শ্রোতা ডাঙ্গার পঞ্চায়েত প্রধান।

তবে চাকরির লোভ প্রধান ম্যাডামের উপস্থিত বুদ্ধিকে ছাপিয়ে যায়নি। তিনি অন্তত নিজের ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সাহেবের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেছিলেন। তবে বালুরঘাট থানায় এই ফোনের বিষয়ে অভিযোগ করতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন, শুধু ডাঙ্গা নয় বালুরঘাটের একাধিক পঞ্চায়েত প্রধানকেই এই টোপের মাছ বানানোর চেষ্টা করেছেন ফোনতুতো 'জয়েন্ট বিডিও' সাহেব।

ডাঙ্গা, নাজিরপুর, বোয়ালদার ও ভাটপাড়া সহ ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধানদের ফোন করে একইভাবে প্রতারণার চেষ্টা করা হয়েছে। খুব সাধারণভাবেই

প্রতারণার জালে ১১ পঞ্চায়েত প্রধান

অনুমান, চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা হাতানোর পরিকল্পনা ছিল প্রতারণাচক্রের। ছিপ অবশ্য একটিই। ওই একটি নম্বর থেকেই সকলকে ফোন করা হয়েছে এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে সেই নম্বরে 'এখন যোগাযোগ করা যাচ্ছে না'।

ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আলপনা বর্মন প্রতারিত হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গর্বের সঙ্গে জানান, 'আমি স্যারের গলা চিনি। যিনি ফোন করেছিলেন তার গলা অপরিচিত লাগে। আজ সরাসরি বিডিও স্যারকে সবটা জানাই। বুধবার বিকেলে আমাকে ফোন করা হয়। তখন আমি হাসপাতালে ছিলাম। আমাকে ফোন করে বলা হয় ব্লক অফিস থেকে জয়েন্ট স্যর বলছেন। বলা হয় দুটি শূন্যপদ রয়েছে। যেভাবে সকলকে ফোন করা হয়েছে মনে হচ্ছে এটা একটা চক্রান্ত।'

তবে আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন বালুরঘাটের বিডিও সম্বল ঝা। তিনি জানান, 'আমাদের অফিসে কোনও শূন্যপদ নেই। আমাদের প্রধানরা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিষয়টি ধরে ফেলেছেন। তাঁরা বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।' ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদের বক্তব্য, 'গুরুত্ব সহকারে অভিযোগটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ভিনরাজ্যে হেনস্তা মালদা-মুর্শিদাবাদের শ্রমিকদের

অধ্যক্ষের দ্বারস্থ ইশা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : মালদা-মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে হেনস্তা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর। বিষয়টি নিয়ে এবার তিনি লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার দ্বারস্থ হতে চলেছেন। এব্যাপারে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র হস্তক্ষেপও দাবি করেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি বিরোধী দলনেতা ও দলীয় সাংসদ রাহুল গান্ধিকেও এই বিষয়ে চিঠি লিখেছেন।

বৃহস্পতিবার ইশা খান চৌধুরী বলেন, দক্ষিণ মালদা এবং মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকরা দেশের যে কোনও রাজ্যে কাজে গেলে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। শুধু তাই নয়, বাংলার বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে তাঁরা চূড়ান্ত হেনস্তার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে লোকসভায় একাধিকবার সরব হতে চাইলেও তাঁকে সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ এদিন আরও বলেন,এই মুহূর্তে বাংলাদেশের টালমাটাল পরিস্থিতিতে মালদা এবং মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্যের বাইরে যেখানেই কাজে যাচ্ছেন, সেখানেই বাংলাদেশি

অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁদের।

সাংবাদিকদের সামনে ইশা বলেছেন, 'এই মুহূর্তে এটি একটি জাতীয় স্বার্থের বিষয়। অথচ লোকসভায় বিষয়টি নিয়ে আমাকে বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। আমার লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন পরিযায়ী শ্রমিক, হকাররা ওডিশা, রাজস্থান বা উত্তরপ্রদেশে কাজের স্বার্থে গিয়ে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।' তিনি অভিযোগ করেন, 'ভারতীয় নাগরিকের পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত রাজ্যের সাধারণ মানুষ তাঁদের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে হেনস্তা করছে এবং মারধর করছে।' তিনি দাবি করেন, পুলিশ বা স্থানীয় প্রশাসন সবকিছু জেনেও এই বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ আরও বলেন, 'বিষয়টি জাতীয় ইস্যু নয়, এই যুক্তিতে আমাকে লোকসভায় এনিয়ে বলতে দেওয়া হচ্ছে না।'

ফর্ম ফিলআপের মূল্য অতিরিক্ত ২০০ টাকা

বৈষ্ণবনগর, ৫ ডিসেম্বর : মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফর্ম ফিলআপ করতে নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা। এমনই অভিযোগ উঠেছে একটি সরকারি স্কুলের বিরুদ্ধে। পড়ুয়াদের থেকে ফর্ম ফিলআপের জন্য ২০০ টাকা করে বাড়তি নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলের বিরুদ্ধে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, ফর্ম ফিলআপের জন্য তাঁদের ২০০ টাকা করে অতিরিক্ত দিতে হচ্ছে। মূলত, উচ্চমাধ্যমিকের ফর্ম ফিলআপ করতে ২০০ টাকা লাগার কথা পড়ুয়াদের। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের কাছে নেওয়া হচ্ছে ৪০০ টাকা। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই পড়ুয়াদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে, বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ সুশান্ত সরকার এই বিষয়ে জানিয়েছেন, 'বিষয়টা আলোচনা করেই ঠিক হয়েছিল। মেইন সেন্টার থেকেই অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে। যদি কোনও পড়ুয়ার আর্থিক সমস্যা থাকে, তাহলে লিখিতভাবে আবেদন জানালে বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করে দেখা হবে।'

চোলাই সহ গ্রেপ্তার ২

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ৩০ লিটার চোলাই মদ সহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ আবগারি দপ্তর। ধৃতদের নাম নারায়ণ হরিজন (৪০)। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার অর্থ গ্রামে। অপরজনের নাম সনৎ বর্মন (৩৬)। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার লক্ষণীয় গ্রামে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে আবগারি দপ্তর। এদিন ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আবগারি দপ্তরের পুলিশ হানা দিলে ৩০ লিটার চোলাই মদ সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নারায়ণ স্মরণে

বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর, ৫ ডিসেম্বর : সিপিএমের জেলা সম্পাদক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী নারায়ণ বিশ্বাসের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে পালিত হল। এদিন গঙ্গারামপুর গ্রামোদ্যোগ সমিতির তরফেও প্রয়াত নেতার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়।

বিডিওকে তালাবন্দি করে রাখার হুঁশিয়ারি

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : 'আবাস যোজনায় যোগ্যদের যদি ঘর না দেওয়া হয় তাহলে বিডিওকে তালাবন্দি করে রাখা হবে।' আবাস যোজনার ঘর বণ্টনে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে খানিকটা এরকমই হুঁশিইয়ারি দিল বিজেপি। বৃহস্পতিবার দুপুরে আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শতাধিক কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে পথে নামে বিজেপি। সংগঠনের তরফে রায়গঞ্জে বিডিও অফিস ঘেরাও করা হয়। রাজ্য সরকার সহ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ উগড়ে দেন বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন বিজেপির এক প্রতিনিধি দল অফিসের ভিতরে স্মারকলিপিও জমা দিতে যান।

দলের জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার বলেন, 'প্রকৃত ও যোগ্য ঘরপ্রাপকদের সঙ্গে নিয়ে আমরা বিডিও অফিসে এসেছি। তৃণমূলের লোকদের নোডাল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করে যোগ্যদের ঘর পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সেই তালিকা ও তথ্য তুলে দিতে আমরা আজ বিডিও অফিসে এসেছিলাম। আমাদের প্রতিনিধিদল বিডিওর সঙ্গে দেখা করতে গেলেও বিডিও কার্যত পালিয়ে গিয়েছেন।'

ব্রাউন সুগার সহ ধৃত ১

হেমতাবাদ, ৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার সকালে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল গোয়ালপোখর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম নাজমুল হক (৩০)। বাড়ি গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপারায়। পাশাপাশি ব্রাউন সুগার পাচারের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম মহম্মদ শাহানাজ, বাবলু আলম, মহম্মদ রজ্জাক। তাদের বাড়ি চোপড়া থানার সোনাপুর সংলগ্ন ধামিগছ গ্রামে। তাদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে ৮৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার।

পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'মাদকবিরোধী অভিযান চলছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। কাউকে রেয়াত করা হবে না। বিষয়টি নিয়ে জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ তদন্ত করছে।' পূর্ণিয়া মোড় ১২ ও ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সংযোগস্থল। সেই সঙ্গে বিহারের সীমানাও। সেখান থেকে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ২৫ কিলোমিটার উত্তরে বিহারের কিশানগঞ্জ, মাদক কারবারের চিকেন নেক হিসেবে পরিচিত।

মহিলাদের মিছিল

প্রথম পাতার পর

পথে নামেন। একইভাবে কুশমণ্ডির উদয়পুর পঞ্চায়েতের সরাইপুরের মহিলারাও পথে নামলেন বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম তৈরির অঙ্গীকার নিয়ে। পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বাল্যবিবাহের কুফল জানালেন মহিলারাই।

একটি আলোচনা শিবিরে অংশ নিয়ে জেলার শক্তি বাহিনীর কোঅর্ডিনেটর মিজানুর রহমান বলেন, 'জেলাজুড়ে এই প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। কোথাও রাতে, কোথাও দিনে বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম তৈরি করতে জোট বেঁধেছেন মহিলারা।' মঙ্গল ও বুধবার পর পর দুইদিন এমনই কর্মসূচি পালন করা হল হরিরামপুর ও কুশমণ্ডিতে।

পথে নেমেছেন খারুয়ার আঞ্জুয়ারা খাতুন। তাঁর কথায়, 'অনেক সময় স্বাস্থ্য ভালো হলে বাবা-মা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। আর এই অলিখিত নিয়ম বহু পুরোনো। তাই মানুষের বুঝতে সময় লাগছে।' একই বক্তব্য মালতীবালা সরকারেরও।

মেয়েদের বাঁচাতে বদ্ধপরিকর কুশমণ্ডির উদয়পুর পঞ্চায়েতের সরাইপুর গ্রামের আলো রায়, নমিতা রায়রা। আলোর মত, 'বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে পঞ্চায়েতকে আরও জোরদার হতে হবে।' সুর মিলিয়েছেন নমিতাও। তাঁর কথায়, 'সরকার এমন নিয়ম করুক, যাতে প্রধানের সই ছাড়া বিয়ে না হয়। পাশাপাশি, নাবালক- নাবালিকার বিয়ে প্রশাসনের কাছে ধরা পড়লে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।' কুশমণ্ডির বিডিও নয়না দে জানিয়েছেন, 'বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য প্রশাসনের তরফে লাগাতার প্রচার চালানো হচ্ছে। কড়া পদক্ষেপও করা হয়েছে।' কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহার বক্তব্য, 'স্কুলগুলিতে লাগাতার প্রচার করা হচ্ছে।' মহিলাদের অভিনব পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন মিজানুর রহমান। তাঁর মন্তব্য, 'বাল্যবিবাহ বন্ধে মহিলারা এগিয়ে এলে সুফল পাওয়া যাবে হাতে হাতে।' প্রশাসন যত কড়া পদক্ষেপই করুক, বাল্যবিবাহ এখনও সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে দূর হয়নি। প্রশাসন ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগ তো রয়েছেই, মহিলাদের উদ্যোগ এক্ষেত্রে কতটা সফল হয়, সেদিকেই তাকিয়ে এই দুই ব্লক।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু বৃদ্ধার

রায়গঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে ছোট গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই বৃদ্ধার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। মৃত ওই বৃদ্ধার নাম সন্ধ্যা বর্মন (৫৯)। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার রামপুর পঞ্চায়েতের লক্ষণীয়া গ্রামে।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে ছোট গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয় ওই বৃদ্ধা। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে মহারাজা হাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে কর্তব্যরত চিকিৎসক। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভূতনির গ্রাম

প্রথম পাতার পর

এই অবস্থায় ভিটেমাটি হারিয়ে পরিবার নিয়ে কোথায় আশ্রয় নিবে, তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় এলাকাবাসী। সরকারের কাছে তাঁদের আবেদন পুনর্বাসনের। তবে শুধু দুশ্চিন্তা নয়, সেচ দপ্তরের কর্মকাণ্ডে ক্ষোভ বাড়ছে জনমানবে।

প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য বীরবল মাহাতোর কথায়, 'আমাদের গ্রাম বাঁধহীন অবস্থায় আছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভাঙনে এই গ্রামের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। আমাদের আর কোনও ভিটেমাটি নেই। আমরা চাই, সরকার আমাদের কোনও নিরাপদ এলাকায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক।'

তবে মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'নতুন রিংবাঁধের বাইরে অসংরক্ষিত কালুটোনটোলা এলাকায় যতগুলি পরিবার থেকে যাবেন, তাঁদের জন্য পাট্টার মাধ্যমে জমি প্রদান করা হবে এবং তাঁদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।'

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই ভূতনির অসংরক্ষিত এলাকার প্রায় কুড়িটিরও বেশি গ্রাম গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। বিশেষত, হীরানন্দপুর অঞ্চল ও উত্তর চণ্ডীপুরের বেশ কয়েকটি গ্রামের অস্তিত্ব মুছে গিয়েছে ভাঙনে। গত বছরের ভাঙনে কেশরপুর ও কালুটোনটোলার একাংশ তলিয়ে গিয়েছে গঙ্গাগর্ভে। বর্তমানে প্রায় ৪০টি পরিবার ভিটেমাটি হারাতে বসেছে।

সেনা পাঠানোর নিদান

প্রথম পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ওঁর দেশের জন্য শান্তিরক্ষা বাহিনী চাইতে গিয়ে ভুল করে বাংলাদেশ বলে ফেলেছেন।'

বস্তুত, ৫ অগাস্টের পালাবদলের পর থেকে বাংলাদেশজুড়ে যে অরাজকতা এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়েছে, তা এখনও পর্যন্ত থামেনি। এই পরিস্থিতির জন্য সরাসরি ইউনূসকে দায়ী করেছেন শেখ হাসিনা। সম্প্রতি এক ভার্চুয়াল বক্তৃতায় শান্তিতে নোবেলজয়ী ইউনূসকে বাংলাদেশে গণহত্যার নায়ক বলে আক্রমণও করেন তিনি। ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে হাসিনার এই কর্মকাণ্ড ও প্রচার গোড়া থেকেই চক্ষুশূল ইউনূস সরকারের। এদিন ট্রাইবিউনাল আওয়ামি লিগ সভানেত্রীর বক্তব্য প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির পর আইনজীবী গাজি মোনাওয়ার হুসেন বলেন, 'আমাদের আবেদন ট্রাইবিউনাল শুনেছে এবং মঞ্জুর করেছে। ভবিষ্যতে যেন শেখ হাসিনার কোনও ধরনের বিদ্বেষমূলক বক্তব্য সম্প্রচার বা প্রকাশ করা না হয়, সেই নির্দেশও দিয়েছে। আমরা আবেদনটি করেছিলাম একজন আসামির উসকানিমূলক বক্তব্যের বিষয়ে। তিনি হলেন শেখ হাসিনা। সামাজিক মাধ্যমগুলির কর্তৃপক্ষের কাছে ট্রাইবিউনালের নির্দেশ লিখিত আকারে পাঠানো হবে।'

তবে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব কোনওপ্রকার হুমকিতে নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, 'ভারতকে নিয়ে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। সীমান্ত স্বাভাবিক রয়েছে। তবে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলি বাংলাদেশ সম্পর্কে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এর জবাবে বাংলাদেশের মিডিয়াকে সত্য খবর প্রকাশ করে ভারতীয় মিডিয়ার অপপ্রচারের জবাব দিতে বলা হয়েছে। তারা যা করছে, আপনারা এর প্রতিবাদ করবেন। সত্যি ঘটনা প্রকাশ করবেন। তাতেই ভারতের মুখে চুনকালি পড়বে।' তিনি বলেন, 'সীমান্তে কোনও উত্তেজনা না থাকলেও বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে ভারত লাগাতার অপপ্রচার করছে।'

এদিকে আগরতলায় বাংলাদেশের উপহাইকমিশনে হামলার ঘটনা নিয়ে লাগাতার তোপ দাগলেও ঢাকাস্থিত ইন্দিরা গান্ধি কালচারাল সেন্টারে আক্রমণের ঘটনায় কোনও উচ্চবাচ্য করছে না ইউনূস সরকার। শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর ওই কালচারাল সেন্টারে হামলা চালিয়েছিল ইসলামিক কট্টরপন্থীরা। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেখানে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ইউনূস সরকার। ২০১০ সালে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের জন্য ওই সেন্টারটি গড়ে তোলা হয়েছিল। সেখানে ২১ হাজারেরও বেশি বই নিয়ে তৈরি একটি গ্রন্থাগারও রয়েছে।

এদিকে ভারতবিরোধী সুর ক্রমশ চড়াচ্ছেন বিএনপি-র সিনিয়ার যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভি। তিনি এদিন ভারতীয় পণ্য বর্জনের হুমকি দিয়েছেন। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে তিনি নিজের স্ত্রী আরজুমান আরা বেগমকে দেওয়া ভারতীয় শাড়ি ছুড়ে ফেলে দেন। বিএনপি-র নেতাকর্মীরা তাতে আগুন লাগিয়ে দেন। ভারতীয় পণ্য বর্জন এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহার করার স্লোগানও দেওয়া হয় সেখানে। রিজভি বলেন, 'যারা আমার দেশের পতাকাকে নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলে, আমরা তাদের দেশের পণ্য বর্জন করব। আমাদের মা-বোন-স্ত্রী-রাও আর ভারতীয় শাড়ি কিনবেন না। ভারতের সাবান, টুথপেস্ট কিনবেন না।' রিজভির হুঁশিয়ারি, 'আমার দেশ ও আমরা স্বনির্ভর। আমাদের এখানে পেঁয়াজ হয়। ভারতের পেঁয়াজের চেয়ে আমাদের পেঁয়াজের ঝাঁঝ অনেক বেশি। ভারতের লংকার চেয়ে আমাদের লংকার ঝাল অনেক বেশি।' বৃহস্পতিবার বিকালে ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেন প্রধান উপদেষ্টা। অন্যদিকে আইনজীবী সইফুল ইসলাম হত্যা মামলার আসামি চন্দন দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোরে ভৈরব রেলস্টেশন থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিহার জাগে, বাংলা শুধু ঘুমায়ে রয়

প্রথম পাতার পর

কি এমন জায়গা আছে, যেখানে ভিনরাজ্য থেকে কয়েক হাজার পরিযায়ী শ্রমিক প্রতিবছর আসেন একটা কাজ করতে?

মাথা চুলকোবেন অনেকেই। পালটা প্রশ্ন করবেন, এমন জায়গা উত্তরবঙ্গে আদৌ কোথায়?

উত্তরঃ অবশ্যই আছে। জায়গাটা মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর। এখানে মাখনা চাষ, উঁহু মাখনা বিপ্লবকে কেন্দ্র করে বিহারের ১০ থেকে ১৫ হাজার লোক হরিশ্চন্দ্রপুরে আসেন মাখনা চাষের জন্য। বিহার মানে আসলে অধিকাংশই দ্বারভাঙ্গা জেলার। সেখানকার আলিনগর, বাহাদুরপুর, বেহেরা, হায়াঘাট, কেওটি, নেহেরার মতো গ্রামের লোক বছরের ৮ থেকে ১০ মাস কাটান হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন প্রান্তে। সপরিবার। বাচ্চারা অনেকে স্থানীয় স্কুলে পড়ে। এঁদেরকে স্থানীয়রা বলেন, মাখনার ফড়িয়া শ্রমিক। রেলস্টেশনের রাস্তার দিকে যান অথবা বারদুয়ারি বা চাঁচলের দিকে। দেখবেন, রাজ্য সড়কের পাশেই থাকার জায়গা করে ফেলেছেন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই।

অবৈজ্ঞানিকভাবে পুরো কাজ চললেও সংখ্যাতত্ত্ব চমকে দেয়। মালদায় মাখনা চাষ হয় ২৩ হাজার ৫০০ একর জমিতে। মাখনা হয় ৩২ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন। অন্তত ২৫০ কোটি টাকার মাখনার ব্যবসা হচ্ছে। বার্ষিক টার্নওভার ৭০ কোটি ৫০ লক্ষ। অথচ মাখনার প্যাকেজিং নিয়ে কারখানা হচ্ছে অন্যত্র। মালদায় কিছু হয় না।

অনেক প্রশ্ন উঠবে পরপর। এত লোক বিহার থেকে আসে কেন? স্থানীয়দের দিয়ে এই কাজ হয় না? তা হলে তো পরিযায়ী হিসেবে স্থানীয়দের যেতে হয় না ভিনরাজ্যে।

উত্তরটি অতি সহজ। মাখনা তোলার কাজ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সবাইকে দিয়ে এ কাজ হবে না। জলে নেমে ডাঁটা থেকে মাখনার ফল তুলতে হয়। সেটা খুব কঠিন। হাতের চেহারা, রংই পালটে কুচকুচে কালো হয়ে যায়। দ্বারভাঙ্গার লোকেরা এই কাজ যত ভালো করেন, অন্য কেউ তা পারে না।

এত কথা লিখছি একটা যন্ত্রণা থেকে। মালদার মাখনা চাষকে আরও আধুনিক, আরও উন্নততর করার কোনও ভাবনাই রাজ্য সরকার বা জেলা কৃষি দপ্তরের নেই। বাম আমলেও ছিল না, তৃণমূল আমলেও নেই। বিহারের দ্বারভাঙ্গা, কাটিহার, পূর্ণিয়া এলাকায় মাখনার রমরমা দেখে হরিশ্চন্দ্রপুরের বারদুয়ারির পুরুষোত্তম ভগৎ এলাকায় মাখনার চাষ শুরু করেন বছর তিরিশেক আগে। বারবার দৌড়েছেন কলকাতায়। যদি রাজ্য কিছু করে।

একটা সময় এলাকার বিধায়ক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মৈত্র কৃষি বিপণনমন্ত্রী ছিলেন, এখন যেমন স্থানীয় বিধায়ক তাজমুল হোসেন মন্ত্রী। তবু মাখনাকে কেন্দ্র করে নতুন শিল্পাঞ্চল হয়নি হরিশ্চন্দ্রপুরে। মাঝে শুনেছিলাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুরে মাখনা প্রক্রিয়াকরণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হবে। মাখনাকে নিয়ে স্পেশাল ইকনমিক জোনেরও কথা উঠেছিল। হায়, সব কথাই থেকে গেল! তাজমুল অ্যান্ড কোং ব্যাপারটার গুরুত্বই বোঝেন না।

বিহার কী করল? ২০২২ সালের এপ্রিলে তারা জিআই ট্যাগ পেয়ে গেল মাখনার। সেটা পূর্ণিয়ার মিথিলাঞ্চল মাখনা উৎপাদক সংস্থার নামে। দ্বারভাঙ্গায় হল মাখনার ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার। দ্বারভাঙ্গার সাংসদ গোপালজি ঠাকুর সংসদে অনেকবার মাখনার প্রসঙ্গ তুললেন। এমনও বলা হল, দ্বারভাঙ্গার তিনটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হল পুকুর, মাছ এবং মাখনা। ভাগলপুরের বিহার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের কাজে লাগানো হল মাখনার জিআই ট্যাগ আনার ব্যাপারে।

মালদা, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ শুধু ঘুমিয়ে রইল। মন্ত্রীরা, সাংসদরা, আমলারা, কৃষি গবেষকরাও।

ইন্টারনেটে যান। দেখবেন মাখনা নিয়ে চার বছর আগে একটা সিনেমা হয়েছে--মিথিলা মাখন। মৈথিলি ভাষায় প্রথম ছবি হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে সেটা।

বাংলা আদৌ কিছু ভেবেছে মাখনার প্রচার ও প্রসার নিয়ে? মালদা আগে যে কারণে বিখ্যাত ছিল, সবই নষ্টের দিকে। আমবাগান কমছে। নষ্ট হচ্ছে স্বাদ। চাষে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয় না বলে আমের আকারও ছোট হচ্ছে, ফলের গায়ে বিশ্রী দাগ। রেশম, আরেক গর্বের জায়গাও ধ্বংসের পথে। এই অবস্থায় মালদার প্রশাসন মাখনা চাষকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারত। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর চুপ করে বসে মালদার প্রশাসনের মতো। এদেরও জেগে ঘুমোনো অভ্যাস।

সবচেয়ে দুর্দশা হরিশ্চন্দ্রপুরের মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের। কোটা সিস্টেমে মন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর হাতে মাইক্রো, স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক। মাখনা নিয়ে সেখানেই নতুন কিছু করা যেত। ভাবাই হয়নি। শুনছি, এতদিনে নাকি এক উন্নত মেশিন আসবে মাখনা তৈরির জন্য। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েও উদয়ন গুহ বা সাবিনা ইয়াসমিন বা গৌতম দেব মাখনাকে বাংলার অস্ত্র করার কথা ভাবেননি। যানইনি ওদিকে। গৌড়-আদিনার পর্যটনই অনাদরে ধুঁকছে, তো মাখনাশিল্প!

কলকাতার তুলনায় উপেক্ষা জোটে, এই আক্ষেপ শিলিগুড়ি টু কোচবিহারের লোকেদের, নেতাদের। মালদা ও দুই দিনাজপুরও সেভাবে বলতে পারে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর শুধু শিলিগুড়ি-কোচবিহার-জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ারের কথা ভাবে। মন্ত্রক ও মন্ত্রীর কাছে মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট অবহেলিত। মাখনাশিল্প জেলার মন্ত্রীদের কাছেও চিরউপেক্ষিত। একদিন মাখনাও হয়তো আম বা রেশমের মতো বর্ণহীন হয়ে যাবে!

খেলায় আজ

১৯৮৮ : রবীন্দ্র জাদেজার জন্মদিন। ৪৪ টেস্টে ২০০ উইকেট নিয়ে তিনি বাঁহাতি স্পিনারদের মধ্যে দ্রুততম হিসেবে মাইলস্টোনে পা রাখেন।

সেরা অফবিট খবর

বিরাট ঘুমেই লুকিয়ে রহস্য

৩৬ বছরের বিরাট কোহলির ফিটনেস তরুণদের ঈর্ষার বিষয়। অনুষ্কার কথায় যার রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তাঁর ৮ ঘণ্টা ঘুমে। বলেছেন, 'ঘুমের সঙ্গে কখনও বিরাট সমঝোতা করে না। ঘুমের জন্য পর্যাপ্ত সময় খরচে ও কার্পণ্য করে না। যা ওর পারফরমেন্সকে আরও ধারালো করে তোলে।'

ভাইরাল

চা বাগানে ফোটোশুট

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড মহিলাদের টি২০ সিরিজের জন্য দুই অধিনায়ক নিগার সুলতানা ও গ্যাবি লুইসকে নিয়ে ফোটোশুট করা হয়। এজন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল ১৭৫ বছর পুরোনো সিলেটের মালনিছড়া চা বাগানকে। দুই অধিনায়ককে সাজানো হয়েছিল চা শ্রমিকদের পোশাকে।

সংখ্যায় চমক

৫

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম শতরান করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার রিয়ান রিকেলটন (১০১)। যার সুবাদে প্রোটিয়াদের ইতিহাসে ২০২৪ সালে প্রথম টেস্ট শতরানকারীর সংখ্যা পৌঁছে গেল পাঁচে।

উত্তরের মুখ

কুয়ালালামপুরে এশিয়া প্যাসিফিক ডেফ গেমস টেবিল টেনিসে জোড়া পদক জিতলেন শিলিগুড়ির শুভেচ্ছা রায় (ডানদিকে)। বিবেকানন্দ ক্লাবের কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থীটি প্রতিযোগিতায় মহিলাদের টিম ইভেন্টে রুপো ও ডাবলসে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন।

স্পোর্টস কুইজ

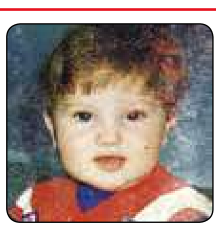

১. বলুন তো ইনি কে?

২. অলিম্পিক মশাল কীসের প্রতীক?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. প্যাট কামিন্স,
২. গ্যারি কাসপরভ।

সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, অমৃত হালদার, দেবজিৎ মণ্ডল।

আসছে গতবারের দুই চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : গতবছর টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কে রানের পুরুষ ও মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন কেনিয়ার ড্যানিয়েল এবেনিও ও ইথিওপিয়ার সুতুমে কেবেডে। এবারও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আসছেন দুই চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলিট। টাটা গোষ্ঠী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা এই বছর বিশ্ব অ্যাথলেটিক সংস্থার গোল্ড লেবেল রেসের আওতায় চলে এসেছে। বাড়ছে পুরস্কার মূল্যও। বিশ্বের আরও নামীদামি দৌড়বিদরা অংশ নেবেন। কাজেই শিরোপা ধরে রাখার লড়াই কঠিন হতে চলেছে ড্যানিয়েল, কেবেডেদের কাছে।

পেনাল্টি মিস এমবাপের

লা লিগায় হার রিয়াল মাদ্রিদের

বিলবাও, ৫ ডিসেম্বর : লা লিগা পয়েন্ট টেবিলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্টের ব্যবধান ৪। তবে বার্সা যেখানে ১৬টি ম্যাচ খেলে ফেলেছে, সেখানে বুধবার ১৫ নম্বর ম্যাচ খেলল রিয়াল। ফলে টানা দুটি ম্যাচ জিতলেই কাতালান জায়েন্টদের টপকে যাওয়ার সুযোগ ছিল কার্লো আন্সেলোত্তির দলের সামনে। অ্যাটলেটিকো বিলবাওয়ের কাছে ২-১ গোলে হেরে সেই সুযোগ হেলায় হারালেন কিলিয়ান এমবাপে, রডরিগোরা। পেনাল্টি নষ্ট করে হারের দায় নিলেন এমবাপে।

এদিন শুরু থেকে বহু চেষ্টা করেও লিড নিতে ব্যর্থ রিয়াল। উলটে ৫৩ মিনিটে গোলহজম। এর মিনিট পনেরো পরই পেনাল্টি থেকে এমবাপের নেওয়া দুর্বল শট রুখে দেন বিলবাওয়ের গোলরক্ষক। তারপরও ৭৮ মিনিটে জুডে বেলিংহামের করা গোলে জয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলেন মাদ্রিদের সমর্থকরা। যদিও দুই মিনিটের ব্যবধানে ফের গোল হজম করায় হেরেই মাঠ ছাড়তে হয় রিয়াল মাদ্রিদকে। এদিন হারের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে হতাশ এমবাপে বলেছেন, 'সময়টা কঠিন। তবে পরিস্থিতি বদলাতে হবে। নিজেকে প্রমাণ করার সময় এখন।'

> সময়টা কঠিন। তবে পরিস্থিতি বদলাতে হবে। নিজেকে প্রমাণ করার সময় এখন।
>
> **কিলিয়ান এমবাপে**

অ্যাটলেটিকো বিলবাওয়ের বিরুদ্ধে পেনাল্টি মিস করা কিলিয়ান এমবাপেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন জুডে বেলিংহাম।

লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে হারাল আর্সেনাল, ড্র লিভারপুলের

স্বস্তির জয় ম্যান সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার ও লন্ডন, ৫ ডিসেম্বর : হাসি ফিরল পেপ গুয়ার্দিওলার মুখে। প্রিমিয়ার লিগে নটিংহাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে স্বস্তির জয় ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। অন্যদিকে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ২-০ গোলে আর্সেনালের কাছে হেরে গেল। রক্ষণের ব্যর্থতায় আটকে গেল ছন্দে থাকা লিভারপুলও। লাগাতার হারের পরও প্রত্যাবর্তনের আশ্বাস দিয়েছিলেন গুয়ার্দিওলা। তাঁর কথার মান রাখলেন শিষ্যরা। নটিংহাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে ম্যান সিটি জিতল ৩-০ গোলে। শুরু থেকে একের পর এক আক্রমণে নটিংহাম রক্ষণকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে সিটি। ৮ মিনিটেই কেভিন ডি ব্রুয়েনের সহায়তায় গোল করেন বার্নার্ডো সিলভা। ৩১ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন ব্রুইন নিজে। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান ৩-০ করেন জেরেমি ডোকু।

সাত ম্যাচ পর ম্যাচ জিতে কিছুটা হলেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন পেপ। ম্যাচের পর বলেছেন, 'হারটা যাতে অভ্যাসে পরিণত না হয় তার জন্য এই জয়টা প্রয়োজন ছিল।' গত কয়েকটি ম্যাচে ডি ব্রুয়েনকে শুরু থেকে খেলাননি। পেপের সঙ্গে বেলজিয়াম তারকার সম্পর্ক নিয়ে জল্পনাও চলছিল। এদিন ব্যঙ্গাত্মক সুরে তার উত্তর দেন সিটি কোচ। বলেছেন, 'মনে হয় আমি কেভিনকে খেলাতে পছন্দ করি না। ফাইনাল থার্ডে যার প্রতিভা অন্যতম সেরা। দীর্ঘ নয় বছর একসঙ্গে কাজ করার পরও তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সমস্যা।' পরে বলেন, 'চোট সারিয়ে ফেরায় কেভিনের ওপর চাপ যাতে না পড়ে সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।'

এদিকে, পর্তুগিজ রুবেন অ্যামোরিম দায়িত্ব নেওয়ার পর এদিনই প্রথম হারের মুখ দেখল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। সবদিক থেকে সমানে সমানে লড়াই দিলেও সেট পিসে ইউনাইটেডকে পিছনে ফেলল মিকেল আর্তেতার দল। দ্বিতীয়ার্ধে জুরিয়েন টিম্বার এবং উইলিয়াম সালিবা দুটি গোলই করেন কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে হেড করে।

অন্যদিকে, ইপিএলে লিভারপুল-নিউক্যাসল ইউনাইটেড ম্যাচ ড্র হল ৩-৩ গোলে। এদিন ম্যাচে দুইবার পিছিয়ে পড়েও সমতা ফেরায় আর্নে স্লটের দল। পরপর দুটি গোল করে লিভারপুলকে এগিয়েও দেন মহম্মদ সালাহ। তবে পয়েন্ট নষ্ট করতে হল নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে গোল হজম করে। সালাহ ছাড়া অল রেডসের হয়ে অপর একটি গোল কার্টিস জোন্সের।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচ হিসেবে প্রথম হারে হতাশ রুবেন অ্যামোরিম (বাঁয়ে)। ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে এগিয়ে দেওয়ার পর সতীর্থদের সঙ্গে উল্লাস কেভিন ডি ব্রুয়েনের। বুধবার রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে।

অনুশীলনে অনুপস্থিত হলেও হেক্টর চেন্নাই যাচ্ছেন

কার্ড সমস্যায় চিন্তায় ব্রুজোঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : এই ডিসেম্বর মাস মানেই এক ছুটি-ছুটি, উৎসব-উৎসব আমেজ সারা বিশ্বজুড়ে। লাল-হলুদ সমর্থকদের উৎসব শুরু করতে এবার প্রভু যিশুর মাসই ভরসা দলের কোচ অস্কার ব্রুজোঁর।

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে জয়ের পর অন্তত 'আমরাও জিততে পারি,' এই বোধটা ফের জেগে উঠেছে দলের মধ্যে। ফলে অনুশীলনেও ফুরফুরে লাগে গোটা দলকে দেখে। শুধুমাত্র কাঁটার মতো খচখচ করছে চেন্নাই উড়ে যাওয়ার একদিন আগে হেক্টর ইউস্তের অনুপস্থিতি। সম্ভবত তাঁর চোটটা পুরোপুরি সারেনি। কিন্তু তাঁকে যে হিজাজি মাহেরের থেকেও বেশি প্রয়োজন ম্যাচে, এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে লাল-হলুদ কোচের কাছে। তাই প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দিয়ে দিয়ে মাঠে নামানোর জন্য ইউস্তেকে তৈরি রাখছেন তিনি। একথাই জানালেন ব্রুজোঁ নিজেও, 'আমরা শুক্রবার এখানে অনুশীলন করেই চেন্নাই উড়ে যাব। তাই এদিন দুই-একজনকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে কারণ সেই এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ থেকে ক্রমাগত দল খেলে চলেছে। টানা খেলার একটা ক্লান্তি থাকে। শুক্রবারের অনুশীলনে সবাই থাকবে।' এর বাইরেও চিন্তা যে নেই, তা নয়। চার বিদেশির তিনটি করে হলুদ কার্ড। দুই সেন্টার ব্যাক হিজাজি ও ইউস্তে ছাড়াও সাউল ক্রেসপো ও ক্লেইটন সিলভাও আর একটা করে কার্ড দেখলেই পরের ম্যাচে নেই। সেক্ষেত্রে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কার্ডের ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে এঁরা কেউ একজন কার্ড দেখলেই গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে নেই। তবু ব্রুজোঁ বলছেন, 'এই কার্ড সমস্যাটা ফুটবলের অঙ্গ। কিছু করার নেই। ওড়িশা না হোক, অন্য কোনও ম্যাচে এটা হবেই। সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আর পরিবর্ত যে খেলবে, সেও নিজের সেরাটা দিয়ে দলকে সাহায্য করবে বলে আমি মনে করি।'

> কার্ড সমস্যা ফুটবলের অঙ্গ। ওড়িশা না হোক, অন্য কোনও ম্যাচে এটা হবেই। আর পরিবর্ত যে খেলবে, সেও নিজের সেরাটা দিয়ে দলকে সাহায্য করবে বলে আমি মনে করি।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

কোচ অবশ্য বিভিন্ন পজিশনে মোটামুটিভাবে ফুটবলারদের খেলিয়ে তৈরি রাখার চেষ্টা করছেন। যেমন নন্দকুমার শেখর ও নাওরেম মহেশ সিং না থাকায় পিভি বিষ্ণুর সঙ্গে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধেই তিনি জিকসন সিংকে খেলিয়েছেন উইংয়ে। জিকসন বলেছেন, 'আমার নিজের কোনও পছন্দের জায়গা নেই। কোচ যেখানে খেলাবেন আর দলের প্রয়োজন যে পজিশনে সেখানে খেলতে আমার আপত্তি নেই।' তিনিও চেন্নাইয়ান দলটাকে শক্তিশালী বলে মনে করছেন। তিনি বলেছেন, 'কিছু দল আছে যাদের সম্পর্কে আগাম আন্দাজ করা যায় না। চেন্নাইয়ানও সেরকমই দল। অত্যন্ত কঠিন ম্যাচ। তবে এই কোচ আসার পর দলের মধ্যে সদর্থক ভাবনাচিন্তা এসেছে। সেটাই কাজে লাগবে বলে আমার মনে হয়।' তিনিই একমাত্র ফুটবলার যাঁর এখনও পর্যন্ত ভারতীয় হিসাবে যে কোনও পর্যায়ের বিশ্বকাপে গোল আছে। সেখান থেকে এখনও ইস্টবেঙ্গলে নিজের জায়গা পাকা করতে না পারা। জিকসন নিজেই বলেছেন, 'একজন ফুটবলারকে সবসময়ই নিজের জায়গা ধরে রাখার জন্য লড়ে যেতে হয়। তাই নিজেকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করে চলেছি।' আপাতত অবশ্য তাঁর উপর ভরসা রাখতে সমস্যা নেই ব্রুজোঁর। কারণ আগের ম্যাচে তিনি ও বিষ্ণু দুটি উইংকে অনেকবেশি সচল রাখতে পেরেছেন। ফলে নন্দ ও মহেশের পক্ষে এখন দলে ঢোকা কঠিন।

নয়াদিল্লির পথে মহমেডানের মিরজালোল কাশিমভ।

বিপক্ষ উদাহরণ চেরনিশভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : শুক্রবার আইএসএলের মঞ্চে প্রথমবার দুই আই লিগ চ্যাম্পিয়নের লড়াই। অ্যাওয়ে ম্যাচে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি। তার আগে দলের আত্মবিশ্বাস ফেরানোই আসল চ্যালেঞ্জ কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভের কাছে। প্রায় প্রতিটা ম্যাচেই ভালো শুরু করছে মহমেডান। কোনও কোনও ম্যাচে গোলও হচ্ছে। কিন্তু তার পরই খেলা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আক্রমণভাগের ফুটবলাররা প্রতিপক্ষের গোলের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও খেই হারিয়ে ফেলছেন। সমর্থক থেকে ক্লাবকর্তা সকলেই বেশ বিরক্ত। তবে সাদা-কালো কোচের আশা খুব তাড়াতাড়ি ভালো সময় আসবে। ম্যাচের আগে প্রতিপক্ষ পাঞ্জাবকেই উদাহরণ হিসাবে দেখতে চাইছেন চেরনিশভ। বলেছেন, 'পাঞ্জাবও আই লিগ থেকে আসার পর শুরুটা ভালো করেনি। জানুয়ারি থেকে ভালো খেলতে শুরু করে। তারপর একটা সময় সুপার সিক্সের দৌড়েও ছিল প্রবলভাবে। আর এবার ওরা কত ভালো জায়গায় আছে।'

কিন্তু কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে? চেরনিশভের ধারণা, 'গোল করতে না পারাটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা হতে পারে। অনুশীলনে ভালো করলেও ম্যাচে ফুটবলাররা জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। একবার দল গোল পেতে শুরু করলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে।' যে কারণে ইতিমধ্যেই দলের মেন্টাল কন্ডিশনিং কোচ হিসাবে রাহুল পট্টবর্ধনকে নিয়োগ করেছে মহমেডান। যদিও চেরনিশভ বলছেন, 'মহমেডানের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের জার্সিতে খেলাটাই ফুটবলারদের অনুপ্রেরণা হওয়া উচিত।'

এদিকে, পাঞ্জাব ম্যাচে দলের রক্ষণভাগের ফুটবলার গৌরব বোরাকে পাওয়া যাচ্ছে না। জোসেফ আদজেই চোট সারিয়ে ফিরলেও ফের একই জায়গায় ব্যথা অনুভব করছেন। এই ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। রক্ষণ নিয়ে চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। যা সম্ভাবনা তাতে ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরের পাশে মহম্মদ ইরশাদ অথবা জসিমকে খেলাতে পারেন চেরনিশভ।

আইএসএলে আজ

পাঞ্জাব এফসি বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

আবারও ভেস্তে গেল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বৈঠক

দুবাই, ৫ ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে চলতি নাটকের শেষ কোথায়? তারিখের পর তারিখ চলে যাচ্ছে। সমাধান সূত্র এখনও মেলেনি। আইসিসি-র শীর্ষপদে বসে জট ছাড়াতে প্রথমবার বোর্ড মিটিং ডেকেছিলেন জয় শা। কিন্তু সেই বৈঠকও নিষ্ফলা। আইসিসির তীব্র চাপ সত্ত্বেও শর্তহীন হাইব্রিড মডেলে রাজি হয়নি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

ফলস্বরূপ ফের নতুন এক তারিখ। শনিবার আইসিসি-র শীর্ষকর্তারা ভারত, পাকিস্তান সহ সদস্যভুক্ত দেশগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে আবার বৈঠকে বসবে। ৭ ডিসেম্বরের যে বৈঠকে জট ছাড়বেই বলা যাচ্ছে না। তবে আইসিসির সূত্রের খবর অনুযায়ী, শনিবার পাকিস্তান অবস্থান থেকে সরে না এলে কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটবে সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা।

হাইব্রিড মডেল নাহলে পুরো টুর্নামেন্ট পাকিস্তান থেকে সরানো হবে- আইসিসির তরফে ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, হাইব্রিড মডেলে হলেও সংগঠক হিসেবে প্রাপ্য পুরো অর্থই পাবে পাকিস্তান। যদিও পিসিবি-র দাবি, ভারতে অনুষ্ঠিত পরবর্তী আইসিসি টুর্নামেন্টেও হাইব্রিড মডেলে করতে হবে, তাহলেই একমাত্র তারা রাজি, নচেৎ নয়।

ভারতের হয়ে চাপ সম্প্রচার সংস্থার

পাকিস্তানের এহেন অবস্থানের মাঝে ভারতের হয়ে চাপ বাড়াল টুর্নামেন্টের সম্প্রচার সংস্থা স্টার ইন্ডিয়া। লিখিতভাবে আইসিসি-কে জানিয়েছে ভারত না খেললে যে বিশাল ক্ষতি হবে, তা সামলানো অসম্ভব। সম্প্রচার সংস্থার দাবি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে প্রাপ্য আয়ের ৯০ শতাংশ ভারতের বাজার থেকে আসে। ফলে ভারতহীন টুর্নামেন্ট আয়োজন কার্যত অসম্ভব।

স্টার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সম্প্রচারের জন্য আইসিসি-কে ৬৩৫২ কোটি টাকা দিয়েছে তারা। ভারত না খেললে এই অর্থের ৯০ শতাংশ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ফেরত দিতে হবে। টাকার অঙ্কে যা ৫৭১৬ কোটি। পাকিস্তান সরে দাঁড়ালে সেখানে ১০ শতাংশ অর্থাৎ ৬৩৪ কোটি টাকা ক্ষতি। ভারতের তুলনায় যা অনেকটাই কম।

সম্প্রচার সংস্থার চাপ নিয়ে আইসিসি-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, টুর্নামেন্ট বাতিলের সম্ভাবনা নেই। ভারতকে নিয়েই টুর্নামেন্ট হবে। প্রয়োজনে পাকিস্তান থেকে সরিয়ে অন্য দেশে বসবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর।

কাম্বলির পরিণতিতে 'আক্ষেপ' দ্রাবিড়ের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : প্রতিভা থাকলে শুধু হয় না। দরকার তার সঠিক লালনপালনের। বাইশ গজে সর্বোচ্চ সাফল্য পেতে ক্রিকেটীয় দক্ষতা যেমন জরুরি, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ একাগ্রতা, তাগিদ, শৃঙ্খলা। এই কারণে শচীন তেন্ডুলকার সর্বোচ্চ শিখরে আর বিনোদ কাম্বলি দ্রুত হারিয়ে গিয়েছেন। প্রাক্তন সতীর্থ কাম্বলিকে নিয়ে এমনই মত রাহুল দ্রাবিড়ের।

দ্রোণাচার্য কোচ রমাকান্ত আচরেকারের স্মৃতিতে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে শচীন-কাম্বলির যুগলবন্দির ভিডিও ভাইরাল। কাম্বলির শারীরিক, মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্নটা ফের সামনে। প্রাক্তন সতীর্থকে নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় দ্রাবিড়ের ইঙ্গিতপূর্ণ দাবি, 'প্রতিভার ভুল ব্যাখ্যা করি আমরা। আমিও ভুল করি। ব্যাটারদের ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্ব পায় শটের দক্ষতাকে। কিন্তু মনে রাখা উচিত দায়বদ্ধতা, তাগিদ, শৃঙ্খলা, দৃঢ়তাও কিন্তু প্রতিভা। প্রতিভা নির্ণয়ের সময় সবকিছুই বিবেচ্য হওয়া উচিত।'

শচীন-কাম্বলির তুলনা টেনে দ্রাবিড়ের সংযোজন, 'টাইমিং এবং শট খেলার ক্ষেত্রে অনেকের ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা থাকে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যেমন কভারের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে শট খেলত। শচীন, বীরুর টাইমিংও দুর্দান্ত ছিল। বিনোদের শট নেওয়ার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। রাজকোটে একটা ম্যাচে দেখেছিলাম, শ্রীনাথ, অনিলের (কুম্বলে) বিরুদ্ধে কীরকম দাপট নিয়ে ১৫০ করে। অনিলের প্রথম বলটাই সোজা গ্যালারিতে! প্রতিপক্ষ হয়েও উপভোগ করেছিলাম। হয়তো জীবনের বাকি জায়গাগুলিতে (একাগ্রতা, শৃঙ্খলা) একই প্রতিভা দেখাতে পারেনি ও। এইজন্যই শচীন আজ এই জায়গায়।'

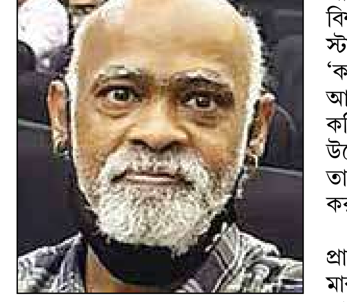

স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে পড়ছে কাম্বলির।

কাম্বলিকে নাকি একসময় সাহায্য করতে চেয়েছিলেন কপিলদেবও। চিকিৎসা, রিহ্যাবের সমস্ত খরচ বহনের আশ্বাসও দেন। শর্ত একটাই, সুস্থ হওয়ার তাগিদ, সদিচ্ছা দেখাতে হবে কাম্বলিকে। ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী দলে কপিলের সতীর্থ বলবিন্দার সিং সান্ধু এদিন যেকথা প্রকাশ্যে আনেন। বিশ্বকাপ ফাইনালে গর্ডন গ্রিনিজের স্টাম্প উড়িয়ে দেওয়া সান্ধু বলেছেন, 'কাম্বলি রিহ্যাবে যেতে রাজি হলে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিল কপিল। শর্ত একটাই, সদর্থক উদ্যোগ নিতে হবে খোদ কাম্বলিকে। তাহলে যত টাকা খরচ হবে, তা বহন করবেন কপিল।'

এদিকে, কাম্বলির ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রাক্তন প্রথম শ্রেণির আম্পায়ার মার্কাস কুটোর দাবি, রিহ্যাব করে লাভ নেই। একাধিকবার নিজেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বন্ধুর অবস্থা খারাপ শুনে ছুটে গিয়েছেন কাম্বলির বাড়িতে। সেই মার্কাস দাবি করেছেন, 'ওর রিহ্যাবে গিয়ে লাভ নেই। ১৪ বার গিয়েছে। তিনবার আমরা উদ্যোগ নিয়ে ওকে রিহ্যাব সেন্টারে নিয়ে যাই। কিন্তু কিছু হয়নি।'

হারের ধাক্কায় অন্তর্দ্বন্দ্ব মহমেডানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : আইএসএলে পরপর হারের ধাক্কায় মহমেডান কর্তাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এল। নজিরবিহীনভাবে ক্লাব সভাপতি সচিবের বক্তব্যের বিরোধিতা করলেন। সচিবের মুখ বন্ধ করতে ক্লাবে মুখপাত্র নিয়োগ করেছেন মহমেডান সভাপতি। সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবার উত্তাল সাদা-কালো তাঁবু।

বৃহস্পতিবার ক্লাবতাঁবুতে সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি সাংবাদিক সম্মলনে বলেছেন, 'আমাদের ক্লাবের কিছু ব্যক্তি ভুলভাল কথা ময়দানে রটাচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা আমাদের টাকা দিচ্ছে না এমন কথাও বলছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। ওরা ইতিমধ্যে চল্লিশ শতাংশ টাকা আমাদের দিয়ে দিয়েছে।' কয়েকদিন আগে দলের পরপর হারে ক্ষুব্ধ সচিব ইশতিয়াক আহমেদ রাজু কোচের পদত্যাগ দাবি করেন। এদিন সেই প্রসঙ্গে সচিবের নাম না করে ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি তাঁকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেছেন, 'কোচকে পদত্যাগ করার কথা কেউ বলতে পারে না। এই বিষয়ে মিটিং করে সিদ্ধান্ত হবে। আমাদের সঙ্গে কোচের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি রয়েছে।'

এদিন সচিবকে কোণঠাসা করতে ক্লাবে মুখপাত্র নিয়োগ ও কার্যকরী কমিটিতে বিনিয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের নেওয়ার কথাও জানান আমিরুদ্দিন ববি। তিনি বলেছেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ক্লাবের পক্ষ থেকে সরকারি বিবৃতি দেওয়ার জন্য মুখপাত্র নিয়োগ করা হবে। আপাতত কার্যকরী সভাপতি মহম্মদ কামারুদ্দিনকে এই পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি ছাড়া ক্লাবের পক্ষ থেকে কেউ সরকারি বিবৃতি দিতে পারবেন না।'

সামি-অভিষেকে মুস্তাকের প্রি-কোয়ার্টারে বাংলা

রাজস্থান-১৫৩-৯ বাংলা-১৫৪/৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : রাজস্থানকে ভাঙলেন মহম্মদ সামি (৪-০-২৬-৩)। পরে ব্যাট হাতে দলের ইনিংস গড়লেন অভিষেক পোড়েল (৪৮ বলে ৭৮)।

সামি-অভিষেকের দাপটে রাজস্থানকে সাত উইকেটে হারিয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল টিম বাংলা। যেখানে আগামী সোমবার চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে খেলতে হবে বাংলাকে। গ্রুপের শীর্ষস্থান পাওয়ার পরও রানরেটে পিছিয়ে থাকার কারণে বাংলাকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে হচ্ছে।

আজ সকালে রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই সামি ম্যাজিকের সামনে চাপে পড়ে গিয়েছিল রাজস্থান। সেই চাপ কাটানোর চেষ্টা করেছিলেন কার্তিক শর্মা, মাহিপাল লোমোররা। কিন্তু সেই চেষ্টা যথেষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৫৩/৯ স্কোরে থেমে যায় রাজস্থানের ইনিংস। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে ফর্মে থাকা করণ লালকে (৪) শুরুতে হারালেও জিততে সমস্যা হয়নি বাংলার। ওপেনার অভিষেকের পাশে সমানভাবে দলকে ভরসা দিয়েছেন অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি (অপরাজিত ৫০)।

সোমবার প্রতিপক্ষ চণ্ডীগড়

পরিস্থিতি ছিল মরণ-বাঁচনের। নকআউট পর্ব নিশ্চিত করতে হলে জিততেই হত বাংলাকে। সেই লক্ষ্যে দারুণভাবে সফল সুদীপ, ম্যাচের সেরা অভিষেকরা। সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'এই জয়ে দলের সকলের সমান অবদান রয়েছে। পুরো দলকে আমি অভিনন্দন জানাতে চাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমাদের পথ চলার এখনও অনেক বাকি।' মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতার নকআউট পর্বের ম্যাচ বেঙ্গালুরুতে। ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু মুস্তাক আলির নকআউট পর্ব। তার আগে আগামীকালই বাংলা দলের রাজকোট থেকে বেঙ্গালুরু উড়ে যাচ্ছে বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'মরণ-বাঁচন ম্যাচ ছিল বলেই আমরা রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই পরিকল্পনা সফল হয়েছে।' এসবের মধ্যেই সামি বল হাতে নিয়মিতভাবেই উন্নতি করছে। আজও রাজস্থান ব্যাটিংয়ের শুরুতে ধস নামিয়েছিলেন তিনিই। বাংলার বোলিং কোচ শিবশংকর পালের কথায়, 'মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচের সময় সামি ফিট ছিল। মাঝের কয়েকদিনে ও আরও ফিট হয়ে উঠেছে। অতীতের ছন্দও ফিরে পেয়েছে। সামি আমাদের গর্ব।'

ম্যাচের সেরার চেক হাতে বাংলার অভিষেক পোড়েল।

শুভেচ্ছা
জন্মদিন

☺ ময়ূখ (মিমো) -এর জন্মদিনে অনেক আদর ও ভালোবাসা সহ ঠাম্মি, মা, বাবা ও দিদি, মদনমোহন পাড়া, অপূর্ব পার্ক, দিনহাটা, কুচবিহার।

কোথায় খেলবেন হিটম্যান, ধাঁধায় অজিরা

অ্যাডিলেড, ৫ ডিসেম্বর : ওপেনিংয়ে খেলবেন না ইঙ্গিত দিয়েছেন।

প্রশ্ন মিডল অর্ডারে খেললে কত নম্বরে? রোহিত শর্মার ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে যে ধোঁয়াশা ধাঁধা প্রতিপক্ষ অজিদের জন্যও। রবি শাস্ত্রীর পরামর্শ, যে পজিশনে খেললে অজিদের সবথেকে বেশি চাপে রাখতে পারবে মনে করবে, সেখানেই খেলা উচিত রোহিতের।

প্রাক্তন হেডকোচ বলেন, 'নবীন-প্রবীণের দারুণ মিশ্রণ রয়েছে ভারতীয় দলে। আর ওপেন করবে নাকি মিডল অর্ডারে খেলবে, পছন্দটা রোহিতের নিজস্ব। ও অত্যন্ত অভিজ্ঞ। কোথায় খেললে অজিদের চিন্তায় রাখতে পারবে, অজিরা পছন্দ করবে না, সেটাই বেছে নিক ও।'

ইডেনে টেস্ট অভিষেকে ৬ নম্বরে নেমে শতরান করেন রোহিত।

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে শাস্ত্রীয় বচন

৫ বা তার নীচে নেমে ৪১ ইনিংসে করেছেন ১৪৭৪ রান। গড় ৪৩.৪৫। তবে গত ৬ বছরে মিডল অর্ডারে দেখা না গেলেও শাস্ত্রীর যুক্তি, লোকেশ রাহুল-যশস্বী জয়সওয়াল ওপেনিং জুটি থাকুক অ্যাডিলেডের দিনরাতের টেস্টেও।

কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'আমার মতে রাহুলই ওপেন করুক। রোহিত অস্ট্রেলিয়ায় পা রাখার পর সেভাবে প্রস্তুতি সারতে পারেনি। প্র্যাকটিস ম্যাচে দ্রুত আউট হয়। রোহিত বরং ৫ বা ৬-এ খেলুক। চোট সারিয়ে শুভমানও ফিরছে। নিঃসন্দেহে শক্তিশালী দল। গত ১০-১৫ বছরে এরকম শক্তিশালী ব্যাটিং নিয়ে কোনও দল অজি সফরে আসেনি। বোলিংয়ে কোনওরকম কাঁটাছেঁড়া প্রয়োজন নেই। পারথের বোলিং ব্রিগেডই খেলুক অ্যাডিলেডে।'

অ্যাডাম গিলক্রিস্ট আবার যশস্বীতে মজে। নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করা ভিডিও কিংবদন্তি অজি উইকেটকিপার-ব্যাটার বলেছেন, 'প্রতিভাবান ওপেনিং ব্যাটার। ইতিমধ্যেই ওর ব্যাট থেকে বেশ কিছু আকর্ষণীয় সেঞ্চুরি এসেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে অভিষেকেই শতরান। দ্বিশতরান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এখন অস্ট্রেলিয়ায় যশস্বী-ম্যাজিক জারি।'

যশস্বীর অতীতের জীবন সংগ্রামের কথা তুলে গিলক্রিস্ট জানান, রাতে ঘুমের মধ্যে নয়, চোখ খোলা রেখে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে পরিশ্রম করেছে, ঘাম ঝরিয়েছে। অন্ধকার টেন্টে, খালি পেটে থেকেও যে স্বপ্নটাকে কখনও হারিয়ে যেতে দেয়নি যশস্বী। আর এই অতীতটাই তরুণ ভারতীয় ওপেনারের ভালো খেলার সবথেকে বড় রসদ।

গিলক্রিস্টের মতে, কুড়িতেই লাখো, কোটি সমর্থকের প্রত্যাশার চাপ সামলে সফল যশস্বী। আইপিএলের পাশাপাশি দেশের হয়ে সাফল্য পাচ্ছে। তবে পারথে করা ১৬১, রাতারাতি বিরাট কোহলির সঙ্গে তুলনায় এনে দিয়েছে বাঁহাতি ওপেনারকে। ঈশ্বরই জানে, যশস্বীর স্বপ্নের দৌড়ের শেষ কোথায়।

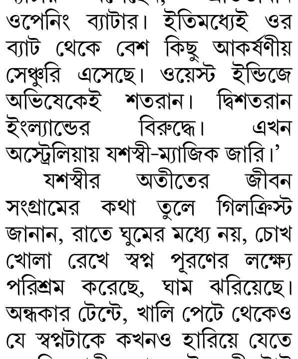

টানা ছয় ড্র গুকেশের

সিঙ্গাপুর, ৫ ডিসেম্বর : দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের নবম রাউন্ডে গতবারের চ্যাম্পিয়ন চিনের ডিং লিরেনের বিরুদ্ধে ফের ড্র করলেন ভারতের ডোম্মারাজু গুকেশ। এদিন সাদা ঘুঁটির সুবিধা নিয়েও গুকেশ এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হলেন। দুজনেরই পয়েন্ট ৪.৫। বাকি আর পাঁচটি রাউন্ড। তার মধ্যে প্রথম ৭.৫ পয়েন্ট পাবেন যিনি তিনিই চ্যাম্পিয়ন হবেন। তাছাড়া ১৪ রাউন্ড শেষেও মীমাংসা না হলে চ্যাম্পিয়ন নির্ধারিত হবে টাইব্রেক রাউন্ডে। গুকেশ জিতলে তিনিই হবেন সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

নজরে অজি ব্যাটিং বনাম বুমরাহ

গোলাপি যুদ্ধে বৃষ্টির পূর্বাভাস

ফিল্ডিং অনুশীলনে বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার।

অ্যাডিলেড, ৫ ডিসেম্বর : ঘটনার ঘনঘটা!

অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে। জোশ হ্যাজেলউডের পরিবর্তে খেলবেন স্কট বোল্যান্ড। টিম ইন্ডিয়া তাদের প্রথম একাদশ ঘোষণা করেনি। কিন্তু জোড়া বদল নিশ্চিত। ধ্রুব জুরেল ও দেবদত্ত পাডিক্কালের পরিবর্তে অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও শুভমান গিল ফিরছেন প্রথম একাদশে।

বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে অ্যাডিলেডে। আগামীকাল ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার গোলাপি টেস্টের প্রথম দিন ভাসতে পারে বৃষ্টিতে। ফলে ভারত-অজি গোলাপি যুদ্ধে টস গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সঙ্গে রয়েছে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা বোলার জসপ্রীত বুমরাহ বনাম অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দল ১৫০ রানে অলআউট হয়ে যাওয়ার পর বল হাতে অজি শিবিরে পালটা আঘাতের কাজটা শুরু করেছিলেন বুমরাহ। ফল কী হয়েছিল, সবার জানা। বুমরাহ 'আতঙ্ক' এখনও প্রবলভাবেই রয়েছে অজি শিবিরে। থাকবেও।

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিরিজের প্রথম টেস্ট জিতে টিম ইন্ডিয়া আত্মবিশ্বাসের এভারেস্টে চড়ে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামছে, এমন ঘটনা বিরল। সেই বিরল ঘটনাই কাল প্রত্যক্ষ করতে চলেছে ক্রিকেট দুনিয়া। অ্যাডিলেড টিম ইন্ডিয়ার জন্য এমন একটা মাঠ, যা দলের সেরা ব্যাটার বিরাট কোহলির জন্য 'পয়া'। আবার চার বছর আগে এই মাঠেই দিন-রাতের গোলাপি টেস্টে ৩৬ অলআউটের লজ্জার রেশ এখনও রয়েছে ভারতীয় শিবিরের অন্দরে। অতীতের ধাক্কা রোহিত-বিরাট-বুমরাহদের জন্য কাল থেকে শুরু হতে চলা টেস্টে 'বদলার' মেজাজ নিয়ে আসে কিনা, ক্রিকেটমহলে তারও জল্পনা চলছে।

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামের মতোই অ্যাডিলেড ওভালের মাঠও অস্ট্রেলিয়ার জন্য আক্ষরিক অর্থেই 'দুর্গ।' পরিসংখ্যান বলছে, অ্যাডিলেডে মোট সাতটি দিন-রাতের গোলাপি টেস্ট খেলেছেন অজিরা। কখনও হারের স্বাদ পেতে হয়নি স্টিভেন স্মিথদের। এবার কি ছবিটা বদলাতে চলেছে? জবাব দেবে সময়। কিন্তু তার আগে পারথের জয় ও সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর নিশ্চিতভাবেই ফেভারিট হিসেবে শুক্রবার অ্যাডিলেডে নামবে ভারত। নামবে পূর্ণ শক্তি নিয়ে। যেখানে অধিনায়ক রোহিত প্রথম টেস্ট খেলতে না পারার পর অ্যাডিলেডে ফিরতে গিয়ে তাঁর পছন্দের ব্যাটিং অর্ডার হারিয়ে ফেলেছেন। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজার মতো সিনিয়ার ও অভিজ্ঞরা টানা দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় সাজঘরে বসে থাকতে চলেছেন। যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়ে অজি সংবাদমাধ্যমে হইচইয়ের পাশে তাঁর ফর্মকে কেন্দ্র করে প্যাট কামিন্সদের সংসারে তৈরি হয়েছে টেনশন। এসবের মধ্যে বুমরাহ আতঙ্ক তো রয়েইছে।

অ্যাডিলেডে ফোন করে জানা গেল চমকপ্রদ তথ্য। 'অপরাজিত' থাকা মাঠে বুমরাহ-যশস্বীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের স্ট্র্যাটেজি তৈরির জন্য মরিয়া হয়ে রয়েছেন কামিন্স-স্মিথরা। তাঁরা ভালোই বুঝে গিয়েছেন, পারথের পর অ্যাডিলেডেও হারতে হলে টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজ জয়ের হ্যাটট্রিক অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যাবে। অতীতে আটের দশকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও প্রায় চব্বিশ বছর আগে গ্রেম স্মিথের দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া এমন নজির আর কোনও দেশের নেই। রোহিতের ভারত সেই তালিকায় ঢুকে পড়তে পারবে কিনা, সময় বলবে। সেই কারণেই অজি অনুশীলনে বুমরাহর মতো বোলিং অ্যাকশনের বোলার হাজির করিয়ে অনুশীলনও সেরেছেন স্মিথরা।

কিন্তু তারপরও অস্ট্রেলিয়া শিবিরের টেনশন, বুমরাহ আতঙ্ক কমার খবর নেই। অধিনায়ক কামিন্স, ফর্মে না থাকা মার্নাস লাবুশেনদের জন্য একমাত্র সঞ্জীবনী সুধা হতে পারে অ্যাডিলেডের বাইশ গজ। যেখানে ৬ মিলিমিটার ঘাস রয়েছে। কিউরেটার ডামিয়েন হাউ গতকালই জানিয়েছিলেন, পিচে ব্যাটারদের পাশে পেসার-স্পিনারদের জন্যও সহায়তা থাকবে। কিন্তু এমন সহায়তা তো পারথেও ছিল।

স্বপ্নের ফর্মে থাকা বুমরাহ ম্যাজিক শুরু হতেই ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডের গোলাপি বলের যুদ্ধেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না তো?

অস্ট্রেলিয়া
বনাম
ভারত
আজ শুরু
দ্বিতীয় টেস্ট

সময় : সকাল ৯.৩০ মিনিট
স্থান : অ্যাডিলেড
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও হটস্টারে

“পারথে আমি ছিলাম না। তাই নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। আসলে দল পরিচালনা করতে হলে অনেক সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পারথে সেটাই হয়েছিল। আমি নিশ্চিত, সিরিজের বাকি পর্বে ওরা ঠিকই দলকে সাহায্য করবে।

– রোহিত শর্মা

দলীয় স্বার্থে 'বলিদান' হিটম্যানের

রাহুলই ওপেন করবে, ঘোষণা রোহিতের

অ্যাডিলেড, ৫ ডিসেম্বর : কারোর মতে 'বলিদানের' সেরা উদাহরণ। কেউ কেউ বলছেন, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত। আবার অনেকের মতে, ইয়ে তো হোনা হি থা!

বাস্তব যাই হোক না কেন, মহান অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে সাম্প্রতিককালের সেরা উদাহরণ হিসেবে হয়তো চিরকাল নাম থেকে যাবে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার। পারথ টেস্টের সময় তিনি দলে ছিলেন না। ছিলেন মুম্বইতে। পরিবার ও সদ্যোজাত পুত্র সন্তানের সঙ্গে।

তাঁর অনুপস্থিতিতে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ইনিংস ওপেন করার সুযোগ পেয়েই চমক দিয়েছিলেন লোকেশ রাহুল। প্রথম ইনিংসে কঠিন পরিস্থিতিতে লড়াকু ২৬ ও দ্বিতীয় ইনিংসে মায়াবী ৭৭ রানের ইনিংস খেলে রাহুল প্রমাণ করেন ফর্ম সাময়িক, ক্লাস চিরকালীন। সেই পারফরমেন্সের পুরস্কার পেলেন তিনি। আজ অ্যাডিলেডে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে অধিনায়ক রোহিত ঘোষণা করে দিলেন, গোলাপি টেস্টে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে রাহুলই ওপেন করবেন। তিনি 'মিডল অর্ডারের' কোথাও ব্যাট করবেন। রোহিত জানাননি ঠিক কত নম্বরে তিনি ব্যাটিং করবেন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের পর ক্রিকেট দুনিয়ায় রোহিতকে নিয়ে প্রবল হইচই চলছে। নিজের পছন্দের ওপেনিংয়ে 'বলিদান' দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে রোহিত আজ বলেছেন, 'মুম্বইয়ের বাড়িতে বসে পারথ টেস্টে রাহুলের ব্যাটিং দেখেছি। অসাধারণ ব্যাটিং করেছিল ও। পারথে আমাদের জয়ের নেপথ্যে যশস্বী ও রাহুলের ওপেনিং জুটির বড় অবদান রয়েছে। তাই আপাতত ওর ব্যাটিং অর্ডার বদলের কোনও প্রয়োজন নেই। রাহুলই ইনিংস ওপেন করবে যশস্বীর সঙ্গে। আমি মিডল অর্ডারে কোথাও ব্যাটিং করব।'

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে ভারত অধিনায়ক রোহিতের পা রাখার পর থেকেই তাঁর সম্ভাব্য ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে চলছিল জল্পনা। গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রাহুলও খোলশা করে কিছু জানাননি। আজ রোহিত ধোঁয়াশা কাটালেন। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'লোকেশের ওপেন করা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। ওই অ্যাডিলেডে ইনিংস ওপেন করবে। আমি মিডল অর্ডারে কোথাও নামব। হয়তো ব্যক্তিগতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ নয় আমার জন্য। কিন্তু পরিস্থিতির বিচারে এটাই সেরা সিদ্ধান্ত বলে মনে হয় আমার। পারথে যেভাবে রাহুল দুই ইনিংসে ব্যাটিং করেছে, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।' দলের ওপেনিং জুটি ও নিজের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে জল্পনা শেষ করেছেন ভারত অধিনায়ক। যদিও তিনি অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের প্রথম একাদশ ঘোষণা করেননি।

পারথ টেস্টে রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মতো দুই অভিজ্ঞকে সাজঘরে বসতে হয়েছিল। প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। অ্যাডিলেডে কী হবে? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র অধিনায়ক রোহিত বলেছেন, 'পারথে আমি ছিলাম না। তাই নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। আসলে দল পরিচালনা করতে হলে অনেক সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পারথে সেটাই হয়েছিল। আমি নিশ্চিত, সিরিজের বাকি পর্বে ওরা ঠিকই দলকে সাহায্য করবে।' রোহিত স্পষ্ট না করলেও ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, অ্যাডিলেডের গোলাপি টেস্টেও অ-জা জুটিকে সাজঘরেই বসতে হচ্ছে। ওয়াশিংটনই থাকবেন প্রথম একাদশে। অধিনায়ক রোহিতের কথায়, 'আমাদের শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে ছিল ওয়াশিংটন। খেলেওছিল। ও একজন দুর্দান্ত অলরাউন্ডার।' অশ্বীন-জাদেজাদের নিয়ে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করার পাশে টিম ইন্ডিয়ার আগামী প্রজন্মের তিন তারকা শুভমান গিল, যশস্বী ও ঋষভ পন্থদের নিয়েও মুখ খুলেছেন ভারত অধিনায়ক। সময়ের সঙ্গে ক্রিকেটারদের মানসিকতার বদলের বিষয়টি উসকে দিয়েছেন তিনি। রোহিতের কথায়, 'দলের জুনিয়ার সদস্য হিসেবে যখন আমরা প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলাম, ভাবতাম কীভাবে রান করব। কীভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে সফল হব। এখনকার প্রজন্মের শুভমান-জয়সওয়াল-ঋষভ পন্থরা ভয়ডরহীন ক্রিকেটের পাশে শুধু ম্যাচ জয়ের কথাই ভাবে।'

লাবুশেনকে বার্তা কামিন্সের

অ্যাডিলেড, ৫ ডিসেম্বর : লাস্ট ফ্রন্টিয়ার।

ভারতের মাটিতে সিরিজ জেতার সাধ একদা অধরা রেখেই ক্রিকেটকে গুডবাই জানাতে হয়েছিল স্টিভ ওয়াকে। সব সাফল্যের মাঝেও যে আক্ষেপ এখনও তাড়া করে। উত্তরসূরি প্যাট কামিন্সও একই নৌকোয়।

অ্যাসেজ থেকে বিশ্বকাপ, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের মতো বড় আসরে বাজিমাত করলেও ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জয় এখনও অধরা তাঁর। চলতি সিরিজে লক্ষ্যপূরণের পথে বড়সড়ো আঘাত পারথ টেস্টে হার। স্কোরলাইন ১-১-এর সঙ্গে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করা-শুক্রবার শুরু দ্বিতীয় টেস্টে একাধিক লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়ার সামনে। রয়েছে ব্যাটারদের ফর্মে ফেরা, জোশ হ্যাজেলউডের অভাব পূরণের চাপ।

ম্যাচের আগের দিন প্রথম এগারোর নাম জানিয়েছে ক্যাঙারু ব্রিগেড। একটাই পরিবর্তন- আনফিট হ্যাজেলউডের জায়গায় ১৭ মাস পর প্রত্যাবর্তন বছর পঁয়ত্রিশের পেসার স্কট বোল্যান্ডের। বোলিং-ফিটনেস নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও মিচেল মার্শও আছেন। ওপেনিংয়ে উসমান খোয়াজার সঙ্গে আরও একটা সুযোগ পাচ্ছেন নাথান ম্যাকসুইনি। পারথে দুই ইনিংসেই জসপ্রীত বুমরাহদের সামলাতে ব্যর্থ হলেও আস্থা রাখছে দল। তিনে মার্নাস লাবুশেন, চারে স্টিভেন স্মিথ।

তিন-চারের দুই তারকার ফর্ম অজিদের সবচেয়ে চিন্তার জায়গা। টানা ব্যর্থতার (শেষ ১০ টেস্টে ১২৩ রান) সঙ্গে লাবুশেনের রক্ষণাত্মক ব্যাটিং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে প্যাট কামিন্সও বিশেষ বার্তা দিয়ে রাখলেন সতীর্থকে।

পারথে লাবুশেনের ঠকঠকানি (৫২ বলে ২ রান) ইনিংস নিয়ে তোপ দাগেন প্রাক্তনদের অনেকেই। যুক্তি, লাবুশেনের অতি-রক্ষণাত্মক ব্যাটিং ভারতীয় বোলারদের মাথায় চেপে বসতে সাহায্য করেছে।

কামিন্স বলেছেন, 'প্রস্তুতিতে কোনও ঘাটতে নেই ওর। কিন্তু যেভাবে আউট হয়েছে মেনে নেওয়া কঠিন। মুশকিল ধারাভাষ্যকারদের 'কিছুটা সক্রিয় হওয়া উচিত' পরামর্শ এড়িয়ে যাওয়াও। তবে ওকে দেখে দুর্দান্ত লাগছে, যেমন লাগে সবসময়। পরিশ্রম করছে। হয়তো অ্যাডিলেডে আরও একটা শতরানের ভাবনাও ঘুরছে।' অ্যাডিলেডে লাবুশেনের রেকর্ড সমীহ জাগানো। ৩টি শতরান,

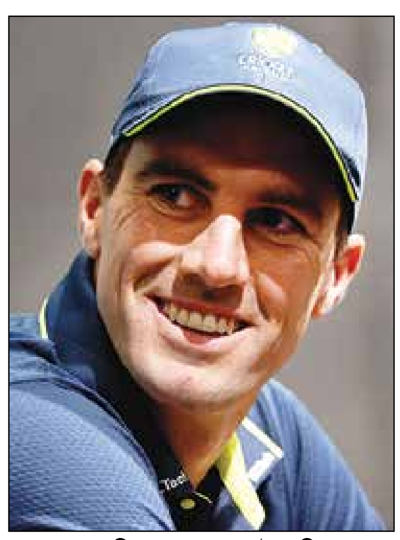

সাংবাদিক সম্মেলনে প্যাট কামিন্স।

ব্যাটিং গড় ৭১।

জসপ্রীত বুমরাহকে নতুন বলে সামলানো চ্যালেঞ্জ, মেনেও নিচ্ছেন। কামিন্সের আশা, বোলাররা যেমন বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে নামবে, তেমনই ব্যাটাররা কাজে লাগাবে প্রথম টেস্টের বিপর্যয় থেকে পাওয়া শিক্ষাকে। ব্যাটে-বলের দলগত ক্রিকেটের প্রতিফলন ঘটবে, আরও ভালো পারফরমেন্স হবে গোলাপি বলের দ্বৈরথে।

৩৬-এর পুরোনো স্মৃতি উসকে দিতে ভারতীয় ব্যাটারদের গোলাপি বলে পরীক্ষা ফেলতে ফের প্রস্তুত অজি পেসাররা। মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, স্কট বোল্যান্ড। পরিস্থিতি বুঝে মিচেল মার্শও কয়েক ওভার হাত ঘোরাবেন।

কামিন্স ভরসা রাখছেন জোশের বিকল্প বোল্যান্ডের ওপর। খুশি, জোশের পরিবর্ত হিসেবে বোল্যান্ডকে পেয়ে। দাবি, জাতীয় দলে না থাকলে, ঘরোয়া ক্রিকেটে অত্যন্ত ধারাবাহিক। সর্বোচ্চ পর্যায়ে দেশের হয়ে অতীতে যখন সুযোগ পেয়েছে, হতাশ করেননি।

দলের মধ্যে বিভাজন-বিতর্কের দায় ধারাভাষ্যকারদের ওপর চাপিয়ে দিলেন কামিন্স। সুনীল গাভাসকার, মাইকেল ভন, অ্যাডাম গিলক্রিস্টরা প্রশ্ন তোলেন। কামিন্সের পালটা দাবি, দল এককাট্টা। সাজঘরের পরিবেশ দুর্দান্ত। মানসিকভাবে ভালো জায়গাতে রয়েছে। কোনও কোনও ধারাভাষ্যকার ভুল ব্যাখ্যা করেছেন।

মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়োনের জন্য আবার যশস্বী জয়সওয়ালের স্লেজিংয়ের জবাব দেওয়ার বাড়তি তাগিদ। পারথে নার্ভাস নাইন্টিজে দাঁড়িয়ে স্টার্ককে বলেছেন, 'তোমার বল জোরে আসছে না'। লায়োনকে বলেছেন, 'তুমি কিংবদন্তি। তবে বুড়ো হয়ে গেছ।'

স্টার্ক বল হাতেই জবাব দেওয়ার মেজাজে। ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেছেন, 'আমি আস্তে বল করছি। ওর কথাগুলি শুনতে পাইনি তখন। তবে এখন আমি কাউকে জবাব দিই না। এড়িয়ে চলি যতটা সম্ভব।' তবে স্লেজিং করলেও যশস্বী-বন্দনায় স্টার্কের দাবি, বর্তমান ক্রিকেটের অন্যতম সাহসী তরুণ ব্যাটার। বলেছেন, 'প্রথমদিনে দ্রুত ফিরিয়েছিলাম ওকে। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে দারুণভাবে মানিয়ে নিই। অ্যাডিলেডে ফের নতুন চ্যালেঞ্জ।'

রানের রেকর্ড বরোদার

ইন্দোর, ৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার একের পর এক নজির ঘটল সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে। একদিকে টি২০ ক্রিকেটে সর্বাধিক রানের রেকর্ড গড়ল বরোদা। পাশাপাশি ২৮ বলে শতরান করে টি২০ ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরানের কীর্তি স্পর্শ করেছেন পাঞ্জাবের অভিষেক শর্মা। একইদিন মুস্তাক আলি ট্রফিতে হ্যাটট্রিক করেছেন ভুবনেশ্বর কুমার। বৃহস্পতিবার সিকিমের বিরুদ্ধে বরোদা টি২০ ক্রিকেটে সর্বাধিক স্কোরের বিশ্বরেকর্ড গড়েছে। তারা ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৪৯ রানে পৌঁছে যায়। আগে এই কীর্তির অধিকারী ছিল জিম্বাবোয়ে। চলতি বছরেই তারা গাম্বিয়ার বিরুদ্ধে ৫ উইকেটে ৩৪৪ রান তুলেছিল।

মুস্তাক আলি ট্রফিতে হ্যাটট্রিক করলেন ভুবনেশ্বর কুমার।

অন্যদিকে, মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ২৮ বলে শতরান করেছেন অভিষেক। কয়েকদিন আগে উর্ভিল প্যাটেলও ২৮ বলে শতরান করেছিলেন। এটাই ছিল টি২০ ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরানের নজির। বৃহস্পতিবার সেই কীর্তি স্পর্শ করেছেন অভিষেক। এদিকে, জাতীয় দলে ব্রাত্য হয়ে থাকা ভুবনেশ্বর কুমারও জ্বলে উঠেছেন। এদিন উত্তরপ্রদেশের হয়ে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছেন তিনি। সবমিলিয়ে চলতি প্রতিযোগিতায় তাঁর ঝুলিতে এখন ৭ ম্যাচে ৯ উইকেট।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা সুভাষ বসাক - কে 07.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93A 87270 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কারটি আকস্মিক ভাবেই জিতেছি এবং এই বিশাল অর্থ আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেছে। এটি আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছে, কারন এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ আমাকে খুব সহজেই আর্থিক বোঝা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।